الهادى الى الصرف

আল-হাদী ইলাছ্ ছরফ

আল্লামা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী

প্রকাশনায়

আল-হাদী প্রকাশনী
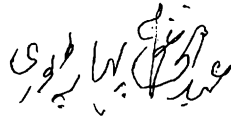
ভূমিকা

আরবী ভাষা শিখার ক্ষেত্রে ছরফ শাস্ত্র একটি বুনিয়াদি বিষয়। ছরফ শাস্ত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকলে কারো পক্ষে কোরআন হাদীস থেকে সরাসরি ইলম আহরণ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই দ্বীনি ইলম চর্চার পথে ছরফ শাস্ত্র সর্বদাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। তবে এ ক্ষেত্রে স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে পাঠ্য কিতাব নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পদ্ধতি ও পরিমাণের বিবেচনা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থীকে নির্বিচারে ছরফের যে কোন কিতাব পড়তে দিলে বা পড়ানো হলে, তাতে আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে। তাই তাকে এমন কিতাবই দেয়া প্রয়োজন যা সুনির্বাচিত অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে সীমিত এবং যার ভাষাও হবে মাতৃভাষা। এক্ষেত্রে কিতাবের পরিমাণের চেয়ে তামরীন বা অনুশীলনের বিষয়টিকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

এ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখেই الهادى الى الصرف কিতাবটি সংকলিত হয়েছে। এতে পাঞ্জেগাঞ্জ, ইলমুছ্ ছীগা ও ইলমুছ্ ছরফের সহায়তায় ছরফের অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলো প্রাথমিক ছাত্রদের উপযোগীরূপে তুলে ধরা হয়েছে। কায়দাসমুহ, গর্দান ও মাসদারের তা'লীল এবং বাবের খাছিয়াতসমূহ পরিমিত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উপকারী বিবেচিত হওয়ায় কিতাবের পাণ্ডুলিপিটি ফটোকপি করে করে মাদানী নিসাবের মাদরাসাগুলোতে প্রায় এক যুগ ধরে পঠিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে এতে বাব পরিচিতি এবং কোরআন শরীফের কিছু জটিল ছীগার তাহকীক ও তা'লীলসহ আরো কিছু উপকারী বিষয় সংযোজিত করে কিতাবের বর্তমান রূপ দাঁড় করানো হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্ অভিজ্ঞতায় কিতাবটি ছাত্রদের জন্য উপযোগী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। বর্তমানে বাইতুস সালাম মাদরাসার ব্যবস্থাপনায় কিতাবটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে শুনে খুশি হলাম। আমি অন্তর দিয়ে দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন কিতাবটিকে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উপকারী বানান, এর ফায়দা জারী রাখেন এবং একে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের জরী'য়া হিসেবে কবুল করেন।

অবশেষে অনুরোধ- কারো নযরে কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

(আল্লামা) আব্দুল হাই পাহাড়পূরী
২৩-১১-১৪২৯ হি.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

হাফত আকছামের বিবরণ

আরবী ভাষায় সকল ফেয়েল ও ইসম চার ভাগে বিভক্ত। যথাঃ

(৪) المضاعف (৩) المعتل (২) المهموز (১) الصحيح

الصحيح ঃ যে ফেয়েল বা ইসমের মূল হরফে হামজা, হরফুল ইল্লাত অথবা এক জাতীয় দুই হরফ না থাকে তাকে الصحيح বলে ।

যথা ঃ جَعْفَرٌ – رَجُلٌ – بَعْثَرَ – ضَرَبَ

المهموز ঃ যে ফেয়েল বা ইসমের মূল হরফে হামজা থাকে তাকে المهموز বলে। ফা কালিমায় হামজা হলে مهموز الفاء আইন কালিমায় হামজা থাকলে مهموز العين লাম কালিমায় হামজা থাকেলে مهموز اللام বলে।

যথা ঃ جُزْءٌ – قَرَأَ – سُؤَالٌ – سَأَلَ – أَمْرٌ – أَمَرَ

المعتل ঃ যে ফেয়েল বা ইসমের মূল হরফে একটি বা দুটি হরফুল ইল্লাত থাকে উহাকে معتل বলে।

معتل পাঁচ প্রকার

হরফুল ইল্লাত ১টি হলে

(১)مثال (২)أجوف (৩)ناقص

হরফুল ইল্লাত ২টি হলে।

(৪)لفيف مقرون (৫)لفيف مفروق

১টি হরফুল ইল্লাত 'ফা' কালিমায় হলে مثال যথা–يَسَّرَ - وَعَدَ -يُمْنٌ—وَلَدٌ

১টি হরফুল ইল্লাত 'আইন' কালিমায় হলে اجوف যথা- قَالَ- بَاعَ -قَوْمٌ

১টি হরফুল ইল্লাত 'লাম' কালিমায় হলে ناقص যথা- رَمٰى- دَعَا

২টি হরফুল ইল্লাত 'আইন ও লাম' অথবা 'ফা ও আইন' কলিমায় হলে لفيف مقرون যথা - رَوٰى- طَوٰى- وَيْلٌ- يَوْمٌ

২টি হরফুল ইল্লাত 'ফা ও লাম' কালিমায় হলে لفيف مفروق যথা- وَلِيَ- وَجِىَ- يَدِيَ

المضاعف ঃ যে ফেয়েল বা ইসমের মূল হরফে এক জাতীয় ২টি হরফ হয় তাকে مضاعف বলে। আইন ও লাম কালিমা এক জাতীয় হলে- مضاعف ثلاثى যথা- سَبَبَ ফা ও লামে আউয়াল এবং আইন ও লামে ছানী এক জাতীয় হলে مضاعف رباعى বলে যথা- حَصْحَصَ- مَضْمَضَ

উপর্যুক্ত বিবরণ অনুযায়ী চার প্রকার অবশেষে এগার প্রকারে পরিণত হয়। ইলমুছ ছরফের পরিভাষায় এগুলোকে সংক্ষেপে الأقسام السبعة বা হাফত্ আকছাম বলা হয় এবং তা নিম্নরূপ ঃ

(১) صحيح

(২) مهموز

যথা:- (ক) مهموز الفاء (খ) مهموز العين (গ) مهموز اللام

(৩-৬ পর্যন্ত) معتل যথাঃ

(৩) مثال

(৪) أجوف

(৫) ناقص

(৬) (ক) لفيف مفروق (খ) لفيف مقرون

(৭) مضاعف

مضاعف رباعى (খ) مضاعف ثلاثى (ক)

فائدة ঃ হরফুল ইল্লাত তিনটি - واو - ألـــف - ياء এই হরফগুলো যম্মা, ফাত্হা ও কাছরাকে দীর্ঘায়িত করলে সৃষ্টি হয়।

(১) যম্মাকে টেনে পড়লে واو সৃষ্টি হয়।

(২) ফাত্হাকে টেনে পড়লে ألف সৃষ্টি হয়।

(৩) কাছরাকে টেনে পড়লে يا সৃষ্টি হয়।

আর এ কারণেই বলা হয় যে,

(١) اَلْواوُ أُخْتُ الضَّمَّةِ (٢) اَلْأَلِفُ أُخْتُ الْفَتْحَةِ (٣) اَلْيَاءُ أُخْتُ الْكَسْرَةِ

قاعدة ঃ আলিফ ও হামজার মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ।

আলিফ সর্বদা ছাকিন হয় এবং উচ্চারণকালে জবানে ঝটকা আসে না, আর হামজা হয়তো ছাকিনই হবে না অথবা ছাকিন হলেও জবানে ঝটকা দিতে হবে। সুতরাং হামজার ২ ছুরত হলো, আর আলিফের শুধু এক ছুরত।

قاعدة ঃ হরফুল ইল্লাত ছাকিন হয়ে তার পূর্বের হরকত মুয়াফিক হলে তাকে مدة বলে। যথা- يَقُوْلُ - يَبِيْعُ

হরফুল ইল্লাত ছাকিন হয়ে তার পূর্বের হরকত মুখালিফ হলে তাকে لين বলে। যথা ঃ قَوْلٌ - بَيْعٌ

আর হরফুল ইল্লাত যদি কালিমার শুরুতে হয় তাহলে তা مدةও নয় لينও নয়। যথাঃ وَعْدٌ - يُسْرٌ

قاعدة ঃ - আরবী ভাষায় হরফুল ইল্লাতের উচ্চারণ কঠিন। واو সর্বাধিক কঠিন, তারপর ياء তারপর ألف

এমনিভাবে হামজা ও এক জাতীয় ২ হরফ একত্র হওয়াকেও কঠিন মনে করা হয়। আর এসব কঠিনতা দূর করতে গিয়ে নিম্ন বর্ণিত কাজগুলো করা হয়। যথা- (١) حذف (٢) إسكان (٣) إبدال (٤) إدغام

حذف ঃ কোন হরফকে ফেলে দেয়া।

إسكان ঃ হরফ হতে হরকতকে ফেলে দেয়া ।

إبدال ঃ কোন হরফকে অপর হরফ দ্বারা পরিবর্তন করা ।

إدغام ঃ এক জাতীয় ২ হরফকে পরস্পর মিলিয়ে পড়া ।

قاعدة ঃ হাফ্‌ত আকছামে মু'তাল্লের পরিবর্তনকে تعليل বা إعلال বলে । মাহমুজের পরিবর্তনকে تخفيف বলে এবং মুজায়াফের পরিবর্তনকে إدغام বলে ।

الصرف الصغير للمهموز

(١) مَهْمُوْزُ الْفَاءِ : اَلْأَكْلُ مِنْ بَابِ نَصَرَ খাওয়া (أ ك ل)

أَكَلَ يَاكُلُ أَكْلاً فَهُوَ اٰكِلٌ وَاُكِلَ يُوْكَلُ أَكْلاً فَهُوَ مَاكُوْلٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ كُلْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَا تَاْكُلْ

(٢) مَهْمُوْزُ الْعَيْنِ : اَلسُّوَالُ مِنْ بَابِ فَتَحَ প্রশ্ন করা (س ء ل)

سَأَلَ يَسَلُ سُوَالًا فَهُوَ سَائِلٌ وَسُئِلَ يُسَلُ سُوَالًا فَهُوَ مَسْئُوْلٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ سَلْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَسَلْ

(٣) مَهْمُوْزُ اللَّامِ: اَلْقِرَاءَةُ مِنْ بَابِ فَتَحَ পড়া (ق ر ء)

قَرَأَ يَقْرَأُ قِرَاءَةً فَهُوَ قَارِئٌ وَقُرِئَ يُقْرَأُ قِرَائَةً فَهُوَ مَقْرُوٌّ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِقْرَأْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَا تَقْرَأْ

উল্লিখিত ছরফে ছগীরগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে বেশ কয়েকটি ছীগাতে মূল ওজন পরিবর্তন হয়ে গেছে ।

যথাঃ-

اٰكُلُ এর স্থলে أءكُلُ * يَاكُلُ এর স্থলে يَأْكُلُ *

يَسَلُ এর স্থলে يَسْئَلُ * كُلْ এর স্থলে أُءْكُلْ *

مَقْرُوٌّ এর স্থলে مَقْرُوْءٌ * سُوَالٌ এর স্থলে سُؤَالٌ * ইত্যাদি ।

এসব পরিবর্তন কেন হল? তারই জন্য কতিপয় قاعدة নিম্নে লিখা হচ্ছে।

قواعد المهموز

এখানে মাহমুজের ৬টি কায়দা দেয়া হচ্ছে। তবে কায়দাগুলো সহজে মনে রাখার জন্য প্রথমে এই সূচিটি মুখস্থ করে নেয়া উচিত।

(١) رَأْسٌ- بُؤْسٌ - ذِئْبٌ (٢) آمَنَ - أُومِنَ - إِيْمَانًا (٣) يَسْئَلُ قَدْ أَفْلَحَ- يَرْمِيْ أَخَاهُ (٤) سُؤَالٌ - جُؤَنٌ - مِئَرٌ (٥) مَقْرُوٌّ - خَطِيَّةٌ - أُفَيِّسٌ (٦) أَيِمَّةٌ - أُوَمِّلُ - أَوَاخِذُ

(১) قاعدة ঃ যদি এক হামজা ছাকিন হয়ে তার পূর্বে মুতাহাররিক হয় তাহলে পূর্বের হরকত অনুযায়ী হরফুল ইল্লাত দ্বারা হামজাটিকে বদল করা জায়েজ। যথা– رَأْسٌ- رَاسٌ، بُؤْسٌ- بُوسٌ، ذِئْبٌ- ذِيبٌ

(২) قاعدة ঃ যদি দুই হামজার ২য়টি ছাকিন ও প্রথমটি মুতাহাররিক হয় তাহলে ১ম হামজার হরকত অনুযায়ী হরফুল ইল্লাত দ্বারা দ্বিতীয় হামজাকে বদল করা ওয়াজিব[1] যথা– إِءْمَانًا– إِيْمَانًا، أُءْمِنَ - أُومِنَ ، أَءْمَنَ– آمَنَ

(৩) قاعدة ঃ যদি এক হামজা মুতাহাররিক হয়ে তার পূর্বে ছাকিন হয় তাহলে হামজার হরকত পূর্বে দিয়ে হামজাটিকে হজফ করা জায়েজ।[2] যথাঃ يَسْئَلُ- يَسَلُ ، قَدْأَفْلَحَ - قَدَفْلَحَ ، يَرْمِيْ أَخَاهُ - يَرْمِيَ خَاهُ

(৪) قاعدة ঃ যদি এক হামজা মাফতুহ হয়ে পূর্বে মাযমুম বা মাকছুর হয় তাহলে পুর্বের হরকত অনুযায়ী হরফুল ইল্লাত দ্বারা হামজাকে বদল করা জায়েজ।[3] যথা- سُؤَالٌ — سُوَالٌ، جُؤَنٌ — جُوَنٌ، مِئَرٌ — مِيَرٌ

---

(১) তবে كُلْ خُذْ مُرْ এই তিনটি ছীগা এই কায়দার ব্যতিক্রম। মূলতঃ এগুলো اءمر - اءخذ- اءكل ছিল। কায়দা হিসেবে দ্বিতীয় হামজাকে বদল করা জরুরী ছিল। কিন্তু তা না করে খেলাফে কিয়াছ ২য় হামজাকে হজফ করা হয়েছে। এবার হামজাতুল ওয়াছলির প্রয়োজন না থাকায় প্রথম হামজাকেও হজফ করা হয়েছে। ফলে مر- خذ- كل হয়ে গেছে। তবে মনে রাখতে হবে এরূপ খেলাফে কিয়াছ হজফ করা প্রথমোক্ত দুটি ছীগাতে ওয়াজিব। আর শেষোক্ত ছীগাটিতে তা জায়েজ অর্থাৎ এখানে হজফ করে مر এবং হজফ না করে اءمر উভয় প্রকারই জায়েজ।

(২) তবে رؤية মাছদার হতে নির্গত সকল ফেয়েলের ক্ষেত্রে কায়দাটি আবশ্যক যথা - يرأى- يرى

(৩) جون শব্দটি جونة এর জমা অর্থ-চামড়া মুড়ানো ঝুড়ি। আর مئر শব্দটি مئرة এর جمع অর্থ পরোক্ষ নিন্দাবাদ বা শত্রুতা ।

(৫) قاعدة ঃ যদি এক হামজা মুতাহাররিক হয়ে তার পূর্বে ওয়াও মাদ্দা যায়েদাহ, ইয়ায়ে মাদ্দা জায়েদাহ অথবা ইয়ায়ে তাছগীর হয় তাহলে হামজাটিকে পূর্বের হরফ দ্বারা বদল করে পরস্পর ইদগাম করা জায়েজ।

যথা- أُفَيِّس – أُفَيْئِس ، خَطِيَّة – خَطِيئَة ، مَقْرُوّ – مَقْرُوء -

(৬) قاعدة ঃ যদি দুই হামজার উভয়টি মুতাহাররিক হয়ে যে কোন একটি মাকছুর হয় তাহলে দ্বিতীয় হামজাকে 'ইয়া' দ্বারা বদল করা ওয়াজিব।[১] যথা - أَيِمَّة – أَئِمَّة

আর যদি একটিও মাকছুর না হয় তাহলে 'ওয়াও' দ্বারা বদল করা ওয়াজিব। যথা- أُوَاخِذُ – أُءَاخِذُ

المصادر المختلفة من المهموز

অবিরাম কাজ করা	اَلدَّأْبُ– ف	কথা নকল করা	اَلْأَثَارَةُ وَالْأَثْرُ–ن–ض
অধিক দয়া প্রদর্শন করা	اَلرَّأْفَةُ–ف–ك	গুনাহ করা	اَلْإِثْمُ وَالْمَأْثَمُ–س
অশুভ হওয়া	اَلشَّأْمَةُ–ك	নেয়া, ধরা	اَلْأَخْذُ–ن
চিন্তাযুক্ত হওয়া	اَلْكَأْبَةُ–س	বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হওয়া	اَلْأَدَبُ–ك
অপমানিত হওয়া	اَللُّؤْمُ– ك	অনুমতি দেয়া	اَلْإِذْنُ– س
বিরক্ত হওয়া	اَلسَّأَمُ – س	নিকটবর্তী হওয়া	اَلْأَزَفُ –س
শুরু করা	اَلْبَدْءُ–ف	বন্দী করা	اَلْأَسْرُ–ض
মুক্তি বা পরিত্রাণ পাওয়া	اَلْبَرَاءَةُ–س	পানি দুর্গন্ধময় হওয়া	اَلْأَسْنُ –س
বীরত্ব প্রদর্শন করা	اَلْجُرْءَةُ –ك	মিথ্যা বলা	اَلْإِفْكُ –س–ض
তাপযুক্ত হওয়া	اَلدَّفَائَةُ–ك	অস্ত যাওয়া	اَلْأُفُولُ– ن– ض– س

[১] অনেক সরফ বিশেষজ্ঞ এ নিয়মটি কে ওয়াজিব বললেও ইলমুসসীগার মুসান্নিফের মতে এটি জায়েজ। আর এমতটিই অগ্রগণ্য।

الأَلَفُ– س	অন্তরঙ্গ হওয়া, ভালবাসা	الدَّنَائَةُ–س	মর্যাদাহীন হওয়া
الأَلَهُ –س	হতভম্ব বা স্তম্ভিত হওয়া	صَبْأً–ك صُبُوءًا– ف	ধর্মত্যাগী হওয়া
الأَمْنُ وَالأَمَانُ–س	শান্ত হওয়া	صَدَءًا–س صَدَائَةً–ك	মরিচা পড়া
الأَنَفُ–س	সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধসম্পন্ন হওয়া	الإِبَاقُ (ض)	পালিয়ে যাওয়া

اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ لِلْمِثَالِ

(١) اَلوَعْدُ وَالْعِدَةُ: مِنْ بَابِ ضَرَبَ অঙ্গীকার করা (و ع د)
وَعَدَ يَعِدُ وَعْدًا فَهُوَ وَاعِدٌ وَوُعِدَ يُوْعَدُ وَعْدًا فَهُوَ مَوْعُوْدٌ الأَمْرُ مِنْهُ عِدْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَعِدْ

(٢) الوَهْبُ وَالْهِبَةُ: مِنْ بَابِ فَتَحَ । দান করা (و ه ب)
وَهَبَ يَهَبُ وَهْبًا فَهُوَ وَاهِبٌ وَوُهِبَ يُوْهَبُ وَهْبًا فَهُوَ مَوْهُوْبٌ الأَمْرُ مِنْهُ هَبْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَا تَهَبْ

(٣) اَلْإِيْقَادُ : مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ । আলোকিত করা (وق د)
أَوْقَدَ يُوْقِدُ إِيْقَادًا فَهُوَ مُوْقِدٌ وَأُوْقِدَ يُوْقَدُ إِيْقَادًا فَهُوَ مُوْقَدٌ الأَمْرُ مِنْهُ أَوْقِدْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَا تُوْقِدْ

(٤) اَلْإِيْقَانُ : مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ নিশ্চয়তা প্রদান করা (ى ق ن)
أَيْقَنَ يُوْقِنُ إِيْقَانًا فَهُوَ مُوْقِنٌ وَ أُوْقِنَ يُوْقَنُ إِيْقَانًا فَهُوَ مُوْقَنٌ الأَمْرُ مِنْهُ أَيْقِنْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتُوْقِنْ

(٥) اَلْاِتِّقَادُ: مِنْ بَابِ الْإِفْتِعَالِ আলোকময় হওয়া (وق د)
اِتَّقَدَ يَتَّقِدُ اِتِّقَادًا فَهُوَ مُتَّقِدٌ الأَمْرُ مِنْهُ اِتَّقِدْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَا تَتَّقِدْ

উপর্যুক্ত ছরফে ছগীরগুলোর প্রতি লক্ষ করলেও বেশ কিছু পরিবর্তন দেখতে পাবে। যথা- إِوْقَادٌ، يَهَبُ এর স্থলে يَوْهَبُ، يَعِدُ এর স্থলে يَوْعِدُ-এর স্থলে اِتَّقَدَ اِوْتَقَدَ، مُوْقِنٌ এর স্থলে مُيْقِنٌ، إِيقَادٌ ইত্যাদি।

এসব পরিবর্তন কেন হল তার জন্য কতিপয় নিয়ম নিম্নে দেয়া হল।

قَــوَاعِــدُ الْــمِثَالِ

নিম্নে মেছালের ৭টি কায়দা লিখা হচ্ছে। এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য নিম্নের সূচিটি প্রথমে ভালোভাবে মুখস্থ করে নেয়া উচিত।

(١) يَعِدُ يَزِنُ (٢) يَهَبُ يَقَعُ (٣) مِيْزَانٌ إِيْقَادٌ (٤) مُوْقِنٌ مُوْسِرٌ

(٥) اِتَّقَدَ اِتَّسَرَ (٦) وُجُوْهٌ وِشَاحٌ أَدْوُرٌ (٧) أَوَاعِدُ أَوَاصِلُ

(১) قاعدة : যদি আলামতে মুজারে মাফতুহা এবং কাছরার মাঝে 'ওয়াও' আসে তাহলে উক্ত 'ওয়াও'কে হযফ করা ওয়াজিব। যথা-

يَزِنُ - يَوْزِنُ، يَعِدُ- يَوْعِدُ

(২) قاعدة : যদি আলামতে মুজারে মাফতুহা এবং ফাত্হার মাঝে 'ওয়াও' আসে তাহলে উক্ত ওয়াওকেও হযফ করা ওয়াজিব, যদি আইন কালিমা অথবা লাম কালিমা হরফে حلقى হয়। যথা-

يَقَعُ، يَوْقَعُ، يَهَبُ، يَوْهَبُ

(৩) قاعدة : যদি ওয়াও ছাকিন গায়রে মুশাদ্দাদের পূর্বে 'কাছরা' হয় তাহলে উক্ত 'ওয়াও'কে 'ইয়া' দ্বারা বদল করা ওয়াজিব। যথা-

إِيقَادٌ- إِوْقَادٌ، مِيْزَانٌ- مِوْزَانٌ

(8) قاعدة : যদি ইয়া ছাকিন গায়রে মুশাদ্দাদের পূর্বে জম্মা হয় তাহলে উক্ত ইয়াকে ওয়াও দ্বারা বদল করা ওয়াজিব। যথা - مُيْسِرٌ-مُوْسِرٌ، مُيْقِنٌ- مُوْقِنٌ

(৫) قاعدة : যদি افتعال এর ফা কালিমায় 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া' আছলি হয় তাহলে উক্ত 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া'কে تا দ্বারা বদল করে افتعال এর تا এর সাথে ইদগাম করা ওয়াজিব। যথাঃ- اِتَّسَرَ- اِيْتَسَرَ، اِتَّقَدَ- اِوْتَقَدَ

(৬) قاعدة ঃ যদি কালিমার শুরুতে 'ওয়াও' মাযমুম বা মাকছুর হয় অথবা কালিমার মাঝে 'ওয়াও' মাযমুম হয় তাহলে উক্ত 'ওয়াও'কে হামজা দ্বারা বদল করা জায়েজ। যথা-[১] وُجُوْهٌ-أُجُوهٌ- وِشَاحٌ- إِشَاحٌ- أَدْوُرٌ- أَدْؤُرٌ

(৭) قاعدة ঃ যদি কালিমার শুরুতে দুই ওয়াও মুতাহাররিক হয় তাহলে প্রথম 'ওয়াও'কে হামজা দ্বারা বদল করা ওয়াজিব।
যথা- وَوَاعِدُ- أَوَاعِدُ- وَوَاصِلُ- أَوَاصِلُ (أَوَاصِلُ শব্দটি وَاصِلَةٌ এর বহুবচন)

اَلْـمَصَادِرُ الْـمُخْتَلِفَةُ مِنَ الْـمِثَالِ

اَلْوَعْظُ - ض	উপদেশ দেয়া	اَلْوِزْرُ- ض	ভারী বস্তু পিঠে বহন করা
اَلْوَصْلُ - ض	একত্র করা, মেশানো	اَلْوَلْيُ- ض	নিকটবর্তী হওয়া
اَلْوَزْنُ - ض	ওজন করা	اَلْوَرَعُ - ح	গুনাহ হতে বেঁচে থাকা
اَلْوِجْدَانُ - ض	পাওয়া	اَلْوَرَمُ - ح	ফুলে যাওয়া
اَلْوِلَادَةُ - ض	জন্ম দেয়া	اَلْوِلَايَةُ- ض	শাসক বা অভিভাবক হওয়া
اَلْوَثْبُ - ض	লাফ দেয়া	اَلْوَضْعُ- ف	রাখা
اَلْوُلُوْجُ - ض	প্রবেশ করা	اَلْوَدْعُ- ف	ছেড়ে দেয়া
اَلْوُثُوْقُ - ض	নির্ভর করা, আস্থাশীল হওয়া	اَلْوُقُوْعُ - ف	ঘটা, পতিত হওয়া
اَلْوُرُوْدُ - ض	পৌঁছা, আসা	اَلْوَزْعُ - ف	নিষেধ করা

উপর্যুক্ত সবকটি মাছদারের ছরফে ছগীর ভালোভাবে মুখস্থ করে নিবে এবং কোথায় কোন্ কায়দায় কি পরিবর্তন ঘটল তা লক্ষ করবে।

اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ لِلْأَجْوَفِ

(١) اَلْقَوْلُ مِنْ بَابِ نَصَرَ বলা (ق و ل)

قَالَ يَقُوْلُ قَوْلًا فَهُوَ قَائِلٌ وَقِيْلَ يُقَالُ قَوْلًا فَهُوَ مَقُوْلٌ الْأَمْرُ مِنْهُ قُلْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَقُلْ

---

[১] الدار এর বহুবচন। وشاح তলোয়ার ফেয়েলে মুজারের সাথে মিল রাখার জন্য عدة এবং هبة ইত্যাদি মাছদারগুলো থেকেও 'ওয়াও'কে হযফ করা হয়েছে। এরা মূলত وعد و وهب ছিল। তবে ওয়াও মাহযুফের পরিবর্তে শেষে একটি 'তা' বাড়াতে হয়েছে।

(٢) اَلْبَيْعُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ বিক্রি করা (ب ى ع)

بَاعَ يَبِيْعُ بَيْعًا فَهُوَ بَائِعٌ وَبِيْعَ يُبَاعُ بَيْعًا فَهُوَ مَبِيْعٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ بِعْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَا تَبِعْ

(٣) اَلْخَوْفُ مِنْ بَابِ سَمِعَ ভয় করা (خ و ف)

خَافَ يَخَافُ خَوْفًا فَهُوَ خَائِفٌ وَخِيْفَ يُخَافُ خَوْفًا فَهُوَ مَخُوْفٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ خَفْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَا تَخَفْ

উপর্যুক্ত ছরফে ছগীরগুলোতেও বেশ কিছু পরিবর্তন দেখতে পাবে। যথা-

قُلْنَ	এর স্থলে	قُوْلْنَ	قَالَ	এর স্থলে	قَوَلَ
بِعْنَ	এর স্থলে	بَيَعْنَ	بَاعَ	এর স্থলে	بَيَعَ
خِفْنَ	এর স্থলে	خَوِفْنَ	خَافَ	এর স্থলে	خَوِفَ
بِيْعَ	এর স্থলে	بُيِعَ	قِيْلَ	এর স্থলে	قُوِلَ
يَبِيْعُ	এর স্থলে	يَبْيِعُ	يَقُوْلُ	এর স্থলে	يَقْوُلُ
يُبَاعُ	এর স্থলে	يُبْيَعُ	يُقَالُ	এর স্থলে	يُقْوَلُ
بَائِعٌ	এর স্থলে	بَايِعٌ	قَائِلٌ	এর স্থলে	قَاوِلٌ

এসব পরিবর্তনগুলো কেন হল? তারই জন্য কতিপয় নিয়ম এখানে লেখা হচ্ছে।

قَوَاعِدُ الْأَجْوَفِ

এখানে আজওয়াফের ৯টি কায়দা লিখা হল। তবে প্রথমে সূচিটি মুখস্থ করে নেয়া উচিত।

(١) قَالَ — خَافَ - بَاعَ (٢) قُلْنَ - خِفْنَ - بِعْنَ (٣) يَقُوْلُ- يَبِيْعُ

(٤) يُقَالُ - يُبَاعُ (٥) قِيْلَ - بِيْعَ (٦) قَائِلٌ - بَائِعٌ (٧) قِيَامٌ - صِيَامٌ

(٨) حَوْضٌ - حِيَاضٌ (٩) إِعْلَاءٌ - إِغْنَاءٌ

(১) قاعدة ঃ- যদি 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া' মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে মাফতুহ হয় তাহলে 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া'কে আলিফ দ্বারা বদল করা ওয়াজিব।

যথা- قَالَ- قَوَلَ، بَاعَ - بَيَعَ، خَافَ - خَوِفَ

ব্যতিক্রম ঃ- তবে নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহে এ কায়দা প্রযোজ্য নয়।
(১) ফা কালিমায়। যেমন- تَيَسَّرَ-تَوَعَّدَ (২) লাফীফের আইন কালিমায়। যেমন -حَيِيَ (৩) আলিফুত তাছনিয়ার পূর্বে। যেমন- رَمَيَا -دَعَوَا (৪) ইয়ায়ে মুশাদ্দাদ ও নুনে তাকিদের পূর্বে। যেমন- عَلَوِيٌّ -اِخْشَيِنَّ (৫) মাদ্দা যায়েদার পূর্বে। যেমন- طَوِيْلٌ، طَوَافٌ (৬) কালিমা যদি عيب ও لون এর অর্থে হয়। যেমন- سَوِدَ، عَوِرَ (৭) افتعال যদি تفاعل এর অর্থে হয়। যেমন- اِجْتَوَرَ বিমা'না تَجَاوَرَ (৮) কালিমা যদি فَعَلَةٌ - فَعَلَى - فَعَلَانٌ এর ওজনে হয়। যেমন- حَوَكَةٌ[১] - حَيَدَى[২] - حَيَوَانٌ

(২) قاعدة ঃ যদি ثلاثى مجرد এর আইন কালিমার 'ওয়াও' দুই ছাকিনের মিলনে হযফ হয়ে যায় তাহলে 'ফা' কালিমায় যম্মা লাগাতে হবে, যদি মাযি মাকছুরুল আইন না হয়। যথা- قَوَلْنَ - قَالْنَ - قَلْنَ - قُلْنَ
আর যদি মাযি মাকছুরুল আইন হয় তাহলে ফা কালিমায় কাছরা লাগাতে হবে। যথা- خَوِفْنَ - خَافْنَ - خَفْنَ - خِفْنَ

এমনিভাবে ثلاثى مجرد এর আইন কালিমার 'ইয়া' দুই ছাকিন একত্র হওয়ায় হযফ হয়ে গেলেও 'ফা' কালিমায় কাছরা লাগাতে হবে।
যথা- بَيَعْنَ - بَاعْنَ - بَعْنَ - بِعْنَ

(৩) قاعدة ঃ- যদি আইন কালিমার 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া' মাযমুম বা মাকছুর হয় এবং পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হয় তাহলে উক্ত ওয়াও কিংবা ইয়ার হরকত পূর্বে নকল করা ওয়াজিব।
যথা- (يَقْوُلُ - يَقُوْلُ - يَبْيِعُ - يَبِيْعُ - اِسْتَقْوِمَ - اُسْتُقِيْمَ)

(৪) قاعدة ঃ- যদি 'ওয়াও, ইয়া' মাফতুহ হয়ে পূর্বে ছাকিন হয় তাহলে উক্ত 'ওয়াও - ইয়ার' ফাতহা পূর্বে নকল করে ওয়াও-ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা ওয়াজিব। যথা- يُقْوَلُ - يُقَالُ - يُبْيَعُ - يُبَاعُ

[১] حَائِكٌ এর বহুবচন, অর্থ তাতি।
[২] অহংকার সুলভ চালচলন।

ব্যতিক্রমঃ তবে কতিপয় স্থানে এ কায়দা প্রযোজ্য হবে না। তা হলো (১) 'ফা' কালিমায় । যেমন- مَنْ وَعَدَ (২) লাফীফের আইন কালিমায়। যেমন-يَطْوِى- يَحْيَى (৩) মাদ্দা যায়েদার পূর্বে। যেমন- تِبْيَانٌ (৪) কালিমা যদি لون ও عيب এর অর্থে হয়। যেমন-يَعْوَرُ- يَسْوَدُ (৫) কালিমা যদি ثلاثى ملحق بالرباعى - فعل التعجب - اسم التفضيل - اسم آله - الصفة المشبه অথবা হয়। যেমন-شَرْيَفَ- أَسْوَدَ- أَقْوَلُ- مَاأَقْوَلَهُ- مِقْوَالٌ

* مَبِيْعٌ মূলতঃ مَبْيُوْعٌ ছিল। ইয়া মাজমুম পূর্বে ছাকিন হওয়ায় ইয়ার যম্মা পূর্বে নকল করা হল, مَبُيْوْعٌ হলো। এবার ২ ছাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে ইয়াকে হজফ করা হল। ফলে مَبُوْعٌ হল। তারপর ثلاثى مجرد এর আইন কালিমার ইয়া হজফ হয়ে যাওয়ায় ফা কালিমায় কাছরা দেয়ার ফলে مَبِوْعٌ হল। এবার ওয়াও ছাকিন গায়রে মুশাদ্দাদের পূর্বে কাছরা হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে। مَبِيْعٌ হয়ে গেছে।

(৫) قاعدة ঃ যদি আইন কালিমার 'ওয়াও অথবা ইয়া' মাকছুর হয়ে পূর্বে যম্মা হয় তাহলে পূর্বের যম্মা হযফ করে ওয়াও অথবা ইয়ার কাছরা পূর্বে নকল করা ওয়াজিব। যেমন-

بِيْعَ- بُيِعَ- خِيْفَ- خُوِفَ- قِيْلَ- قِوْلَ- قُوِلَ

(৬) قاعدة ঃ যদি 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া' আলিফে فاعل এর পরে হয়, তাহলে উক্ত ওয়াও অথবা ইয়াকে 'হামজা' দ্বারা বদল করা ওয়াজিব, যদি তার فعل এর মধ্যে تعليل হয়ে থাকে। যেমন- قَائِلٌ-قَاوِلٌ، بَائِعٌ-بَايِعٌ তবে مُقَاوِمٌ হতে مُقَائِمٌ এবং عَاوِرٌ হতে عَائِرٌ হবে না । কেননা এগুলোর فعل অর্থাৎ قَاوَمَ ও عَوِرَ এর মধ্যে তা'লীল হয় নি ।

(৭) قاعدة ঃ যদি মাছদারের আইন কালিমায় 'ওয়াও' মাফতুহ হয়ে পূর্বে কাছরা হয় তাহলে উক্ত ওয়াওকে 'ইয়া' দ্বারা বদল করা ওয়াজিব, যদি তার فعلএর মধ্যে তা'লীল হয়ে থাকে। যেমন-قِوَامٌ- قِيَامٌ، صِوَامٌ-صِيَامٌ বাবে

মুফা'আলার মাছদার قِوَامٌ এর মধ্যে তা'লীল হবে না। কেননা তার ফেয়েল قَاوَمَ তে তা'লীল হয় নি।

(৮) قاعدة ঃ- যদি واحد এর ওয়াও ছাকিন جمع এর মধ্যে গিয়ে কাছরা ও আলিফে 'জমার' মাঝে পতিত হয়, তাহলে উক্ত ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা ওয়াজিব। যেমন- حَوْضٌ - حِوَاضٌ - حِيَاضٌ، رَوْضٌ - رِوَاضٌ - رِيَاضٌ

(৯) قاعدة ঃ এমনিভাবে কালিমার শেষাংশে যদি 'আলিফে যায়েদার' পরে 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া' হয়, তাহলেও উক্ত 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া'কে 'হামজা' দ্বারা বদল করা ওয়াজিব। যেমন- إِعْلَاوٌ - إِعْلَاءٌ، إِغْنَايٌ - إِغْنَاءٌ

اَلْـمَصَادِرُ الْـمُخْتَلِفَةُ مِنَ الْأَجْوَفِ

(١) اَلْعَوْدُ -ن	ফিরে আসা	(١٣) اَلْعَيْشُ -ض	বাস করা
(٢) اَلذَّوْقُ -ن	স্বাদ গ্রহণ করা	(١٤) اَلْغَيْبُ -ض	লুকিয়ে যাওয়া
(٣) اَلْبَوْلُ -ن	প্রস্রাব করা	(١٥) اَلسَّيْرُ -ض	ভ্রমণ করা
(٤) اَلصَّوْمُ -ن	রোজা রাখা	(١٦) اَلْكَيْدُ -ض	ষড়যন্ত্র করা
(٥) اَلْفَوْزُ -ن	সফল হওয়া	(١٧) اَلضِّيْقُ -ض	সংকীর্ণ হওয়া
(٦) اَلْعَوْذُ -ن	আশ্রয় চাওয়া	(١٨) اَللِّيْنُ -ض	নরম হওয়া
(٧) اَلذَّوْبُ -ن	গলে যাওয়া	(١٩) اَلْخَيْبَةُ -	বঞ্চিত বা ব্যর্থ হওয়া
(٨) اَلسَّوْقُ -ن	সামনের দিকে টানা	(٢٠) اَلْبَيْتُوْتَةُ -ض	রাত যাপন করা
(٩) اَلتَّوْبَةُ -ن	পাপ ছেড়ে দেয়া	(٢١) اَلْخِيَاطَةُ -ض	সেলাই করা
(١٠) اَلْقِيَامُ -ن	দাঁড়ানো	(٢٢) اَلصَّيْحَةُ -ض	চিৎকার করা
(١١) اَلدَّوَامُ -ن	স্থায়ী হওয়া	(٢٣) اَلسَّيَلَانُ -ض	প্রবাহিত হওয়া
(١٢) اَلطَّوَافُ -ن	ঘুরে বেড়ানো	(٢٤) اَلطَّيَرَانُ -ض	উড়ে যাওয়া

اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ لِلنَّاقِصِ

(١) اَلدَّعْوَةُ -ن ডাকা (د ع و)

دَعَا يَدْعُوْ دَعْوَةً فَهُوَ دَاعٍ وَدُعِيَ يُدْعٰى دَعْوَةً فَهُوَ مَدْعُوٌّ الأمر مِنْه اُدْعُ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَدْعُ-

(٢) اَلرِّضْوَانُ - س সন্তুষ্ট হওয়া (رض و)

رَضِىَ يَرْضٰى رِضْوَانًا فَهُوَ رَاضٍ وَرُضِىَ يُرْضٰى رِضْوَانًا فَهُوَ مَرْضِىٌّ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِرْضَ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَرْضَ

(٣) اَلرَّمْىُ -ض নিক্ষেপ করা (رم ى)

رَمٰى يَرْمِىْ رَمْيًا فَهُوَ رَامٍ وَرُمِىَ يُرْمٰى رَمْيًا فَهُوَ مَرْمِىٌّ اَلْأَمْرُ مِنْــــهُ اِرْمِ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَرْمِ

(٤) اَلتَّلَقِّىْ (تفعل) সাক্ষাৎ করা (ل ق و)

تَلَقّٰى يَتَلَقّٰى تَلَقِّيًا فَهُوَ مُتَلَقٍّ وَتُلُقِّىَ يُتَلَقّٰى تَلَقِّيًا فُهُوَ مُتَلَقًّى اَلْأَمْرُ مِنْهُ تَلَقَّ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَتَلَقَّ

উপরোক্ত ছরফে ছগীরগুলোর প্রতি লক্ষ করলে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখতে পাবে। যেমন-

رَضِىَ স্থলে এর رَضِوَ — دُعِىَ স্থলে এর دُعِوَ

تَلَقّٰى স্থলে এর تَلَقَّوَ — يُدْعٰى স্থলে এর يُدْعَوُ

مَرْمِىٌّ স্থলে এর مَرْمُوْىٌ — دَاعٍ স্থলে এর دَاعِوٌ

تَلَقٍّ স্থলে এর تَلَقُّوٌ

এসব পরিবর্তন কেন হল তারই জন্য কতিপয় নিয়ম নিম্নে দেয়া গেল।

قَوَاعِدُ النَّاقِصِ

এখানে নাকেছের নয়টি কায়দা লিখা হচ্ছে তবে আগে নীচের সূচিটি মুখস্থ করে নেয়া উচিত।

(١) قَوِىَ-رَضِىَ (٢) يَقْوٰى- يَرْضٰى (٣) يَدْعُوْ-يَرْمِىْ (٤) تَدْعِيْنَ تَعْلِيْنَ (٥) تَرْمُوْنَ- تَهْدُوْنَ (٦) مَرْمِىٌّ- مَهْدِىٌّ (٧) تَلَقِّيًا-تَعَلِّيًا (٨) دُنْيَا- تَقْوٰى (٩) دِلِيًّا- دُلِيًّا

(১) قاعدة ঃ যদি লাম কালিমায় 'ওয়াও' মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে কাছরা হয় তাহলে উক্ত 'ওয়াও'কে 'ইয়া' দ্বারা বদল করা ওয়াজিব।
যেমন- قَوِىَ- قَوِوَ، رَضِىَ- رَضِوَ

(২) قاعدة ঃ ওয়াও যদি কালিমার তৃতীয় স্থান হতে (কোন কারণে) চতুর্থ স্থান কিংবা তার উর্ধ্বে চলে যায় এবং তার পূর্বের হরকত ওয়াও-এর মুখালিফ হয় তাহলে উক্ত ওয়াওকে 'ইয়া' দ্বারা বদল করা ওয়াজিব।
যথা- يَرْضٰى- يَرْضَىُ- يَرْضَوُ ، يَقْوٰى- يَقْوَىُ - يَقْوَوُ

(৩) قاعدة ঃ লাম কলিমার 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া' মাজমুম বা মাকছুর হয়ে পূর্বেও যদি মাজমুম বা মাকছুর হয় তাহলে এসব অবস্থায় উক্ত ওয়াও অথবা ইয়াকে ছাকিন করা ওয়াজিব।[১] যথা- يَرْمِىْ- يَرْمِىُ ، يَدْعُوْ-يَدْعُوُ

---

(১) এ কায়দাটিতে মোট আটটি ছুরত হয়। 'ওয়াও' এর চারটি এবং 'ইয়া' এর চারটি।
'ওয়াও' এর চারটি ছুরতঃ (১) ওয়াও মাযমুম পূর্বে মাযমুম, যথা- يَدْعُوْ يَدْعُوُ
(২) ওয়াও মাযমুম পূর্বে মাকছুর। যথাঃ دَاعٍ، دَاعِىٌ، دَاعِوٌ
(৩) ওয়াও মাকছুর পূর্বে মাকছুর। যথা ঃ دَاعٍ، دَاعِىٍ، دَاعِوٍ
(৪) ওয়াও মাকছুর পূর্বে মাযমুম। যথাঃ تَدْعُوِيْنَ তবে এর জন্য উক্ত কায়দার পরিবর্তে ৪নং কায়দা প্রযোজ্য।
'ইয়াএর চার ছুরত ঃ (১) ইয়া মাযমুম পূর্বে মাযমুম। এরকম সাধারণত পাওয়া যায় না।
(২) ইয়া মাযমুম পূর্বে মাকছুর। যথা ঃ يَرْمِىْ- يَرْمِىُ
(৩) ইয়া মাকছুর পূর্বে মাকছুর। যথা ঃ تَرْمِيْنَ، تَرْمِيِيْنَ

(৪) قاعـــدة ঃ যদি লাম কালিমার ‘ওয়াও’ মাকছুর হয়ে তার পূর্বে যম্মা এবং পরে ‘ইয়া’ হয় তাহলে পূর্বের যম্মা ফেলে দিয়ে উক্ত ‘ওয়াও’ এর কাছরা পূর্বে নকল করা ওয়াজিব। যথা- تَعْلِيْنَ- تَعْلُوِيْنَ، تَدْعِيْنَ- تَدْعُوِيْنَ

(৫) قاعدة ঃ যদি লাম কালিমার ‘ইয়া’ মাযমুম হয়ে পূর্বে কছরা এবং পরে ‘ওয়াও’ হয় তাহলে পূর্বের কাছরা ফেলে দিয়ে উক্ত ‘ইয়ার’ যম্মা পূর্বে নকল করা ওয়াজিব। যথা- تَهْدُوْنَ- تَهْدِيُوْنَ- تَرْمُوْنَ - تَرْمِيُوْنَ

(৬) قاعدة ঃ যদি ওয়াও এবং ইয়া একত্র হয়ে এদের প্রথমটি ছাকিন হয় তাহলে ওয়াও-কে ইয়া দ্বারা বদল করা এবং পরস্পর ইদগাম করা ওয়াজিব, যথা- سَيِّدٌ-سَيْوِدٌ، مَهْدِيٌّ- مَهْدُوْيٌ، مَرْمِيٌّ- مَرْمُوْيٌ

(৭) قاعدة ঃ যদি ইসমের শেষে ‘ওয়াও’ এবং তার পূর্বে যম্মা হয় তাহলে ওয়াওকে ‘ইয়া’ দ্বারা এবং যম্মাকে কাছরা দ্বারা বদল করা ওয়াজিব। যথা- تَرَجِّيًا-تَرَجُّوًا-تَعَلِّيًا- تَعَلُّوًا আর যদি ইসমের শেষে ‘ইয়া’ হয়ে তার পূর্বে যম্মা হয় তাহলে শুধু পূর্বের যম্মাটি কাছরা দ্বারা বদল করতে হবে।
যথা- تَلَقِّيًا- تَلَقُّيًا

(৮) قاعدة ঃ فُعْلٰى এর ওজনে ইসমে জামেদ বা ইসমে تفضيل এর লাম কালিমায় ওয়াও হলে উক্ত ওয়াওকে ‘ইয়া’ দ্বারা বদল করা ওয়াজিব। যথা- عُلْيَا- عُلْوٰى- دُنْيَا-دُنْوٰى

কিন্তু ইসমে صفة এর ক্ষেত্রে ‘ওয়াও’ নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে।
যেমন ঃ غُزْوٰى

---

(৪) ইয়া মাকছুর পূর্বে মাযমুম এ রকম কোন শব্দ আরবী ভাষায় পাওয়া যায় না।

আর যে ইছম فُعْلٰى এর ওজনে হয় তার লাম কালিমায় ইয়া থাকলে উক্ত ইয়াকে ওয়াও দ্বারা বদল করা ওয়াজিব। যথা - تَقْوٰى-تَقْيٰى

(৯) قاعدة ঃ নাকেছে ওয়াবীর জমা যদি فُعُوْلٌ এর ওজনে হয় তাহলে শেষের উভয় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করে পূর্বের যম্মাকে কাছরা দ্বারা বদল করা ওয়াজিব। যথা- دُلُوْوٌ – دُلِيٌّ

اَلْمَصَادِرُ الْمُخْتَلِفَةُ مِنَ الْأَجْوَفِ

(١) اَلْعَفْوُ—ن	ক্ষমা করা	(١٦) اَلْجَرْيُ— ض	প্রবাহিত হওয়া
(٢) اَلْعَدْوُ—ن	দৌড়ানো	(١٧) اَلْقَضَاءُ— ض	কাটানো, পূর্ণ করা
(٣) اَلسَّهْوُ—ن	ভুলে যাওয়া	(١٨) اَلْبُكَاءُ— ض	কাঁদা
(٤) اَلْمَحْوُ—ن	মোছা	(١٩) اَلْجَزَاءُ — ض	প্রতিদান দেওয়া
(٥) اَلْبَدْوُ—ن	প্রকাশ পাওয়া	(٢٠) اَلْهِدَايَةُ— ض	পথ প্রদর্শন করা
(٦) اَلْخُلُوُّ—ن	খালি হওয়া	(٢١) اَلدِّرَايَةُ — ض	জানা
(٧) اَلدُّنُوُّ—ن	নিকটবর্তী হওয়া	(٢٢) اَلْكِفَايَةُ — ض	যথেষ্ট হওয়া
(٨) اَلْعُلُوُّ—ن	উঁচু হওয়া	(٢٣) اَلسِّقَايَةُ—ض	পান করানো
(٩) اَلْعُتُوُّ—ن	অহংকার করা	(٢٤) اَلْمُضِيُّ— ض	অতিবাহিত হওয়া
(١٠) اَلرَّجَاءُ—ن	আশা করা	(٢٥) اَلسَّعْيُ — ف	চেষ্টা করা
(١١) اَلنَّجَاةُ—ن	রেহাই পাওয়া	(٢٦) اَلنِّسْيَانُ— ض	ভুলে যাওয়া
(١٢) اَلتِّلَاوَةُ—ن	তিলাওয়াত করা	(٢٧) اَلْخَشْيَةُ— س	ভয় করা
(١٣) اَلْمَشْيُ—ض	হাঁটা	(٢٨) اَلْخَفَاءُ— ص	গোপন করা
(١٤) اَلسَّبْيُ— ض	বন্দী করা	(٢٩) اَلْبَقَاءُ — س	বাকী থাকা
(١٥) اَلْغَلْيُ—ض	ফুটা		

উপরোক্ত সব ক'টি মাছদারের صرف صغير উত্তম রূপে মুখস্থ করে নিবে। এবং কোন্ কায়দার ভিত্তিতে কোথায় কি পরিবর্তন ঘটল খুব লক্ষ করবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত উস্তাদ প্রত্যেক ছাত্র থেকে মাছদারগুলোর صرف صغير ছহীহ শুদ্ধভাবে শুনে না নিবেন ততক্ষণ সামনে ছবক দিবেন না।

اَلصَّرْفُ الصَّغِيرُ لِلْمُضَاعَفِ

اَلذَّبُّ مِنْ بَابِ نَصَرَ রক্ষা করা (ذ ب ب)

ذَبَّ يَذُبُّ ذَبًّا فَهُوَ ذَابٌّ وَذُبَّ يُذَبُّ ذَبًّا فَهُوَ مَذْبُوبٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ ذُبَّ ذُبِّ ذُبُّ اُذْبُبْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَذُبَّ لَاتَذُبِّ لَا تَذُبُّ لَاتَذْبُبْ

উপরের صرف صغير টির প্রতি লক্ষ করলেও দেখা যাবে যে, বেশ ক'টি ছীগা মূলতঃ যেভাবে হওয়ার প্রয়োজন ছিল তা না হয়ে ভিন্ন রূপে হয়েছে। যেমন- ذَبَبَ এর স্থলে ذَبَّ . يَذْبُبُ এর স্থলে يَذُبُّ . ذَابِبٌ এর স্থলে ذَابٌّ . اُذْبُبْ এর স্থলে ذُبَّ, ذُبِّ, ذُبُّ

কেন এরূপ হলো তারই জন্য কতিপয় নিয়ম লিখা হচ্ছে।

قواعد المضاعف

এখানে مضاعف এর তিনটি কায়েদা লিখা হলো, প্রথমে নিম্নের সূচিটি ইয়াদ করা জরুরী। (১) ذَبَّ–ذَابٌّ (২) يَذُبُّ–يَسُبُّ (৩) ذُبَّ– لَمْ يَذُبَّ

(১) قاعدة ঃ ذَبَّ–ذَابٌّ এর কায়দা, (এরা মূলতঃ ذَبَبَ – ذَابِبٌ ছিল) যদি এক জাতীয় দুটি হরফ একত্র হয় এবং হরফ ২টি মুতাহাররিক হয়ে পূর্বেও মুতাহাররিক হয় কিংবা পূর্বে حرف مدة হয় তাহলে প্রথম হরফটিকে ছাকিন করে ২য়টিতে ইদগাম করা ওয়াজিব। যথা- ذَابٌّ — ذَابِبٌ، ذَبَّ– ذَبَبَ

(২) قاعدة ঃ যদি এক জাতীয় ২টি মুতাহাররিক হরফ একত্র হয়ে এগুলোর পূর্বে ছাকিন হয় তাহলে প্রথম হরফটির হরকত পূর্বে নকল করে ইদগাম করা ওয়াজিব। যথা– يَذْبُبُ– يَذُبُّ، يَسْبُبُ– يَسُبُّ

(৩) قاعدة ঃ যদি এক জাতীয় ২ হরফের প্রথমটি মুতাহাররিক এবং দ্বিতীয়টি ছাকিন হয় তাহলে ইদগাম করা আর না করা উভয়ই জায়েয। তবে ইদগাম করলে প্রথমটির হরকত পূর্বে নকল করার পর উভয় হরফ ছাকিন হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় হরফে কাছরা অথবা ফাতহা লাগাতে হবে। যথাঃ لَمْ يَذْبُبْ، لَمْ يَذُبَّ আবার পূর্বে যম্মা আছে এদিকে লক্ষ করে যম্মাও লাগানো যায়। যেমন- لَمْ يَذْبُبْ، لَمْ يَذُبُّ

এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৪টি কায়েদাহ লেখা হল, মাহমুযের ৬টি, মেছালের ৭টি, আজওয়াফের ৯ টি, নাকেছের ৯টি, মুজায়াফের ৩টি, (৬+৭+৯+৯+৩ = ৩৪)। যদিও কায়েদার সংখ্যা আরো অধিক। কিন্তু নিতান্ত জরুরী হিসেবে শুধু ৩৪টি কায়েদাই এখানে আনা হয়েছে। সুতরাং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এগুলো ইয়াদ করে নিতে হবে, যতক্ষণ কায়দাগুলো ছাত্রদের আয়ত্তে না আসে ততক্ষণ ছবক সামনে চলবে না।

এতক্ষণ কাওয়ায়েদ বর্ণনার সাথে শুধু صرف صغير কেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল। এবার সামনে বিভিন্ন মাছদারের ছরফে কাবীরও লিখা হচ্ছে। যাতে করে প্রতিটি بحث এর প্রতিটি ছীগায় কোথায় কোন কায়দা প্রয়োগ হলো সে সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি লাভ করা যায়। তবে কায়দা প্রয়োগের প্রতি লক্ষ করার পূর্বে গর্দানগুলো যেভাবে লেখা হয়েছে হুবহু সেভাবে মুখস্থ করে নিতে হবে।

اَلصَّرْفُ الْكَبِيْرُ مِنَ الْأَجْوَفِ الْوَاوِىْ

اَلْقَوْلُ مِنْ بَابِ نَصَرَ يَنْصُرُ বলা (ق و ل)

بحث ماضى ومضارع ونفى تاكيد بلن

ماضى مثبت معروف

قَالَ قَالَا قَالُوْا قَالَتْ قَالَتَا قُلْنَ قُلْتَ قُلْتُمَا قُلْتُمْ قُلْتِ قُلْتُمَا قُلْتُنَّ قُلْتُ قُلْنَا

ماضى مثبت مجهول

قِيْلَ قِيْلَا قِيْلُوْا قِيْلَتْ قِيْلَتَا قُلْنَ قُلْتَ قُلْتُمَا قُلْتُمْ قُلْتِ قُلْتُمَا قُلْتُنَّ قُلْتُ قُلْنَا

مضارع مثبت معروف

يَقُوْلُ يَقُوْلَانِ يَقُوْلُوْنَ تَقُوْلُ تَقُوْلَانِ يَقُلْنَ تَقُوْلُ تَقُوْلَانِ تَقُوْلُوْنَ تَقُوْلِيْنَ تَقُوْلَانِ تَقُلْنَ أَقُوْلُ نَقُوْلُ

مضارع مثبت مجهول

يُقَالُ يُقَالَانِ يُقَالُوْنَ تُقَالُ تُقَالَانِ يُقَلْنَ تُقَالُ تُقَالَانِ تُقَالُوْنَ تُقَالِيْنَ تُقَالَانِ تُقَلْنَ أُقَالُ نُقَالُ

نفي تاكيد بلن معروف

لَنْ يَّقُوْلَ لَنْ يَقُوْلَا لَنْ يَّقُوْلُوْا لَنْ تَقُوْلَ لَنْ تَقُوْلَا لَنْ يَّقُلْنَ لَنْ تَقُوْلَ لَنْ تَقُوْلَا لَنْ تَقُوْلُوْا لَنْ تَقُوْلِيْ لَنْ تَقُوْلَا لَنْ تَقُلْنَ لَنْ أَقُوْلَ لَنْ نَقُوْلَ

نفي تاكيد بلن مجهول

لَنْ يُّقَالَ لَنْ يُّقَالَا لَنْ يُّقَالُوْا لَنْ تُقَالَ لَنْ تُقَالَا لَنْ يُّقَلْنَ لَنْ تُقَالَ لَنْ تُقَالَا لَنْ تُقَالُوْا لَنْ تُقَالِيْ لَنْ تُقَالَا لَنْ تُقَلْنَ لَنْ أُقَالَ لَنْ نُقَالَ

التعليلات

(১) قَالَ মূলত ছিল قَوَلَ , ওয়াও মুতাহাররিক এবং তার পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ওয়াওকে 'আলিফ' দ্বারা বদল করা হয়েছে। ফলে قَالَ হয়ে গেছে। পরবর্তী চারটি ছীগায় অর্থাৎ قَالَتَا পর্যন্ত এ তা'লীলই চলবে।

(২) قُلْنَ ঃ(মাযী মা'রূফ) মূলত ছিল قَوَلْنَ , ওয়াও মুতাহাররিক তার পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ওয়াওকে 'আলিফ' দ্বারা বদল করা হয়েছে, قَالْنَ হয়েছে। দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফকে হযফ করা হয়েছে, قَلْنَ হয়েছে। তারপর হযফকৃত হরফটি যে মূলত- واو ছিল তা বুঝানোর জন্য 'ফা' কালিমায় যম্মা লাগানো হয়েছে, ফলে قُلْنَ হয়ে গেছে।

(৩) قِيْلَ মূলত- قُوِلَ ছিল, আইন কালিমার ওয়াও মাকছুর হয়ে পূর্বে মাযমুম হওয়ায় পূর্বের যম্মা ফেলে দিয়ে ওয়াও-এর কাছরা পূর্বে নকল করা হয়েছে, قِوْلَ হয়েছে। এবার ওয়াও ছাকিন গায়রে মুশাদ্দাদ, পূর্বে কাছরা হওয়ায় ওয়াও-কে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে, قِيْلَ হয়ে গেছে।

(৪) قُلْنَ (মাযী মাজহুল) মূলত قُوِلْنَ ছিল, আইন কালিমার ওয়াও মাকছুর হয়ে পূর্বে যম্মা হওয়ায় পূর্বের যম্মা ফেলে দিয়ে ওয়াও-এর কাছরা পূর্বে নকল করা হয়েছে, قِوْلْنَ হয়েছে। এবার ২ ছাকিন একত্র হওয়ায় ওয়াওকে হযফ করা হয়েছে, ফলে قِلْنَ হয়েছে। তারপর হযফকৃত হরফটি যে 'ওয়াও' ছিল তা বুঝানোর জন্য 'ফা' কালিমায় যম্মা লাগানো হয়েছে, ফলে قُلْنَ হয়েছে।

(৫) يَقُوْلُ মূলতঃ يَقْوُلُ ছিল। আইন কালিমার 'ওয়াও' মাজমুম হয়ে পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় ওয়াও- এর যম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে। يَقُوْلُ হয়েছে।

(৬) يَقُلْنَ মূলতঃ يَقْوُلْنَ ছিল। আইন কালিমার 'ওয়াও' মাযমুম হয়ে পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় ওয়াও এর যম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে يَقُوْلْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে ওয়াওকে হজফ করা হয়েছে। يَقُلْنَ হয়েছে।

(৭) يُقَالُ মূলতঃ يُقْوَلُ ছিল, ওয়াও মাফতুহ হয়ে পূর্বে ছাকিন হওয়ায় ওয়াও- এর 'ফাতহা' পূর্বে নকল করে 'ওয়াও'কে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে, يُقَالُ হয়েছে।

(৮) يُقَلْنَ মূলতঃ يُقْوَلْنَ ছিল । ওয়াও মাফতুহ হয়ে পূর্বে ছাকিন হওয়ায় ওয়াও এর ফাতহা পূর্বে নকল করে 'ওয়াও'কে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। يُقَالْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ায় আলিফকে হজফ করা হয়েছে। يُقَلْنَ হয়েছে।

(৯) لَمْ يَقُلْ মূলত لَمْ يَقُوْلْ ছিল। এবং لِيَقُلْ (আমরে গাইব মা'রূফ) মূলত لِيَقُوْلْ ছিল। لَاتَقُلْ (নাহী হাজের মা'রূফ) মূলত لَاتَقْوُلْ ছিল। এ ছীগাহগুলোতে আইন কালিমার 'ওয়াও' মাজমুম হয়ে পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় ওয়াও-এর যম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে। ফলে لَمْ يَقُوْلْ – لَاتَقُوْلْ – لِيَقُوْلْ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে ওয়াও-কে হযফ করা হয়েছে। ফলে لَاتَقُلْ – لِيَقُلْ – لَمْ يَقُلْ হয়েছে।

(১০) قُلْ (আমরে হাজের মা'রূফ) মূলত- اُقْوُلْ ছিল, আইন কালিমার ওয়াও মাযমুম হয়ে পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় ওয়াও-এর যম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে, ফলে اُقُوْلْ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে ওয়াও-কে ফেলে দেয়া হয়েছে, ফলে اُقُلْ হয়েছে। এখন 'ফা' কালিমা মুতাহাররিক হওয়ায় এবার হামজাতুল ওয়াছলির প্রয়োজন না থাকায় হামজাকেও হযফ করা হয়েছে। অবশেষে قُلْ হয়েছে।

(১১) قُلْنَ (আমরে হাজের জমা মুয়ান্নাছ) মূলত- اُقْوُلْنَ ছিল, আইন কালিমার ওয়াও মাযমুম হয়ে পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় ওয়াও-এর যম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে, اُقُوْلْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে 'ওয়াও'কে হজফ করা হয়েছে, اُقُلْنَ হয়েছে। হামজাতুল ওয়াছলির প্রয়োজন না থাকায় তাকেও হজফ করা হয়েছে, قُلْنَ হয়ে গেছে।

(১২) قَائِلٌ (ইছমে ফায়েল) মূলত- قَاوِلٌ ছিল, আলিফে فاعل পরে ওয়াও হওয়ায় উক্ত ওয়াও-কে হামজা দ্বারা বদল করা হয়েছে, قَائِلٌ হয়েছে।

(১৩) مَقُوْلٌ (ইছমে মাফউল) মূলত- مَقْوُوْلٌ ছিল, আইন কালিমার ওয়াও মাযমুম পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় ওয়াও-এর যম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে এক ওয়াওকে ফেলে দেয়া হয়েছে, مَقُوْلٌ হয়ে গেছে।

উপরোক্ত তা'লীলগুলো শুধু নমুনা হিসেবে লেখা হলো। ছাত্রদেরকে তা'লীলে পারদর্শী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের থেকে বিভিন্ন ছীগার তা'লীল মৌখিক ভাবে শুনতে হবে। এবং উস্তাদের নেগরানীতে তাদেরকে দিয়ে পরস্পর প্রশ্নোত্তর করালে আরো উত্তম হবে।

اَلصَّرْفُ الْكَبِيْرُ مِنَ الْاَجْوَفِ الْيَائِىْ

بحث ماضى ومضارع ونفى تاكيد بلن

اَلْبَيْعُ : مِنْ بَابِ ضَرَبَ বিক্রি করা (ب ى ع)

بحث ماضى مثبت معروف

بَاعَ بَاعَا بَاعُوْا بَاعَتْ بَاعَتَا بِعْنَ بِعْتَ بِعْتُمَا بِعْتُمْ بِعْتِ بِعْتُمَا بِعْتُنَّ بِعْتُ بِعْنَا

بحث: ماضى مثبت مجهول

بِيْعَ بِيعَا بِيعُوْا بِيعَتْ بِيعَتَا بِعْنَ بِعْتَ بِعْتُمَا بِعْتُمْ بِعْتِ بِعْتُمَا بِعْتُنَّ بِعْتُ بِعْنَا

بحث مضارع مثبت معروف

يَبِيْعُ يَبِيْعَانِ يَبِيْعُوْنَ تَبِيعُ تَبِيعَانِ يَبِعْنَ تَبِيْعُ تَبِيعَانِ تَبِيْعُوْنَ تَبِيْعِيْنَ تَبِيْعَانِ تَبِعْنَ اَبِيْعُ نَبِيْعُ

بحث مضارع مثبت مجهول

يُبَاعُ يُبَاعَانِ يُبَاعُوْنَ تُبَاعُ تُبَاعَانِ يُبَعْنَ تُبَاعُ تُبَاعَانِ تُبَاعُوْنَ تُبَاعِيْنَ تُبَاعَانِ تُبَعْنَ أُبَاعُ نُبَاعُ

بحث نفى تاكيد بلن معروف

لَنْ يَبِيْعَ لَنْ يَبِيْعَا لَنْ يَبِيْعُوْا لَنْ تَبِيْعَ لَنْ تَبِيْعَا لَنْ يَبِعْنَ لَنْ تَبِيْعَ لَنْ تَبِيْعَا لَنْ تَبِيْعُوْا لَنْ تَبِيْعِىْ لَنْ تَبِيْعَا لَنْ تَبِعْنَ لَنْ أَبِيْعَ لَنْ نَبِيْعَ

بحث نفي تاكيد بلن مجهول

لَنْ يُبَاعَ لَنْ يُبَاعَا لَنْ يُبَاعُوْا لَنْ تُبَاعَ لَنْ تُبَاعَا لَنْ يُبَعْنَ لَنْ تُبَاعَ لَنْ تُبَاعَا
لَنْ تُبَاعُوْا لَنْ تُبَاعِى لَنْ تُبَاعَا لَنْ تُبَعْنَ
لَنْ اُبَاعَ لَنْ نُبَاعَ

التعليلات

(১) بَاعَ মূলত– بَيَعَ ছিল, ইয়া মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় উক্ত ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে, بَاعَ হয়েছে। পরবর্তী চারটি ছীগাতেও এ কায়দা চলবে।

(২) بِعْنَ (মাজী মা'রুফ) মূলত- بَيَعْنَ ছিল, ইয়া মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। بَاعْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে আলিফকে ফেলে দেয়া হয়েছে। তারপর হজফকৃত হরফটি যে মূলত ইয়া ছিল তা বুঝানোর জন্য 'ফা' কালিমায় কাছরা লাগানো হয়েছে, بِعْنَ হয়েছে।

(৩) بِيْعَ মূলত- بُيِعَ ছিল, আইন কালিমার ইয়া মাকছুর হয়ে পূর্বে মাজমুম হওয়ায় পূর্বের যম্মা ফেলে দিয়ে 'ইয়া'র কাছরা পূর্বে নকল করা হয়েছে, بِيْعَ হয়ে গেছে।

(৪) بِعْنَ মূলত-(মাজী মাজহুল) মূলত ছিল بُيِعْنَ আইন কালিমার ইয়া মাকছুর হয়ে পূর্বে মাজমুম হওয়ায় পূর্বের যম্মা ফেলে দিয়ে ইয়ার কাছরা পূর্বে নকল করা হয়েছে, بِيْعْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে ইয়াকে হজফ করা হয়েছে। بِعْنَ হয়েছে।

(৫) يَبِيْعُ মূলত- يَبْيِعُ ছিল, আইন কালিমায় ইয়া মাকছুর হয়ে পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় 'ইয়া'র কাছরা পূর্বে নকল করা হয়েছে, يَبِيْعُ হয়েছে।

(৬) يَبَاعُ মুলত- يُبْيَعُ ছিল, ইয়া মাফতুহ হয়ে পূর্বে ছাকিন হওয়ায় 'ইয়া'র ফাতহা পূর্বে নকল করে ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে, يُبَاعُ হয়েছে।

(৭) لِيَبِعْ (আমরে গায়েব) لَاتَبِعْ (নাহী হাজের) এরা মূলত لِيَبْيِعْ ও لَاتَبْيِعْ ছিল, আইন কালিমায় ইয়া মাকছুর হয়ে পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় ইয়ার কাছরা পূর্বে নকল করা হয়েছে, لِيَبِيْعْ – لَاتَبِيْعْ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে ইয়াকে হজফ করা হয়েছে, لِيَبِعْ – لَاتَبِعْ হয়েছে।

(৮) بِعْ (আমরে হাজের) মূলত- اِبْيِعْ ছিল, আইন কালিমার ইয়া মাকছুর পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় ইয়ার কাছরা পূর্বে নকল করা হয়েছে, اِبِيْعْ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ায় ইয়াকে হজফ করা হয়েছে। اِبِعْ হয়েছে। এখন হামজাতুল ওয়াছলির প্রয়োজন না থাকায় তাকেও ফেলে দেয়া হয়েছে। অবশেষে بِعْ হয়েছে।

(৯) بِعْنَ (আমরে হাজের জমা মুয়ান্নাছ) মূলত اِبْيِعْنَ ছিল, আইন কালিমার ইয়া মাকছুর পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় ইয়ার কাছরা পূর্বে নকল করা হয়েছে, اِبِيْعْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে ইয়াকে ফেলে দেয়া হয়েছে। اِبِعْنَ হয়েছে। এখন হামজাতুল ওয়াছলির প্রয়োজন না থাকায় তাকেও ফেলে দেয়া হয়েছে, بِعْنَ হয়ে গেছে।

(১০) بَائِعٌ মূলত- بَايِعٌ ছিল, আলিফে ফায়েলের পর ইয়া হওয়ায় উক্ত ইয়াকে হামজা দ্বারা বদল করা হয়েছে, بَائِعٌ হয়ে গেছে।

(১১) مَبِيْعٌ মূলত– مَبْيُوْعٌ ছিল, আইন কালিমার ইয়া মাযমুম হয়ে পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় ইয়ার যম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে, مَبُيْوْعٌ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে ইয়াকে হযফ করা হয়েছে, مَبُوْعٌ হয়েছে। তারপর হজফকৃত হরফটি যে ইয়া ছিল তা বুঝানোর জন্য 'ফা'

কালিমায় কাছরা লাগানো হয়েছে, مَبْوِعٌ হয়েছে এবার مِيْزَانٌ এর কায়দায় 'ওয়াও'কে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে, مَبِيْعٌ হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ এখানেও উপরোক্ত তা'লীলগুলো নমুনা স্বরূপ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তা'লীলে পারদর্শী হতে হলে প্রত্যেকটি ছীগার তা'লীল মৌখিক মাশ্‌ক করে উস্তাদকে শোনাতে হবে। উস্তাদও বিভিন্ন ছীগার তা'লীল সম্পর্কে ছাত্রদেরকে মৌখিক প্রশ্ন করবেন এবং ছাত্রদের পরস্পরে প্রশ্নোত্তরের বিশেষ অনুষ্ঠান করবেন।

اَلصَّرْفُ الْكَبِيْرُ مِنَ الْاَجْوَفِ الْوَاوِىْ

بحث ماضى و مضارع ونفى تاكيد بلن

اَلْخَوْفُ مِنْ بَابِ سَمِعَ ভয় করা (خ و ف)

بحث ماضى مطلق مثبت معروف

خَافَ خَافَا خَافُوْا خَافَتْ خَافَتَا خِفْنَ خِفْتَ خِفْتُمَا خِفْتُمْ خِفْتِ خِفْتُمَا خِفْتُنَّ خِفْتُ خِفْنَا

بحث ماضى مطلق مثبت مجهول

خِيْفَ خِيْفَا خِيْفُوْا خِيْفَتْ خِيْفَتَا خِفْنَ خِفْتَ خِفْتُمَا خِفْتُمْ خِفْتِ خِفْتُمَا خِفْتُنَّ خِفْتُ خِفْنَا

بحث مضارع مثبت معروف

يَخَافُ يَخَافَانِ يَخَافُوْنَ تَخَافُ تَخَافَانِ يَخَفْنَ تَخَافُ تَخَافَانِ تَخَافُوْنَ تَخَافِيْنَ تَخَافَانِ تَخَفْنَ أَخَافُ نَخَافُ

بحث مضارع مثبت مجهول

يُخَافُ يُخَافَانِ يُخَافُوْنَ تُخَافُ تُخَافَانِ يُخَفْنَ تُخَافُ تُخَافَانِ تُخَافُوْنَ تُخَافِيْنَ تُخَافَانِ تُخَفْنَ أُخَافُ نُخَافُ

بحث نفى تاكيد بلن معروف

لَنْ يَخَافَ لَنْ يَخَافَا لَنْ يَخَافُوْا لَنْ تَخَافَ لَنْ تَخَافَا لَنْ يَخَفْنَ لَنْ تَخَافَ لَنْ تَخَافَا لَنْ تَخَافُوْا لَنْ تَخَافِىْ لَنْ تَخَافَا لَنْ تَخَفْنَ لَنْ أَخَافَ لَنْ نَخَافَ

بحث نفى تاكيد بلن مجهول

لَنْ يُخَافَ لَنْ يُخَافَا لَنْ يُخَافُوْا لَنْ تُخَافَ لَنْ تُخَافَا لَنْ يُخَفْنَ لَنْ تُخَافَ لَنْ تُخَافَا لَنْ تُخَافُوْا لَنْ تُخَافِىْ لَنْ تُخَافَا لَنْ تُخَفْنَ لَنْ أُخَافَ لَنْ نُخَافَ

التعليلات

(১) خَافَ মূলতঃ خَوِفَ ছিল, ওয়াও মুতাহাররিক পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ওয়াওকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে, خَافَ হয়েছে। পরবর্তী চারটি ছীগাতেও এ তা'লীল চলবে।

(২) خِفْنَ (ماضى معروف) মূলতঃ خَوِفْنَ ছিল, ওয়াও মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ওয়াওকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। خَافْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে আলিফকে হযফ করা হয়েছে, خَفْنَ হয়েছে। তারপর ছীগাটি যে মাজী মাকছুরুল আইন ছিল তা বুঝানোর জন্য 'ফা' কালিমায় কাছরা লাগানো হয়েছে, خِفْنَ হয়ে গেছে।

(৩) خِيْفَ মূলতঃ خُوِفَ ছিল, আইন কালিমার ওয়াও মাকছুর হয়ে পূর্বে মাযমুম হওয়ায় পূর্বের যম্মা ফেলে দিয়ে ওয়াও-এর কাছরা পূর্বে নকল করা হয়েছে, خِوْفَ হয়েছে। এবার ওয়াও ছাকিন গায়রে মুশাদ্দাদ হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে, خِيْفَ হয়েছে।

(৪) خِفْنَ (মাজী মাজহুল) মূলতঃ خُوِفْنَ ছিল । আইন কালিমার ওয়াও মাকছুর হয়ে পূর্বে মাজমুম হওয়ায় পূর্বের যম্মা ফেলে দিয়ে ওয়াও-এর কাছরা পূর্বে নকল করা হয়েছে, خِوْفْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে ওয়াওকে হযফ করা হয়েছে, خِفْنَ হয়েছে।

(৫) يَخَافُ (মুজারে মা'রুফ) মূলতঃ يَخْوَفُ ছিল, ওয়াও মাফতুহ হয়ে পূর্বে ছাকিন হওয়ায় ওয়াও-এর ফাতহা পূর্বে নকল করে ওয়াওকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে, يَخَافُ হয়েছে।

(৬) خَفْ (আমরে হাজের) মূলত اِخْوَفْ ছিল, ওয়াও মাফতুহ হয়ে পূর্বে ছাকিন হওয়ায় ওয়াও-এর ফাতহা পূর্বে নকল করে ওয়াওকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে, اِخَافْ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে আলিফকে ফেলে দেয়া হয়েছে, اِخَفْ হয়েছে। এখন হামজাতুল ওয়াছলির প্রয়োজন না থাকায় তাকেও ফেলে দেয়া হয়েছে, خَفْ হয়েছে।

(৭) خَائِفٌ (ইছমে ফায়েল) মূলতঃ خَاوِفٌ ছিল, আলিফে ফায়েলের পর ওয়াও হওয়ায় উক্ত ওয়াওকে হামজা দ্বারা বদল করা হয়েছে, خَائِفٌ হয়ে গেছে।

(৮) مَخُوْفٌ (ইছমে মাফউল) মূলতঃ مَخْوُوْفٌ ছিল, আইন কালিমার ওয়াও মাজমুম পূর্বে হরফে ছহীহ ছাকিন হওয়ায় ওয়াও-এর যম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে ওয়াও দুটির একটিকে হযফ করা হয়েছে, مَخُوْفٌ হয়েছে।

اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ

اَلْأَجْوَفُ الْوَاوِىْ- اَلْإِقَامَةُ থেমে যাওয়া, দাঁড় করানো- দাঁড়ানো (ق و م)

أَقَامَ يُقِيْمُ إِقَامَةً ، فَهُوَ مُقِيْمٌ وَأُقِيْمَ يُقَامُ إِقَامَةً، فَهُوَ مُقَامٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ أَقِمْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتُقِمْ

এ ছিগাগুলো মূলতঃ নিম্নরূপ ছিল,

أَقْوَمَ يُقْوِمُ إِقْوَامًا فَهُوَ مُقْوِمٌ وَأُقْوِمَ يُقْوَمُ إِقْوَامًا فَهُوَ مُقْوَمٌ اَلْأَمْرُمِنْهُ أَقْوِمْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتُقْوِمْ

اَلْأَجْوَفُ الْيَائِىْ - اَلْإِطَارَةُ উড়ানো (ط ى ر)

أَطَارَ يُطِيْرُ إِطَارَةً فَهُوَ مُطِيْرٌ وَأُطِيْرَ يُطَارُ إِطَارَةً فَهُوَ مُطَارٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ أَطِرْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتُطِرْ

এ ছিগাগুলো মূলতঃ ছিল-

أَطْيَرَ يُطْيِرُ إِطْيَارًا فَهُوَ مُطْيِرٌ وَأُطْيِرَ يُطْيَرُ إِطْيَارًا فَهُوَ مُطْيَرٌ اَلأَمْرُ مِنْهُ أَطْيِرْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتُطْيِرْ

বিঃ দ্রঃ إِقَامَةً মূলতঃ إِقْوَامًا ছিল يُبَاعُ-يُقَالُ এর কায়দা অনুযায়ী ওয়াও মাফতুহ হয়ে পূর্বে ছাকিন হওয়ায় ওয়াও এর ফাতহা পূর্বে নকল করে ওয়াওকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে, এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার ফলে এক আলিফকে ফেলে দেয়া হয়েছে, اِقَامًا হয়েছে। তারপর হযফকৃত আলিফের পরিবর্তে শেষে একটি ة যোগ করা হয়েছে, اِقَامَةً হয়ে গেছে। إِطَارَةً মূলতঃ إِطْيَارًا ছিল, এখানেও উপরোক্ত تعليل হয়েছে।

اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ مِنْ بَابِ الْاِسْتِفْعَالِ

اَلْأَجْوَفُ الْوَاوِىْ- اَلْاِسْتِعَانَةُ সাহায্য চাওয়া (ع و ن)

اِسْتَعَانَ يَسْتَعِيْنُ اِسْتِعَانَةً فَهُوَ مُسْتَعِيْنٌ وَاُسْتُعِيْنَ يُسْتَعَانُ اِسْتِعَانَةً فَهُوَ مُسْتَعَانٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِسْتَعِنْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَسْتَعِنْ

এ ছিগাগুলো মূলতঃ ছিল নিম্নরূপ।

اِسْتَعْوَنَ يَسْتَعْوِنُ اِسْتِعْوَانًا فَهُوَ مُسْتَعْوِنٌ وَاُسْتُعْوِنَ يُسْتَعْوَنُ اِسْتِعْوَانًا فَهُوَ مُسْتَعْوَنٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِسْتَعْوِنْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَسْتَعْوِنْ

اَلْأَجْوَفُ الْيَائِىْ- اَلْاِسْتِخَارَةُ মঙ্গল চাওয়া (خ ى ر)

اِسْتَخَارَ يَسْتَخِيْرُ اِسْتِخَارَةً فَهُوَ مُسْتَخِيْرٌ وَاُسْتُخِيْرَ يُسْتَخَارُ اِسْتِخَارَةً فَهُوَ مُسْتَخَارٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِسْتَخِرْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَسْتَخِرْ

এ ছীগাগুলো মূলতঃ ছিল নিম্নরূপ,

اِسْتَخْيَرَ يَسْتَخْيِرُ اِسْتِخْيَارًا فَهُوَ مُسْتَخْيِرٌ وَاُسْتُخْيِرَ يُسْتَخْيَرُ اِسْتِخْيَارًا فَهُوَ مُسْتَخْيَرٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِسْتَخْيِرْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَسْتَخْيِرْ

اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ مِنْ بَابِ الْاِفْتِعَالِ

اَلْأَجْوَفُ الْوَاوِىْ-اَلْاِجْتِيَابُ মাঠ অতিক্রম করা (ج و ب)

اِجْتَابَ يَجْتَابُ اِجْتِيَابًا فَهُوَ مُجْتَابٌ وَاُجْتِيبَ يُجْتَابُ اِجْتِيَابًا فَهُوَ مُجْتَابٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِجْتَبْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَجْتَبْ

اَلْأَجْوَفُ الْيَائِىْ - اَلْاِخْتِيَارُ নির্বাচন করা, বেছে নেওয়া (خ ي ر)

اِخْتَارَ يَخْتَارُ اِخْتِيَارًا فَهُوَ مُخْتَارٌ وَاُخْتِيرَ يُخْتَارُ اِخْتِيَارًا فَهُوَ مُخْتَارٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِخْتَرْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَخْتَرْ

এ ছীগাগুলো মূলতঃ নিম্নরূপ ছিল,

اِخْتَيَرَ يَخْتَيِرُ اِخْتِيَارًا فَهُوَ مُخْتَيِرٌ وَاُخْتُيِرَ يُخْتَيَرُ اِخْتِيَارًا فَهُوَ مُخْتَيَرٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِخْتَيِرْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَخْتَيِرْ

اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ مِنْ بَابِ الْاِنْفِعَالِ

اَلْأَجْوَفُ الْوَاوِىْ -اَلْاِنْقِيَادُ অনুগত হওয়া (ق و د)

اِنْقَادَ يَنْقَادُ اِنْقِيَادًا فَهُوَ مُنْقَادٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِنْقَدْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَنْقَدْ

ছীগাগুলো মূলতঃ নিম্নরূপ ছিল

اِنْقَوَدَ يَنْقَوِدُ اِنْقِوَادًا فَهُوَ مُنْقَوِدٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِنْقَوِدْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَنْقَوِدْ

اَلْأَجْوَفُ الْيَائِىْ - اَلْإِنْقِيَاضُ দেয়াল ফেটে যাওয়া (ق ي ض)

اِنْقَاضَ يَنْقَاضُ اِنْقِيَاضًا فَهُوَ مُنْقَاضٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِنْقَضْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَنْقَضْ

ছীগাগুলো মূলতঃ নিম্নরূপ ছিল,

اِنْقَيَضَ يَنْقَيِضُ اِنْقِيَاضًا فَهُوَ مُنْقَيِضٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِنْقَيِضْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَنْقَيِضْ

বিভিন্ন বাব থেকে যে কয়টি صرف صغير দেয়া হলো, এগুলোতে

قَالَ -خَافَ- بَاعَ এবং يَقُوْلُ -يَبِيْعُ এ দুটি কায়দার ভিত্তিতে তা'লীল

হয়েছে। উস্তাদ বিভিন্ন ছীগার তা'লীল ছাত্রদের থেকে মৌখিক ভাবে শুনবেন এবং ছাত্রদের দ্বারা পরস্পর প্রশ্নোত্তর করাবেন।

এ পর্যন্ত أجوف এর বিভিন্ন صرف صغير ও صرف كبير নমুনা হিসাবে দেয়া হয়েছে। সামনে ناقص এরও কিছু صرف صغير ও صرف كبير দেয়া হচ্ছে।

اَلصَّرْفُ الْكَبِيْرُ مِنَ النَّاقِصِ الْوَاوِىْ

اَلدَّعْوَةُ مِنْ بَابِ نَصَرَ يَنْصُرُ আহ্বান করা, ডাকা (د ع و)

فعل ماضى مثبت معروف

دَعَا دَعَوَا دَعَوْا دَعَتْ دَعَتَا دَعَوْنَ دَعَوْتَ دَعَوْتُمَا دَعَوْتُمْ دَعَوْتِ دَعَوْتُمَا دَعَوْتُنَّ دَعَوْتُ دَعَوْنَا

فعل ماضى مثبت مجهول

دُعِىَ دُعِيَا دُعُوْا دُعِيَتْ دُعِيَتَا دُعِيْنَ دُعِيْتَ دُعِيْتُمَا دُعِيْتُمْ دُعِيْتِ دُعِيْتُمَا دُعِيْتُنَّ دُعِيْتُ دُعِيْنَا

فعل مضارع مثبت معروف

يَدْعُوْ يَدْعُوَانِ يَدْعُوْنَ تَدْعُوْ تَدْعُوَانِ يَدْعُوْنَ تَدْعُوْ تَدْعُوَانِ تَدْعُوْنَ تَدْعِيْنَ تَدْعُوَانِ تَدْعُوْنَ أَدْعُوْ نَدْعُوْ

فعل مضارع مثبت مجهول

يُدْعٰى يُدْعَيَانِ يُدْعَوْنَ تُدْعٰى تُدْعَيَانِ يُدْعَيْنَ تُدْعٰى تُدْعَيَانِ تُدْعَوْنَ تُدْعَيْنَ تُدْعَيَانِ تُدْعَيْنَ أُدْعٰى نُدْعٰى

نفى تاكيد بلن معروف

لَنْ يَّدْعُوَ لَنْ يَّدْعُوَا لَنْ يَّدْعُوْا لَنْ تَدْعُوَ لَنْ تَدْعُوَا لَنْ يَّدْعُوْنَ لَنْ تَدْعُوَ لَنْ تَدْعُوَا لَنْ تَدْعُوْا لَنْ تَدْعِىْ لَنْ تَدْعُوَا لَنْ تَدْعُوْنَ لَنْ أَدْعُوَ لَنْ نَدْعُوَ

نفی تاکید بلن مجهول

لَنْ يُدْعٰى لَنْ يُدْعَيَا لَنْ يُدْعَوْا لَنْ تُدْعٰى لَنْ تُدْعَيَا لَنْ يُدْعَيْنَ لَنْ تُدْعٰى
لَنْ تُدْعَيَا لَنْ تُدْعَوْا لَنْ تُدْعَيْ لَنْ تُدْعَيَا لَنْ تُدْعَيْنَ لَنْ أُدْعٰى لَنْ نُدْعٰى

التعليلات

(১) دَعَا মূলতঃ دَعَوَ ছিল, ওয়াও মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ওয়াওকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। دَعَا হয়ে গেছে।

(২) دَعَوَا এখানে ওয়াওটি আলিফে তাছনিয়ার পূর্বে হওয়ায় বদল হয় নি।

(৩) دَعَوْا (جمع مذكر غائب)মূলতঃ دَعَوُوْا ছিল, প্রথমে ওয়াওকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে, তারপর দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফকে হযফ করা হয়েছে। دَعَوْا হয়ে গেছে।

(৪) دَعَتْ মূলতঃ دَعَوَتْ ছিল, ওয়াওকে আলিফ দ্বারা বদল করায় دَعَاتْহয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফকে ফেলে দেয়া হয়েছে। دَعَتْ হয়ে গেছে।

(৫) دَعَتَا মূলতঃ دَعَوَتَا ছিল , ওয়াওকে আলিফ দ্বারা বদল করায় دَعَاتَا হয়েছে তারপর দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফকে হযফ করা হয়েছে। دَعَتَا হয়েছে। (এখানে ت টি যদিও আলিফে তাছনিয়ার পূর্বে আসার কারণে সাময়িক মাফতুহ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি ছাকিন। কেননা فعل এর বৈশিষ্ট্যই হলো 'তায়ে তানীছ ছাকিনযুক্ত হওয়া')।

(৬) دُعِيَ মূলতঃ دُعِوَ ছিল, رُضِيَ- قُوِيَ এর কায়দা অনুযায়ী লাম কালিমায় ওয়াও মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে। دُعِيَ হয়ে গেছে।

(৭) دُعُوْا (جمع مذكر غائب مجهول) মূলতঃ دُعِوُوْا ছিল, লাম কালিমার মুতাহাররিক ওয়াও এর পূর্বে কাছরা হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা

বদল করা হয়েছে। دُعِيُوْا হয়েছে। তারপর تَهْدُوْنَ- تَرْمُوْنَ এর কায়দা অনুযায়ী লাম কালিমার ইয়া মাজমুম হয়ে পূর্বে কাছরা ও পরে ওয়াও হওয়ায় পূর্বের কাছরা হজফ করে ইয়ার যম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে, دُعُيُوْا হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ায় ইয়াকে হযফ করা হয়েছে, دُعُوْا হয়ে গেছে।

(৮) دُعِيَتْ মূলতঃ دُعِوَتْ ছিল, এখান থেকে دُعِيْنَا পর্যন্ত একই تعليل অর্থাৎ শুধু ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে।

(৯) يُدْعَوْ মূলতঃ يَدْعُوُ ছিল, লাম কালিমার ওয়াও মাযমুম হয়ে তার পূর্বেও মাযমুম হয়ায় ওয়াওকে ছাকিন করা হয়েছে, يَدْعُوْ হয়ে গেছে।

(১০) يَدْعُوْنَ (جمع مؤنث غائب) মূলতঃ যা ছিল তাই আছে।

(১১) تَدْعِيْنَ (واحد مؤنث حاضر) মূলতঃ تَدْعُوِيْنَ ছিল, ناقص এর চার নাম্বার কায়দা অনুযায়ী তা'লীল হয়েছে। অর্থাৎ লাম কালিমার 'ওয়াও' মাকছুর হয়ে পূর্বে যম্মা ও পরে ইয়া হওয়ায় পূর্ব -হরফ আইনের যম্মা হযফ করে ওয়াও-এর কাছরা পূর্বে নকল করা হয়েছে। تَدْعِوْيْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে ওয়াওকে হযফ করা হয়েছে। تَدْعِيْنَ হয়েছে।

(১২) يُدْعٰى মূলতঃ يُدْعَوُ ছিল, يُرْضٰى- يُقْوٰى এর কায়দা অনুযায়ী 'ওয়াও' কালিমার তৃতীয় স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে চলে আসায় এবং ওয়াও এর পূর্বের হরকত তার মুখালিফ হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে। يُدْعَيُ হয়েছে। এবার ইয়া মুতাহাররিক তার পুর্বে মাফতুহ হওয়ায় ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। يُدْعٰى হয়ে গেছে।

(১৩) تُدْعَيْنَ (واحد مؤنث حاضر مجهول) মূলতঃ تُدْعَوِيْنَ ছিল, ناقصএর ২নং কায়দা অর্থাৎ يُرْضٰى - يُقْوٰى এর কায়দা অনুযায়ী ওয়াও কালিমার তৃতীয় স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে চলে আসায় এবং ওয়াও এর পূর্বের হরকত তার মুখালিফ হওয়ায় উক্ত ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে, تُدْعَيِيْنَহয়েছে। তারপর ইয়া মুতাহাররিক তার পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ইয়াকে

আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। تُدْعَايْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফকে হযফ করা হয়েছে। تُدْعَيْنَ হয়ে গেছে।

(১৪) دَاعٍ (اسم فاعل) মূলতঃ دَاعِوٌ ছিল, ناقص এর এক নাম্বার কায়দা অর্থাৎঃ قَوِىَ- رَضِىَ এর কায়দা অনুযায়ী লাম কালিমায় ওয়াও মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে। دَاعِيٌ হয়েছে। তারপর লাম কালিমা ইয়া মাযমুম হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ইয়াকে ছাকিন করা হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ায় (ইয়া ও তানবীন) ইয়াকে হযফ করা হয়েছে। دَاعٍ হয়ে গেছে।

(১৫) مَدْعُوٌّ (اسم المفعول) মূলতঃ مَدْعُوْوٌ ছিল, দুই ওয়াও একত্র হওয়ায় পরস্পর ইদগাম করা হয়েছে। مَدْعُوٌّ হয়েছে।

اَلصَّرْفُ الْكَبِيْرُ مِنَ النَّاقِصِ الْيَائِىْ

بحث ماضى ومضارع ونفى تاكيد بلن

اَلرَّمْىُ: مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ নিক্ষেপ করা (ر م ى)

فعل ماضى مثبت معروف

رَمٰى رَمَيَا رَمَوْا رَمَتْ رَمَتَا رَمَيْنَ رَمَيْتَ رَمَيْتُمَا رَمَيْتُمْ رَمَيْتِ رَمَيْتُمَا رَمَيْتُنَّ رَمَيْتُ رَمَيْنَا

فعل ماضى مثبت مجهول

رُمِىَ رُمِيَا رُمُوْا رُمِيَتْ رُمِيَتَا رُمِيْنَ رُمِيْتَ رُمِيْتُمَا رُمِيْتُمْ رُمِيْتِ رُمِيْتُمَا رُمِيْتُنَّ رُمِيْتُ رُمِيْنَا

فعل مضارع مثبت معروف

يَرْمِىْ يَرْمِيَانِ يَرْمُوْنَ تَرْمِىْ تَرْمِيَانِ يَرْمِيْنَ تَرْمِىْ تَرْمِيَانِ تَرْمُوْنَ تَرْمِيْنَ تَرْمِيَانِ تَرْمِيْنَ أَرْمِىْ نَرْمِىْ

فعل مضارع مثبت مجهول

يُرْمٰى يُرْمَيَانِ يُرْمَوْنَ تُرْمٰى تُرْمَيَانِ يُرْمَيْنَ تُرْمٰى تُرْمَيَانِ تُرْمَوْنَ تُرْمَيْنَ تُرْمَيَانِ تُرْمَيْنَ أُرْمٰى نُرْمٰى

نفي تاكيد بلن معروف

لَنْ يَّرْمِيَ لَنْ يَّرْمِيَا لَنْ يَّرْمُوْا لَنْ تَرْمِيَ لَنْ تَرْمِيَا لَنْ يَّرْمِيْنَ لَنْ تَرْمِيَ لَنْ تَرْمِيَا لَنْ تَرْمُوْا لَنْ تَرْمِيْ لَنْ تَرْمِيَا لَنْ تَرْمِيْنَ لَنْ أَرْمِيَ لَنْ نَرْمِيَ

نفي تاكيد بلن مجهول

لَنْ يُّرْمٰى لَنْ يُّرْمَيَا لَنْ يُّرْمَوْا لَنْ تُرْمٰى لَنْ تُرْمَيَا لَنْ يُّرْمَيْنَ لَنْ تُرْمٰى لَنْ تُرْمَيَا لَنْ تُرْمَوْا لَنْ تُرْمَيْ لَنْ تُرْمَيَا لَنْ تُرْمَيْنَ لَنْ أُرْمٰى لَنْ نُرْمٰى

বি. দ্র. তানভীন ঐ নুন ছাকিনকে বলে যে নুন ছাকিন আখেরি হরফের হরকতের تابع **হয়।**

التعليلات

رَمٰى মূলতঃ رَمَيَ ছিল, ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করায় رَمٰى হয়েছে।

يَرْمِيْ মূলতঃ يَرْمِيُ ছিল, লাম কলিমার ইয়া মাযমুম হয়ে পূর্বে মাকছুর হওয়ায় ইয়াকে ছাকিন করা হয়েছে। يَرْمِيْ হয়েছে।

يَرْمُوْنَ (جمع مذكر غائب) মূলতঃ يَرْمِيُوْنَ ছিল, লাম কালিমার ইয়া মাযমুম হয়ে পূর্বে কাছরা ও পরে ওয়াও হওয়ায় পূর্বের কাছরা হযফ করে ইয়ার যম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে। يَرْمُيْوْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে ইয়াকে হযফ করা হয়েছে। يَرْمُوْنَ হয়েছে।

يَرْمِيْنَ (جمع مؤنث غائب) মূলতঃ যা ছিল তাই আছে।

يُرْمٰى (مضارع مجهول) মূলতঃ يُرْمَيُ ছিল, ইয়া মুতাহাররিক পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। يُرْمٰى হয়েছে।

يُرْمَوْنَ (جمع مذكر غائب مجهول) মূলতঃ يُرْمَيُوْنَ ছিল, ইয়া মুতাহাররিক পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফকে হযফ করা হয়েছে। يُرْمَوْنَ হয়ে গেছে।

اِرْمِ (امر حاضر معروف) মূলতঃ اِرْمِيْ ছিল, আমরে হাজের বানানোর নিয়ম অনুযায়ী শেষের ইয়াকে হযফ করা হয়েছে। اِرْمِ হয়েছে।

رَامٍ (اسم الفاعل) মূলতঃ رَامِيٌ ছিল, ناقص এর ৩নং কায়দা (অর্থাৎ يدعو - يرمى এর কায়দা) অনুযায়ী লাম কালিমার ইয়া মাযমুম হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ইয়াকে ছাকিন করা হয়েছে। رَامِيْنٌ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে ইয়াকে হযফ করা হয়েছে। رَامٍ হয়ে গেছে।

مَرْمِيٌّ (اسم المفعول) মূলতঃ مَرْمُوْيٌ ছিল, ناقص এর ছয় নাম্বার কায়দা (অর্থাৎ مَهْدِيٌّ - مَرْمِيٌّ এর কায়দা) অনুযায়ী ওয়াও ও ইয়া একত্র হয়ে এদের প্রথমটি ছাকিন হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করে পরস্পর ইদগাম করা হয়েছে। مَرْمُيٌّ হয়েছে। তারপর ইয়ার মুনাছাবাতে পূর্বের যম্মাকে কাছরা দ্বারা বদল করা হয়েছে। مَرْمِيٌّ হয়েছে।

اَلصَّرْفُ الْكَبِيْرُ مِنَ النَّاقِصِ

بحث ماضى ومضارع ونفى تاكيد بلن

اَلرِّضْوَانُ : مِنْ بَابِ سَمِعَ يَسْمَعُ সন্তুষ্ট হওয়া (رض و)

فعل ماضى مثبت معروف

رَضِيَ رَضِيَا رَضُوْا رَضِيَتْ رَضِيَتَا رَضِيْنَ رَضِيْتَ رَضِيْتُمَا رَضِيْتُمْ
رَضِيْتِ رَضِيْتُمَا رَضِيْتُنَّ رَضِيْتُ رَضِيْنَا

فعل مضارع مثبت معروف

يَرْضٰى يَرْضَيَانِ يَرْضَوْنَ تَرْضٰى تَرْضَيَانِ يَرْضَيْنَ تَرْضٰى تَرْضَيَانِ تَرْضَوْنَ
تَرْضَيْنَ تَرْضَيَانِ تَرْضَيْنَ أَرْضٰى نَرْضٰى

بحث نفي تاكيد بلن معروف

لَنْ يَّرْضٰى لَنْ يَّرْضَيَا لَنْ يَرْضَوْا لَنْ تَرْضٰى لَنْ تَرْضَيَا لَنْ يَّرْضَيْنَ لَنْ
تَرْضٰى لَنْ تَرْضَيَا لَنْ تَرْضَوْا لَنْ تَرْضَىْ لَنْ تَرْضَيَا لَنْ تَرْضَيْنَ لَنْ أَرْضٰى
لَنْ نَرْضٰى

التعليلات

(১) رَضِىَ মূলতঃ رَضِوَ ছিল, ناقص এর এক নং কায়দা অনুযায়ী লাম কালিমার ওয়াও মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে। رَضِىَ হয়ে গেছে।

(২) يَرْضٰى মূলতঃ يَرْضَوُ ছিল, ناقص এর দুই নং কায়দা অনুযায়ী ওযাও কালিমার তৃতীয় স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে চলে যাওয়ায় এবং ওয়াও এর পূর্বের হরকত তার মুখালিফ হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে يَرْضَىُ হয়েছে। এবার ইয়া মুতাহাররিক পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। يَرْضٰى হয়ে গেছে।

(৩) يَرْضَوْنَ মূলতঃ يَرْضَوُوْنَ ছিল, ناقص এর ২নং কায়দার ভিত্তিতে ওয়াওটি ইয়া হয়ে গেছে। يَرْضَيُوْنَ হয়েছে। তারপর ইয়া মুতাহাররিক পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে, يَرْضَاوْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফকে হযফ করা হয়েছে। يَرْضَوْنَ হয়ে গেছে।

(8) يَرْضَيْنَ (جمع مؤنث غائب) মূলতঃ يَرْضَوْنَ ছিল, ناقص এর দুই নং কায়দায় শুধু ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে।

(৫) تَرْضَيْنَ (واحد مؤنث حاضر) মূলতঃ تَرْضَوِيْنَ ছিল, ناقص এর দুই নং কায়দা অনুযায়ী ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে। تَرْضَيِيْنَ হয়েছে। তারপর ইয়া মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। تَرْضَايْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফকে হযফ করা হয়েছে। تَرْضَيْنَ হয়ে গেছে।

(৬) رَاضٍ (اسم الفاعل) মূলতঃ رَاضِوٌ ছিল, دَاعٍ এর মত তা'লীল হয়েছে। অর্থাৎ ناقص এর এক নং কায়দা অনুযায়ী লাম কালিমায় ওয়াও মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে। رَاضِيٌ হয়েছে। তারপর লাম কালিমার ইয়া মাযমুম হয়ে পূর্বে মাকছুর হওয়ায় ইয়াকে ছাকিন করা হয়েছে, رَاضِيْنْ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে ইয়াকে হযফ করা হয়েছে, رَاضٍ হয়েছে।

(৭) مَرْضِيٌّ (اسم المفعول) মূলতঃ مَرْضُوْوٌ ছিল, ماضی এবং مضارع এর অনুকরণে ইছমে মাফউলেও লাম কালিমার ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে। مَرْضُوْيٌ হয়েছে। এবার ওয়াও ও ইয়া একত্র হয়ে প্রথমটি ছাকিন হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে। এবং পরস্পর ইদগাম করা হয়েছে। مَرْضُيٌّ হয়েছে। তারপর ইয়ার মুনাছাবাতে পূর্বের যম্মাকে কাছরা দ্বারা বদল করা হয়েছে। مَرْضِيٌّ হয়ে গেছে।

اَلصَّرْفُ الْكَبِيْرُ مِنَ اللَّفِيْفِ الْمَفْرُوْقِ

بحث ماضى و مضارع ونفى تاكيد بلن

اَلْوِقَايَةُ : مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ। রক্ষা করা (وق ى)

فعل ماضى مثبت معروف

وَقٰى وَقَيَا وَقَوْا وَقَتْ وَقَتَا وَقَيْنَ وَقَيْتَ وَقَيْتُمَا وَقَيْتُمْ وَقَيْتِ وَقَيْتُمَا وَقَيْتُنَّ وَقَيْتُ وَقَيْنَا

فعل ماضى مثبت مجهول

وُقِيَ وُقِيَا وُقُوا وُقِيَتْ وُقِيَتَا وُقِيْنَ وُقِيْتَ وُقِيْتُمَا وُقِيْتُم وُقِيْتِ وُقِيْتُمَا وُقِيْتُنَّ وُقِيْتُ وُقِيْنَا

فعل مضارع مثبت معروف

يَقِيْ يَقِيَانِ يَقُوْنَ تَقِيْ تَقِيَانِ يَقِيْنَ تَقِيْ تَقِيَانِ تَقُوْنَ تَقِيْنَ تَقِيَانِ تَقِيْنَ أَقِيْ نَقِيْ

فعل مضارع مثبت مجهول

يُوْقٰى يُوْقَيَانِ يُوْقَوْنَ تُوْقٰى تُوْقَيَانِ يُوْقَيْنَ تُوْقٰى تُوْقَيَانِ تُوْقَوْنَ تُوْقَيْنَ تُوْقَيَانِ تُوْقَيْنَ أُوْقٰى نُوْقٰى

بحث نفى تاكيد بلن معروف

لَنْ يَّقِيَ لَنْ يَّقِيَا لَنْ يَّقُوْا لَنْ تَقِيَ لَنْ تَقِيَا لَنْ يَّقِيْنَ لَنْ تَقِيَ لَنْ تَقِيَا لَنْ تَقُوْا لَنْ تَقِيَ لَنْ تَقِيَا لَنْ تَقِيْنَ لَنْ أَقِيَ لَنْ نَقِيَ

بحث نفى تاكيد بلن مجهول

لَنْ يُّوْقٰى لَنْ يُّوْقَيَا لَنْ يُّوْقَوْا لَنْ تُوْقٰى لَنْ تُوْقَيَا لَنْ يُّوْقَيْنَ لَنْ تُوْقٰى لَنْ تُوْقَيَا لَنْ تُوْقَوْا لَنْ تُوْقَىْ لَنْ تُوْقَيَا لَنْ تُوْقَيْنَ لَنْ أُوْقٰى لَنْ نُوْقٰى

التعليلات

(১) وَقٰى মূলতঃ وَقَيَ ছিল, ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করায় وَقٰى হয়েছে গেছে।

(২) وَقَوْا মূলতঃ وَقَيُوْا (جمع مذكر غائب) ছিল, ইয়া মুতাহাররিক পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। وَقَاوْا হয়ে গেছে। তারপর দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফকে হযফ করা হয়েছে। وَقَوْا হয়ে গেছে।

(৩) وُقُوْا (ماضى مجهول) মূলতঃ وُقِيُوْا ছিল, লাম কালিমার ইয়া মাজমুম হয়ে পূর্বে কাছরা ও পরে ওয়াও হওয়ায় পূর্বের কাছরা হযফ করে ইয়ার জম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে। وُقُيْوا হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে ইয়াকে হযফ করা হয়েছে। وُقُوْا হয়ে গেছে।

(৪) يَقِىْ মূলতঃ يَوْقِيُ ছিল, প্রথমে يَزِنُ-يَعِدُ এর কায়দায় ওয়াও হযফ হয়ে গেছে। يَقِيُ হয়েছে। এরপর লাম কালিমার ইয়া মাযমুম হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ইয়াকে ছাকিন করা হয়েছে। يَقِىْ হয়েছে।

(৫) تَقِيْنَ (واحد مؤنث حاضر) মূলতঃ تَوْقِيِيْنَ ছিল, প্রথমে يعد এর কায়দায় ওয়াও হযফ হয়ে গেছে। تَقِيِيْنَ হয়েছে। তারপর লাম কালিমার ইয়া মাকছুর হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ইয়াকে ছাকিন করা হয়েছে। تَقِيْيْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে এক ইয়াকে হযফ করা হয়েছে। تقِين হয়েছে।

(৬) قِ (أمر حاضر معروف) تَقِىْ (مضارع معروف) থেকে বানানো হয়েছে, শব্দটির শুরু থেকে আলামতে মুজারে এবং শেষ থেকে হরফুল ইল্লাতকে হযফ করা হয়েছে। قِ হয়ে গেছে।

(৭) وَاقٍ (اسم الفاعل) মূলতঃ وَاقِيٌ ছিল, লাম কালিমায় ইয়া মাজমুম হয়ে পূর্বে মাকছুর হওয়ায় ইয়াকে ছাকিন করা হয়েছে। وَاقِيْنْ হয়েছে। তারপর দুই ছাকিন একত্র হওয়ার কারণে ইয়াকে হযফ করা হয়েছে। وَاقِنْ বা وَاقٍ হয়ে গেছে।

(৮) مَوْقِيٌّ (اسم المفعول) মুলতঃ مَوْقُوىٌ ছিল, এখানে مَرْمِيٌّ এর অনুরূপ তা'লীল হয়েছে।

اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ مِنَ النَّاقِصِ وَاللَّفِيْفِ

لفيف مفروق

اَلْوَجْيُ: بَابُ سَمِعَ يَسْمَعُ । নগ্নপদ হওয়া, কোমলপদ হওয়া

وَجِيَ يَوْجٰى وَجْيًا فَهُوَ وَاجٍ وَ وُجِيَ يُوْجٰى وَجْيًا فَهُوَ مَوْجِيٌّ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِيْجَ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَاتَوْجَ

لفيف مقرون

اَلطَّيُّ : بَابُ ضَرَبَ يَضْرِبُ গুটানো,ভাঁজ করা

طَوٰى يَطْوِيْ طَيًّا فَهُوَ طَاوٍ وَ طُوِيَ يُطْوٰى طَيًّا فَهُوَ مَطْوِيٌّ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِطْوِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَاتَطْوِ

اَلْقُوَّةُ : بَابُ سَمِعَ يَسْمَعُ শক্ত হওয়া

قَوِيَ يَقْوٰى قُوَّةً فَهُوَ قَاوٍ وَقُوِيَ يُقْوٰى قُوَّةً فَهُوَ مَقْوِيٌّ اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِقْوَوَالنَّهْيُ عَنْهُ لَاتَقْوَ .

ناقص يائى

اَلْإِغْنَاءُ : । অভাব মুক্ত করা, ধনী করা باب إفعال

أَغْنٰى يُغْنِيْ إِغْنَاءً فَهُوَ مُغْنٍ وَأُغْنِيَ يُغْنٰى إِغْنَاءً فَهُوَ مُغْنًى اَلْأَمْرُ مِنْهُ أَغْنِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَاتُغْنِ

ناقص واوى

اَلْاِلْتِقَاءُ: । মিলিত হওয়া, দেখা পাওয়া باب افتعال

اِلْتَقٰى يَلْتَقِيْ اِلْتِقَاءً فَهُوَ مُلْتَقٍ وَ اُلْتُقِيَ يُلْتَقٰى اِلْتِقَاءً فَهُوَ مُلْتَقًى اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِلْتَقِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَاتَلْتَقِ

اَلتَّسْمِيَةُ : নাম রাখা باب تفعيل

سَمّٰى يُسَمِّىْ تَسْمِيَةً فَهُوَ مُسَمٍّ وَسُمِّىَ يُسَمّٰى تَسْمِيَةً فَهُوَ مُسَمًّى

الأمر منه سَمِّ والنهى عنه لَاتُسَمِّ

اَلتَّلَقِّىْ : অর্জন করা باب تفعل

تَلَقّٰى يَتَلَقّٰى تَلَقِّيًا فهو مُتَلَقٍّ وتُلُقِّىَ يتلقّٰى تَلَقِّيًا فهو مُتَلَقًّى الأمر

منه تَلَقَّ والنهى عنه لَاتَتَلَقَّ

التعليلات

(১) يَوْجٰى মূলত يَوْجَىُ ছিল, ইয়া মুতাহাররিক পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে, يَوْجٰى হয়ে গেছে।

(২) يَلِىْ মূলত يَوْلِىُ ছিল, প্রথমে يَزِنُ-يَعِدُ এর কায়দায় ওয়াও হযফ করা হয়েছে। তারপর يَرْمِىْ এর কায়দায় অর্থাৎ লাম কালিমার ইয়া মাজমুম হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ইয়াকে ছাকিন করা হয়েছে। يَلِىْ হয়েছে।

(৩) يَطْوِىْ মূলত يَطْوِىُ ছিল, এটাও يَرْمِىْ এর অনুরূপ তা'লীল হয়ে يَطْوِىْ হয়েছে।

(৪) يَقْوٰى মূলতঃ يَقْوَوُ ছিল, 'ছালেছ রাবে'-এর কায়দায় লাম কালিমার ওয়াওটি ইয়া হয়েছে। يَقْوَىُ হয়েছে, তারপর ইয়া মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে মাফতুহ হওয়ায় ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। يَقْوٰى হয়েছে।

(৫) اِيْجَ (امر حاضر معروف) মূলত اِوْجٰى ছিল, ওয়াও ছাকিন গায়রে মুশাদ্দাদ হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে এবং শেষের হরফুল ইল্লাতকে হযফ করা হয়েছে। اِيْجَ হয়ে গেছে।

(৬) لِ (امر حاضر معروف) تَلِىْ (مضارع معروف) থেকে বানানো হয়েছে। শুরু থেকে আলামতে মুযারে এবং শেষ থেকে হরফুল ইল্লাত হযফ করা হয়েছে। لِ হয়ে গেছে।

(৭) اِطْوِ (امر حاضر معروف) মূলত اِطْوِىْ ছিল, শেষর হরফুল ইল্লাত হযফ হয়ে اِطْوِ হয়েছে।

(৮) اِقْوَ (امر حاضر معروف) মূলত اِقْوٰى ছিল, শেষের হরফুল ইল্লাত হযফ হয়ে اِقْوَ হয়েছে।

(৯) إِغْنَاءٌ (مصدر إفعال) মূলত إِغْنَايٌ ছিল, কালিমার শেষ ভাগে আলিফে যায়েদার পর 'ইয়া' হওয়ায় উক্ত ইয়াকে হামযা দ্বারা বদল করা হয়েছে। إِغْنَاءٌ হয়েছে।

(১০) اِلْتِقَاءٌ (مصدر افتعال) মূলত اِلْتِقَايٌ ছিল, পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে তা'লীল হবে।

(১১) تَسْمِيَةٌ (مصدر تفعيل) মূলত تَسْمِيْوٌ ছিল, ناقص এর ৬নং কায়দা অর্থাৎ مَهْدِىٌّ-مَرْمِىٌّ এর কায়দা অনুযায়ী ওয়াও ও ইয়া একত্র হয়ে প্রথমটি ছাকিন হওয়ায় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে। تَسْمِيْىٌ হয়েছে। এবার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ইয়া দুটিকে ইদগাম করা দরকার ছিল, কিন্তু তা না করে খিলাফে কিয়াস তাখফীফের উদ্দেশ্যে একটি ইয়া হযফ করে তার পরিবর্তে শেষে একটি 'তা' যোগ করা হয়েছে। تَسْمِيَةٌ হয়ে গেছে।

(১২) تَلَقٍّ (مصدر تفعل) মূলতঃ تَلَقُّىٌ ছিল, ناقص এর ৭ নং কায়দা অনুযায়ী ইছমের শেষে ইয়া হয়ে তার পূর্বে জম্মা হওয়ায় উক্ত জম্মাকে কাছরা দ্বারা বদল করা হয়েছে- تَلَقِّىٌ হয়েছে। তারপর লাম কালিমার ইয়া মাযমুম

হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ইয়াকে ছাকিন করা হয়েছে- تَلَقِّيْنَ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ায় ইয়াকে হযফ করা হয়েছে- تَلَقٍّ বা تَلَقِّنْ হয়েছে।

(১৩) تَعَلٍّ (مصدر تفعل) মূলত تَعَلُّوٌ ছিল, ناقص এর ৭ নং কায়দা অনুযায়ী ইছমের শেষে ইয়া হয়ে তার পূর্বে যম্মা হওয়ায় উক্ত যম্মাকে কাছরা দ্বারা বদল করা হয়েছে, تَعَلِّيٌ হয়েছে। তারপর লাম কালিমার ইয়া মাজমুম হয়ে পূর্বে কাছরা হওয়ায় ইয়াকে ছাকিন করা হয়েছে। تَعَلِّيْنْ হয়েছে। এবার দুই ছাকিন একত্র হওয়ায় ইয়াকে হযফ করা হয়েছে। تَعَلٍّ বা تَعَلِّنْ হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রথমে اجوف এর এবং পরে ناقص এর কিছু صرف صغير ও কিছু صرف كبير নমুনাস্বরূপ দেয়া হল। শিক্ষক নিজে ছাত্রদের থেকে উভয় প্রকারের গর্দানগুলো মুখস্থ শোনবেন এবং কোথায় কি তা'লীল হল প্রশ্ন করবেন। তা ছাড়া ছাত্রদের মাঝে পরস্পরে প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠান করাবেন। সামনে مضاعفٌএর একটি صرف كبير নমুনাস্বরূপ লেখা হচ্ছে।

الصرف الكبير من المضاعف

بحث ماضى ومضارع ونفى تاكيد بلن

الذَّبُّ: من باب نصر ينصر দূরে সরিয়ে দেয়া (ذ ب ب)

بحث فعل ماضى مثبت مطلق معروف

ذَبَّ ذَبَّا ذَبُّوْا ذَبَّتْ ذَبَّتَا ذَبَبْنَ ذَبَبْتَ ذَبَبْتُمَا ذَبَبْتُمْ ذَبَبْتِ ذَبَبْتُمَا ذَبَبْتُنَّ ذَبَبْتُ ذَبَبْنَا

بحث فعل ماضى مطلق مجهول

ذُبَّ ذُبَّا ذُبُّوْا ذُبَّتْ ذُبَّتَا ذُبِبْنَ ذُبِبْتَ ذُبِبْتُمَا ذُبِبْتُمْ ذُبِبْتِ ذُبِبْتُمَا ذُبِبْتُنَّ ذُبِبْتُ ذُبِبْنَا

بحث فعل مضارع مثبت معروف

يَذُبُّ يَذُبَّانِ يَذُبُّوْنَ تَذُبُّ تَذُبَّانِ يَذْبُبْنَ تَذُبُّ تَذُبَّانِ تَذُبُّوْنَ تَذُبِّيْنَ تَذُبَّانِ تَذْبُبْنَ اَذُبُّ نَذُبُّ

بحث فعل مضارع مثبت مجهول

يُذَبُّ يُذَبَّانِ يُذَبُّوْنَ تُذَبُّ تُذَبَّانِ يُذْبَبْنَ تُذَبُّ تُذَبَّانِ تُذَبُّوْنَ تُذَبِّيْنَ تُذَبَّانِ تُذْبَبْنَ اُذَبُّ نُذَبُّ

بحث نفى تاكيد بلن معروف

لَنْ يَذُبَّ لَنْ يَذُبَّا لَنْ يَذُبُّوْا لَنْ تَذُبَّ لَنْ تَذُبَّا لَنْ يَذْبُبْنَ لَنْ تَذُبَّ لَنْ تَذُبَّا لَنْ تَذُبُّوْا لَنْ تَذُبِّيْ لَنْ تَذُبَّا لَنْ تَذْبُبْنَ لَنْ اَذُبَّ لَنْ نَذُبَّ

بحث نفى تاكيد بلن مجهول

لَنْ يُذَبَّ لَنْ يُذَبَّا لَنْ يُذَبُّوْا لَنْ تُذَبَّ لَنْ تُذَبَّا لَنْ يُذْبَبْنَ لَنْ تُذَبَّ لَنْ تُذَبَّا لَنْ تُذَبُّوْا لَنْ تُذَبِّيْ لَنْ تُذَبَّا لَنْ تُذْبَبْنَ لَنْ أُذَبَّ لَنْ نُذَبَّ

(১) ذُبَّ মূলত ذَبَبَ ছিল, مضاعف এর এক নং কায়দা অনুযায়ী এক জাতীয় দুই হরফ একত্র হয়ে উভয়টি মুতাহাররিক হওয়ায় প্রথমটিকে ছাকিন করে দ্বিতীয়টিতে ইদগাম করা হয়েছে। ذَبَّ হয়েছে।

(২) يَذُبُّ মূলত يَذْبُبُ ছিল, مضاعف এর ২নং কায়দা অনুযায়ী এক জাতীয় দু'টি মুতাহাররিক হরফ একত্র হয়ে পূর্বে ছাকিন হওয়ায় প্রথম হরফের হরকত পূর্বে নকল করে হরফ দু'টিকে পরস্পর ইদগাম করা হয়েছে। يَذُبُّ হয়ে গেছে।

(৩) لَمْ يَذُبَّ মূলত لَمْ يَذْبُبْ ছিল, مضاعف এর ৩নং কায়দা অনুযায়ী এক জাতীয় দু'টি হরফ একত্র হয়ে প্রথমটি মুতাহাররিক ও দ্বিতীয়টি ছাকিন হওয়ায় এবং এগুলোর পূর্বেও ছাকিন হওয়ায় প্রথমটির হরকত পূর্বে নকল করা হয়েছে। لَمْ يَذُبْبْ হয়েছে। এবার দু'টি হরফে ছহীহ এর উভয়টি ছাকিন হয়ে

যওয়ায় উচ্চারণ কঠিন হয়ে গেছে। তাই দ্বিতীয় হরফে ফাত্হা লাগিয়ে পরস্পরে ইদগাম করা হয়েছে। لَمْ يَذَبَّ হয়ে গেছে। কাছরা লাগিয়ে لَمْ يَذَبِّ এবং পূর্বে যম্মা আছে এ হিসাবে যম্মা লাগিয়ে لَمْ يَذَبُّ ও পড়া যেতে পারে। আবার ইদগাম না করে لَمْ يَذْبُبْ ও পড়া যায়েয।

(৪) ذَبَّ (أمر حاضر) মূলত اُذْبُبْ ছিল, তিন নং কায়দা অনুযায়ী প্রথম হরফের যম্মা পূর্বে নকল করা হয়েছে। এবার হামজাতুল ওয়াছলির প্রয়োজন না থাকায় হামজাকে হযফ করা হয়েছে। ذُبْبْ হয়েছে। তার পর দ্বিতীয় হরফে ফাত্হা লাগিয়ে ইদগাম করা হয়েছে। ذُبَّ হয়ে গেছে। কাছরা লাগিয়ে ذُبِّএবং পূর্বে যম্মা আছে এদিকে লক্ষ করে যম্মা লাগিয়ে ذُبُّ ও পড়া যেতে পারে। আবার মোটেও ইদগাম না করে اُذْبُبْ পড়াও জায়েয।

ইদগাম সম্পর্কিত
কতিপয় জরুরী বিষয়

(১) قاعدة : مضاعف এর মধ্যে এক জাতীয় দুই হরফ একত্র হলে যেসব পরিবর্তন করা হয় সেগুলো তিন ধরনের। যথা (ক) إدغام قياسى অর্থাৎ কায়দা ও নিয়ম অনুযায়ী ইদগাম। যথা- ذَبَّ যা মূলত ذَبَبَ ছিল।

(খ) حذف سماعى অর্থাৎ কায়দা ও নিয়মের উর্ধ্বে, আরববাসীগণ কোন কোন শব্দে এক জাতীয় দুই হরফের একটিকে হযফ করে দেন। অথচ এর জন্য কোন কায়দা নেই। যথা- ظَلْتُمْ যা মূলত ظَلِلْتُمْ ছিল, খেলাফে কিয়াছ প্রথম লামটিকে হযফ করে দেয়া হয়েছে।

(গ) إبدال سماعى অর্থাৎ কায়দা ও নিয়ম ব্যতিতই এক জাতীয় দুই হরফের একটিকে অন্য কোন হরফ দ্বারা বদল করে দেয়া। যথা-

أَمْلَيْتَ যা মূলত أَمْلَلْتَ ছিল। দ্বিতীয় লামটিকে খেলাফে কিয়াছ ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে।

(২) قاعدة ঃ দু'টি হরফকে ইদগাম করলে প্রথমটিকে مدغم এবং দ্বিতীয়টিকে مدغم فيه বলে।

(৩) قاعدة ঃ এক জাতীয় দুই হরফের যেমন ইদগাম করা হয় তেমনিভাবে দুটি قريب المخرج হরফ অর্থাৎ যে দুই হরফের মাখরাজ কাছাকাছি এমন দুটি হরফকেও পরস্পরে ইদগাম করা হয়। তবে এখানে ইদগাম শুধু পড়ার বেলায় হবে। লেখার বেলায় উভয় হরফই লিখতে হবে। যথা- وَجَدْتَّ শব্দটিকে পড়তে হবে وَجَتَّ এবং লিখতে হবে وَجَدْتَّ ।

(৪) قاعدة ঃ ক্বারীবুল মাখরাজ দু'হরফের প্রথমটি ছাকিন এবং দ্বিতীয়টি মুতাহাররিক হলে প্রথম হরফকে দ্বিতীয় হরফ দ্বারা বদল করে ইদগাম করতে হবে। যেমন- وَجَدتَّ এখানে 'দাল' (د) কে তা (ت)দ্বারা বদল করে ইদগাম করা হয়েছে।

(৫) قاعدة ঃ افتعال এর 'ফা' কালিমা যদি د–ذ–ز হয় তাহলে تاء الافتعال কে دال দ্বারা বদল করতে হবে। যেমন- اِزْدِحَامٌ –اِدِّعَاءٌ–اِذْدِخَارٌ এরা মূলত ادتعاء–اذتخار–ازتحام ছিল।

(৬) قاعدة ঃ افتعال এর ' فا ' কালিমা যদি (حروف الإطباق) অর্থাৎ ط ظ ض ص হয় তাহলে تاء افتعال কে "তোয়া" (ط) দ্বারা বদল করতে হবে। যথা- اِصْطَلَحَ –اِضْطَرَبَ –اِطَّلَعَ –اِظْطَلَمَ এরা মূলত اِظْتَلَمَ– اِصْتَلَحَ –اِضْتَرَبَ –اِطْتَلَعَ ছিল।

(৭) قاعدة ঃ تفعل এবং تفاعل এর "ফা" কালিমা যদি নিম্ন লিখিত এগার হরফের কোন একটি হয় তাহলে تفعل এবং تفاعل এর তাকে ঐ হরফ দ্বারা বদল করে ইদগাম করা জায়েয। হরফগুলো হল ت ث د ذ ز س ش ص ض ط ظ ইদগাম করার পর শুরুতে একটি "হামজাতুল ওয়াছ্‌ল্‌"ও যোগ করতে হয়। যেমন اِطَّهَّرَ - يَطَّهَّرُ - اِطَّهُّرًا এগুলো মূলত تَطَهَّرَ - يَتَطَهَّرُ - تَطَهُّرًا ছিল। এমনিভাবে اِثَّاقَلَ - يَثَّاقَلُ - اِثَّاقُلًا এগুলো মূলত تَثَاقَلَ - يَتَثَاقَلُ - تَثَاقُلًا ছিল ।

২য় অধ্যায়

اسم এর আলোচনা

আরবী اسم তিন প্রকার। যথা- مشتق- مصدر- جامد

جامد ঐ ইসম যে নিজেও কোন ছিগা হতে গঠিত নয় এবং তার থেকেও অন্য কোন ছিগা গঠিত হয় নি।

جامد তিন প্রকার। যথা- ثلاثي (১) رباعي (২) خماسي (৩)

তার পর প্রত্যেকটি আবার দু'প্রকার। যথা- مجرد ও مزيد فيه সুতরাং ইছমে জামেদ সর্বমোট ছয় প্রকারে দাঁড়াল।

(১) ثلاثي مجرد (২) ثلاثي مزيدفيه (৩) رباعي مجرد (৪) رباعي مزيدفيه (৫) خماسي مجرد (৬) خماسي مزيدفيه

ثلاثي مجرد ঐ ইসম যার মূল হরফ তিনটি হয় এবং কোন অতিরিক্ত হরফ থাকে না।

ছুলাছি মুজাররাদ সাধারনত দশ ওজনে ব্যবহৃত হয়। যথা-

فَلْسٌ পয়সা	فَرَسٌ ঘোড়া	كَتِفٌ কাঁধ	عَضُدٌ বাহু	حِبْرٌ জ্ঞানী
عِنَبٌ আঙ্গুর	إِبِلٌ উট	قُفْلٌ তালা	صُرَدٌ চড়ুই	عُنُقٌ গর্দান

ثلاثي مزيد فيه ঐ ইছম যার মধ্যে মূল হরফ তিনটি হয় এবং زائد হরফও থাকে। ছুলাছি مزيد فيه এর ওজন অসংখ্য।

যেমন- رُجَيْلٌ- جَامُوْسٌ- بِطِّيْخٌ

رباعي مجرد ঐ ইছম যার মধ্যে মূল হরফ চারটি এবং কোন অতিরিক্ত হরফ থাকে না। রুবাঈ মুজাররাদের ওজন পাঁচটি। যথা-

جَعْفَرٌ	دِرْهَمٌ	زِبْرِجٌ	بُرْثُنٌ	قِمَطْرٌ
একটি নাম	মুদ্রা	সুন্দর	বাঘের থাবা	থলে, সিন্দুক

رباعى مزيد فيه ঐ ইসম যার মধ্যে মূল হরফ চারটি এবং অতিরিক্ত হরফও থাকে।

رباعى مزيد فيه এর ওজন অতি নগণ্য, যথা- منجنوق যা مفعلول এর ওজনে এবং عنكبوت (মাকড়সা) যা فَعْلَلُوْلٌ এর ওজনে ব্যবহৃ হয়েছে।

خماسى مجرد- ঐ ইসম যার মধ্যে মূল হরফ পাচঁটি হয় এবং কোন অতিরিক্ত হরফ থাকে না। خماسى مجرد এর ওজন চারটি। যথা-

سَفَرْجَلٌ	قُذَعْمِلٌ	جَحْمَرِشٌ	قِرْطَعْبٌ
অম্ল ফল	স্বাস্থ্যবান উট	বৃদ্ধ মহিলা	স্বল্প ও সামান্য বস্তু

خماسى مزيد فيه ঐ ইসম যার মধ্যে মূল হরফ পাচঁটি হয় এবং অতিরিক্ত হরফও থাকে। خماسى مزيد فيه এর ওজন পাচঁটি। যেমন-

عَضْرَفُوْطٌ ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র-মতো	قَبَعْثَرَى বড় উট	قِرْطَبُوْسٌ মহাবিপদ	خَزَعْبِيْلٌ বাজেকথা	خَنْدَرِيْسٌ পুরনো মদ

فائدة ঃ স্মরণ রাখবে যে, কোন ইছমের মধ্যে অতিরিক্ত হরফ চারের অধিক হতে পারে না। আবার কোন ইছম সর্বমোট সাত হরফের বেশিও হয় না। তাহলে বোঝা গেল যে, ছুলাছি মযীদের মধ্যে সর্বাধিক চার হরফ পর্যন্ত زائد হতে পারে, তার অধিক নয়। যেমন–

حِمَارٌ	مِقْوَالٌ	مُسْتَنْصِرٌ	اِسْتِنْصَارٌ
অতিরিক্ত এক হরফ	অতিরিক্ত দুই হরফ	অতিরিক্ত তিন হরফ	অতিরিক্ত চার হরফ
(ا)	(م ا)	(م س ت)	(ا س ت ا)

এবং رباعى مزيد এর মধ্যে সর্বাধিক তিন হরফ পর্যন্ত زائد হতে পারে, যেমন-

قَنْفَخْرٌ، قُفَاخِرٌ	(م ت) مُتَدَحْرِجٌ	عَبَوْثَرَانٌ (وان)
(বড় দেহ)	গড়িয়ে পড়া ব্যক্তি	সুগন্ধি চারা গাছ

আর خماسى مزيد এ সর্বাধিক দু'হরফ পর্যন্ত অতিরিক্ত হবে, এর অধিক নয়। যেমন-(واو)অতিরিক্ত এক হরফ عَضْرَفُوْطٌ (الف يا)অতিরিক্ত দুই হরফ اِصْطَفْلِيْنَ গাজর।

المصدر

مصدر ঐ ইসম যার থেকে নির্গত হয়ে فعل অথবা اسم مشتق গঠিত হয়। যথা- الشرب থেকে شرب ফেয়েল ও شارب ইসমে ফায়েল ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। কাজেই الشرب ইছমটি ইছমে মাছদার হল।

ছুলাছি মুজাররাদের মাছদার বিভিন্ন ওজনে আসে, যা গণনা করলে পঞ্চাশ বা পঞ্চাশোর্ধে দাঁড়ায়। এগুলো সহজে আয়ত্তে আনার জন্য নিম্নে একটি নক্শা দেয়া হচ্ছে।

اوزان المصادر

الترتيب	اوزان	المصادر	المعانى	الابواب
١	فَعْلٌ	قتل	হত্যা করা	نصر
٢	فِعْل	فسق	নাফরমানী করা	نصر
٣	فُعْل	شكر	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা	نصر
٤	فَعْلَة	رحمة	দয়া করা	سمع
٥	فِعْلَة	نشدة	হারানো বস্তু পেয়ে যাওয়া	نصر
٦	فُعْلَةٌ	كدرة	ধুলায় আচ্ছন্ন হওয়া	سمع
٧	فَعِل	خنق	গলায় ফাঁসি দেয়া	نصر
٨	فَعَلَةٌ	غلبة	জয়ী হওয়া	ضرب
٩	فَعَل	طَلَبٌ	সন্ধান করা	نصر
١٠	فَعِلَةٌ	سَرِقَةٌ	চুরি করা	ضرب
١١	فِعَل	صغر	ছোট হওয়া	كرم

الترتيب	اوزان	المصادر	المعانى	الابواب
١٢	فُعَلٌ	هُدًى	পথ প্রদর্শন করা	ضرب
١٣	فَعَالٌ	ذهاب	যাওয়া	فتح
١٤	فِعَالٌ	قيام	দাঁড়ানো	نصر
١٥	فُعَالٌ	سؤال	চাওয়া, প্রশ্ন করা	فتح
١٦	فَعَالَةٌ	زهادة	সংযমী হওয়া	سمع
١٧	فِعَالَةٌ	دراية	জানা, অবগত হওয়া	ضرب
١٨	فُعَالَةٌ	بغاية	অনুসন্ধান করা	ضرب
١٩	فَعْلَى	دعوى	ডাকা, দাবি করা	نصر
٢٠	فِعْلَى	ذكرى	স্মরণ করা	نصر
٢١	فُعْلَى	بشرى	সু-সংবাদ দেয়া	نصر
٢٢	فَعْلَانٌ	ليان	দেনা আদায়ে অবহেলা করা	ضرب
٢٣	فِعْلَانٌ	حرمان	বঞ্চিত হওয়া	ضرب
٢٤	فُعْلَانٌ	غفران	ক্ষমা করে দেয়া	ضرب
٢٥	فَعَلَانٌ	نزوان	লাফ দেওয়া	نصر
٢٦	فعول	قبول	গ্রহণ করা, মেনে নেয়া	سمع
٢٧	فُعُوْلٌ	دخول	প্রবেশ করা	نصر
٢٨	فُعُوْلَةٌ	صهوبة	রক্তিমাভ লাল–সুন্দর হওয়া	سمع
٢٩	مَفْعَلٌ	مدخل	প্রবেশ করা	ضرب

الترتيب	اوزان	المصادر	المعانی	الابواب
٣٠	مَفْعِلٌ	ميسر	জুয়া খেলা	ضرب
٣١	مَفْعَلَةٌ	مَرْحَمَةٌ	দয়া করা	سمع
٣٢	مَفْعِلَةٌ	محمدة	প্রশংসা করা	سمع
٣٣	مَفْعُلَةٌ	مملكة	মালিক হওয়া	ضرب
٣٤	فَاعِلَةٌ	كاذبة	মিথ্যা বলা	ضرب
٣٥	مَفْعُوْلَةٌ	مكذوبة	মিথ্যা বলা	ضرب
٣٦	مَفْعُوْلٌ	مكذوب	মিথ্যা বলা	ضرب
٣٧	فَعْلُوْلَةٌ	قَيْلُوْلَةٌ	দ্বিপ্রহরে ঘুম যাওয়া	ضرب
٣٨	فُعُوْلَةٌ	جبورة	অহঙ্কার করা	نصر
٣٩	فَيْعُولَةٌ	كَيْنُوْنَةٌ	হওয়া	نصر
٤٠	فَعْلُوَةٌ	جَبْرُوَةٌ	অহঙ্কার করা	نصر
٤١	تَفْعَالٌ	تجوال	অধিক ঘোরা ফেরা করা	نصر
٤٢	تِفِعَّالٌ	تقطاع	অধিক কাটা	فتح
٤٣	فَعِيْلٌ	وَمِيْضٌ	বিজলি চমকে ওঠা	ضرب
٤٤	فَعِيْلَةٌ	قطيعة	আত্মীয়তা বিনষ্ট করা	فتح
٤٥	فَعَالِيَةٌ	كراهية	অপছন্দ করা	سمع
٤٦	فَعْلَاءُ	رغباء	আগ্রহ করা	سمع
٤٧	فَعْلَاتٌ	رَغْبَاتٌ	আগ্রহ করা	ضرب

الابواب	المعانى	المصادر	اوزان	الترتيب
نصر	আগ্রহ করা	رَغَبُوْتٌ	فَعَلُوْتٌ	٤٨
ضَرَبَ	ক্ষমতাবান হওয়া	ملكوت	فَعَلُوْةٌ	٤٩
نصر	আগ্রহ করা	رغبوتى	فَعَلُوْتَى	٥٠
ضرب	প্রচুর বিজয় লাভ করা	غلبى	فُعْلِّي	٥١
نصر	অনেক পথপ্রদর্শন করা	دليلى	فِعِّيْلَي	٥٢

(১) فائدة ঃ যে সব মাছদার ব্যবসা, শিল্প অথবা কারিগরী ইত্যাদির অর্থে ব্যবহৃত হয় সেগুলো فَعَالَةٌ বা فِعَالَةٌ এর ওজনে আসে, যেমন- دِبَاغَةٌ চামড়া পাকা করার ব্যবসা, حِجَامَةٌ রগ থেকে রক্ত বের করার ব্যবসা, حِيَاكَةٌ কাঁপড় বুননের ব্যবসা, خِيَاطَةٌ কাপড় সেলাইর ব্যবসা, كِتَابَةٌ লেখার ব্যবসা, وَلَايَةٌ ওকালত ব্যবসা।

(২) فائدة ঃ ছুলাছি মুজাররাদের "মাছদারে মীমী" (المصدر الميمى) প্রত্যেক باب থেকেই مَفْعَلٌ অথবা مَفْعِلٌ এর ওজনে আসে। যেমন- مقدَم বাবে نصر থেকে, অর্থ- আগমন করা। ضرب বাবে مضرِب হতে, অর্থ প্রহার করা। কখনও এগুলোর শেষে একটি ة যোগ করা হয়, যেমন محمِدة অর্থ প্রশংসা করা, مسئَلة অর্থ প্রশ্ন করা।

মূলত ছিল كيونونة , واو ও ياء একত্র হয়ে প্রথমটি সাকিন হওয়ায় واو কে ياء দ্বারা বদল করে ইদগাম করা হয়েছে। ফলে كينونة হয়েছে। তারপর تخفيف করে كينونة করা হয়েছে।

(৩) فائدة ঃ مرة অর্থাৎ "একবার" বোঝানোর জন্য মাছদার فَعْلَةٌ এর ওজনে এবং نوعية অর্থাৎ "এক প্রকার বা ধরন" বোঝানোর জন্য মাছদার فِعْلَة এর ওজনে ব্যবহৃত হয়। যেমন- ضَرْبَة অর্থ একবার প্রহার করা এবং ضِرْبَة এক প্রকারের প্রহার করা।

(৪) فائدة ঃ ছুলাছি মুজাররাদ ছাড়া অন্যান্য সকল বাবের জন্য পৃথক পৃথক নির্ধারিত وزن রয়েছে যা তোমরা এই কিতাবের ২য় খণ্ডে পড়েছ। যেমন- تفعيل - افعال ইত্যাদি। তবে বাবে تفعيل এর মাছদার কখনও নিম্ন লিখিত وزن সমূহেও আসে। যথা-

(১) تَفْعِلَةٌ যেমন - تجربة، يجرب، جرب

(২) تَفْعَالٌ যেমন - تكرارًا، يكرر، كرر

(৩) تِفْعَالٌ যেমন - تبيانا، يبين ، بين

(৪) فِعَّالٌ ও فِعَالٌ যেমন - كذابا ও كذابا - كذب، يكذب

এমনিভাবে বাবে فَعْلَلَةٌ এর মাছদার কখনও فِعْلَالٌ এর ওজনে আসে, যেমন- زلزل، يزلزل، زلزلا

المشتق

اسم مشتق ঃ - ইসমে মুশতাক ঐ ইসম যা মাছদার থেকে গঠিত হয় এমনভাবে যে, মাছদারের معنى ও مادة (মূল হরফগুলো এবং মূল অর্থ উভয়ই অপরিবর্তিত থাকবে)। কেবল صورة বা আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে একটি নতুন صورة বা আকৃতি ধারণ করবে। যেমন-রূপা দিয়ে অলঙ্কার

তৈরি করা হয়, এতে মূল রূপ ও তার মান ঠিক থাকে শুধু একটি নতুন আকৃতি সৃষ্টি হয়।

اقسام الاسم المشتق

ইসমে মুশতাক ছয় প্রকার।

(১) اسم فاعل (২) اسم مفعول (৩) اسم تفضيل (৪) اسم آلة

(৫) اسم ظرف (৬) صفة مشبهة

اسم فاعل ঃ ইসমে ফায়েল ঐ ইসম যা এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় যার দ্বারা কোন কাজ সঙ্ঘটিত হয়। যেমন- ضارب ইসমটি এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যার দ্বারা ضرب অর্থাৎ "প্রহার করা" কাজটি সঙ্ঘটিত হয়েছে। সুতরাং ضارب ইসমটি اسم فاعل ছুলাছি মুজাররাদের " ইসমে ফায়েল" مذكر এর জন্য فاعل, فاعلان , فاعلون এবং مؤنث এর জন্য فاعلة, فاعلتان, فاعلات এ ছয় ওজনে আসে, তাছাড়া مبالغة অর্থাৎ কোন কাজ অধিক পরিমাণে হওয়া বা করা বোঝানোর জন্য "ইছমে ফায়েল" নিম্নোক্ত وزن সমূহেও আসে। এগুলোকে "ইসমে ফায়েলে মুবালাগা" বলা হয়।

(১) فَعِلٌ যেমন حَذِرٌ অধিক সংযমী।

(২) فَعِيْلٌ যেমন عليم অধিক জ্ঞানী।

(৩) فَعُوْلٌ যেমন ضروب অধিক প্রহারকারী।

(৪) فَعَّالٌ যেমন اكال অধিক আহার গ্রহণকারী (পেটুক)।

(৫) فُعَّالٌ যেমন قطاع অধিক খণ্ড বিখণ্ডকারী।

(৬) مِفْعَلٌ - مِفْعَالٌ যেমন مجزم - مجزام অধিক খণ্ড,বিখণ্ডকারী।

(৭) مِفْعِيْلٌ যেমন منطيق অধিক আলাপী।

(৮) فِعِّيْلٌ যেমন شرير অধিক দুষ্ট।

(৯) فُعَلَةٌ যেমনضحكة অধিক হাসুক।

(১০) فُعَّلٌ যেমন قلب অধিক পরিবর্তন সৃষ্টিকারী।

(১১) فَيْعُوْلٌ যেমনقيوم সর্বনিয়ন্তা।

(১২) فُعُّوْلٌ যেমন قدوس পূত পবিত্র।

অধিক মুবালাগার উদ্দেশে শেষে তা যোগ করা হয়। যেমন- عَلَّامَةٌ - مِجْزَامَةٌ - فَرُوْقَةٌ

اسم مفعول ঃ - ইসমে মাফউল ঐ ইসম যা এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় যার উপর কোন কাজ সঙ্ঘটিত হয়। যথা- مضروب ইসমটি এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যার উপর ضرب সঙ্ঘটিত হয়েছে। সুতরাং مضروب ইসমটি "ইসমে মাফউল"। ইসমে মাফউলের নির্ধারিত ওজনসমূহ ছাড়া নিম্ন বর্ণিত ওজনগুলোও ব্যবহারে আসে। যেমন

(১) فَعُوْلٌ- رسول - (مرسل এর অর্থে,অর্থাৎ দূত)

(২) فَعِيْلٌ – جريح (مجروح এর অর্থে, অর্থাৎ আহত)

(৩) فُعَلَةٌ - ضحكة (مضحوك এর অর্থে)

(৪) فَعْلٌ - قبض (مقبوض এর অর্থে, অর্থাৎ ধৃত, কবজাকৃত)

(৫) فِعْلٌ - ذبح (مذبوح এর অর্থে অর্থাৎ জবাইকৃত)

(৬) فَاعِلٌ - كاتم (مكتوم এর অর্থে, অর্থাৎ গুপ্ত, লুকায়িত)

(৭) فَعْلٌ - سَلْبٌ (مسلوب এর অর্থে অর্থাৎ লুণ্ঠিত, অপহৃত)

اسم تفضيل ঃ اسم تفضيل ঐ ইসম যা এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় যার মধ্যে মাছদারের গুণটি অন্যের তুলনায় বেশি পাওয়া যায়। যথা- زيد اعلم من بكر যায়েদ বকরের তুলনায় অধিক জ্ঞানসম্পন্ন। এখানে اعلم ইসমটি এমন ব্যক্তিকে বোঝালো যার মধ্যে মাছদারের গুণটি অর্থাৎ علم অপরের তুলনায় বেশি আছে। কাজেই اعلم ইসমটি اسم تفضيل

ইসমে তাফযীল مذكر এর জন্য اَفْعَلُ - اَفْعَلَانِ - اَفْعَلُوْنَ - اَفَاعِلُ - এবং مؤنث এর জন্য فُعْلٰى - فُعْلَيَانِ - فُعْلَيَاتٌ - فُعَلٌ ওজনে ব্যবহৃত হয়।

قاعدة ঃ ইসমে তাফযীল ছুলাছি মুজাররাদ ছাড়া অন্য কোন 'বাব' থেকে আসে না, তবে যদি অন্য কোন 'বাব' থেকে تفضيل এর অর্থ প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে ঐ বাবের মাছদারের শুরুতে أَشَدُّ - أَقَلُّ - أَكْثَرُ এ ধরনের শব্দ যোগ করতে হয়, যেমন-

زَيْدٌ أَكْثَرُ اِجْتِهَادًا مِنْ بَكْرٍ যায়েদ বকরের তুলনায় অধিক সচেষ্ট।

قاعدة ঃ لون ও عيب অর্থাৎ কোন প্রকার রং ও দোষ প্রকাশক শব্দ أفعل এর ওজনে হলেও তা اسم تفضيل নয় বরং صفة مشبهة যেমন- أسود - أعور (কালা ও কানা) সুতরাং এ ধরনের শব্দে تفضيل এর অর্থ প্রকাশের প্রয়োজন হলে মাছদারের শুরুতে أشد - أكثر ইত্যাদি শব্দ যোগ করতে হবে। যথা أَشَدُّ سَوَادًا (অধিক কালো) أكثر عَوَارًا (অধিক কানা) ইত্যাদি।

اسم آلة ঃ 'ইসমে আলা' ঐ ইসম যা কোন কাজ সঙ্ঘটিত হওয়ার মাধ্যম বা হাতিয়ার বোঝায় 'ইছমে আলা' ছুলাছি মুজাররাদ ছাড়া অন্য কোন বাব থেকে আসে না। যেমন- مكتب লেখার হাতিয়ার, مفتاح খোলার হাতিয়ার (চাবি)।

ইছমে আলার ওজন-	واحد	تثنيه	جمع
* ছোট হাতিয়ারের জন্য-	مِفْعَلٌ	مِفْعَلَانِ	مَفَاعِلُ
* মাঝারি হাতিয়ারের জন্য-	مِفْعَلَةٌ	مِفْعَلَتَانِ	مَفَاعِلُ
* বড় হাতিয়ারের জন্য -	مِفْعَالٌ	مِفْعَالَانِ	مَفَاعِيْلُ

কখোন কখোন اسم آلة নিম্ন লিখিত ওজনসমূহেও আসে।

(১) فِعَالٌ যেমন نطاق কোমর বাঁধার হাতিয়ার (দোয়াল)

خياط সেলাই করার হাতিয়ার।

(২) مُفْعُلٌ যেমন ঃ منخل চালবার হাতিয়ার (চালনি)

اسم ظرف

اسم ظرف ঐ ইসম যা কোন কাজ সঙ্ঘটিত হওয়ার স্থান বা কাল বোঝায়। যেমন - مَضْرِبٌ প্রহার করার স্থান বা কাল। ছুলাছি মুজাররাদে ইছমে জরফের ওজন- مَفْعَلٌ - مَفْعِلٌ - مَفْعَلَانِ - مَفْعِلَانِ - مَفَاعِلُ

قاعدة ঃ বাবে نصر ينصر থেকে ব্যবহৃত কতিপয় ইছমে জরফ যা নিয়ম অনুযায়ী مفعل (بفتح العين) এর ওজনে আসা উচিত ছিল কিন্তু তা না হয়ে সেগুলো খেলাফে কিয়াছ مفعل এর ওজনে ব্যবহৃত হয়।

যেমন- مَسْجِدٌ، مَنْبِتٌ، مَغْرِبٌ، مَشْرِقٌ ইত্যাদি।

قاعدة ঃ ছুলাছি মুজাররাদ ছাড়া সকল বাবের ইছমে জরফ সে বাবের ইসমে মাফউলের ওজনে আসে। যথা- مُعَسْكَرٌ (সেনা নিবাস)।

صفة مشبهة

সিফাতে মুশাব্বাহা ঐ ইসম যা এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় যার মধ্যে মাছদারের গুণটি স্থায়িভাবে বিদ্যমান আছে। যেমন- سميع ইসমটি এমন ব্যক্তি বা সত্তাকে বোঝাবে যার মধ্যে سمع অর্থাৎ শ্রবণ করার গুণটি স্থায়ীভাবে বিদ্যমান। সুতরাং سميع ইসমটি ছিফাতে মুশাব্বাহা, কিন্তু سامع এটি ইসমে ফায়েল। ছিফাতে মুশাব্বাহা নয়। কেননা কোন ব্যক্তিকে سامع শুধু তখনই বলা হয় যখন সে বিশেষ কোন কথা শোনে বা শুনতে থাকে, তার পূর্বেও তাকে سامع বলা যায় না এবং তার পরেও না, তাহলে বোঝা গেল যে سامع এটি কোন স্থায়ী গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝায় না। কাজেই سامع ছিফাতে মুশাব্বাহা নয়, বরং ইছমে ফায়েল।

الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা اسم فاعل ও صفة مشبهة এর মাঝে এরূপ পার্থক্য বোঝা গেল যে اسم فاعل কোন অস্থায়ী গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় আর صفة مشبهة কোন স্থায়ী গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়।

ছুলাছী মুজাররাদ থেকে ছিফাতে মুশাব্বাহা বিভিন্ন ওজনে আসে, নিম্নে আঠাশটি ওজনবিশিষ্ট একটি নকশা দেয়া হল।

اوزان الصفة المشبهة

الترتيب	الاوزان	الصفات	المعانى	الابواب
١	فَعْلٌ	صعب	শক্ত, কঠিন, কর্কশ	كرم
٢	فِعْلٌ	صفر	খালি, শূন্য	سمع

الابواب	المعانى	الصفات	الاوزان	الترتيب
كرم	শক্ত, কঠিন, কর্কশ	صلب	فُعْلٌ	٣
كرم	ভালো, সুন্দর	حسن	فَعَلٌ	٤
كرم	খশখশে	خشن	فَعِلٌ	٥
سمع	বুদ্ধিমান, হুঁশিয়ার	ندس	فَعُلٌ	٦
ضرب	খণ্ড-বিখণ্ড গোশত	زيم	فِعَلٌ	٧
ضرب	মোটা মহিলা	بلز	فِعِلٌ	٨
ضرب	নির্দয় রাখাল	حطم	فُعَلٌ	٩
كرم	অপবিত্র	جنب	فُعُلٌ	١٠
.....	লাল বর্ণ	احمر	اَفْعَلُ	١١
ضرب	অহঙ্কারী উত্তেজিত মহিলা	حيدى	فَعَلٰى	١٢
سمع	পিপাসিত	عَطْشَانٌ	فَعْلَانٌ	١٣
سمع	বিবস্ত্র, উলঙ্গ	عُرْيَانٌ	فُعْلَانٌ	١٤
كرم	বড়, মহান	كابر	فَاعِلٌ	١٥
نصر	সর্দার, প্রধান	سيد	فَيْعِلٌ	١٦
كرم	ভীরু, ভীতু	جبان	فَعَالٌ	١٧
.....	সাদা বর্ণের উট	هجان	فِعَالٌ	١٨

الابواب	المعانى	الصفات	الاوزان	الترتيب
كرم	বীর সাহসী	شجاع	فُعَالٌ	١٩
كرم	শক্তিহীন	وضاع	فَعَّالٌ	٢٠
كرم	বড়, মহান	كبار	فُعَّالٌ	٢١
كرم	উদার, মহান, দয়ালু	كريم	فَعِيْلٌ	٢٢
نصر و ضرب	মর্যাদাবোধসম্পন্ন	غيور	فَعُوْلٌ	٢٣
سمع	পিপাসার্ত মহিলা	عطشى	فَعْلٰى	٢٤
سمع	গর্ভবতী মহিলা	حبلى	فُعْلٰى	٢٥
سمع	প্রাণী, জীব	حيوان	فَعَلَانٌ	٢٦
....	লাল বর্ণের মহিলা	حمراء	فَعْلَاءُ	٢٧
ضرب	দশমাসের গর্ভবতী উটনী	عُشَرَاءُ	فُعَلَاءُ	٢٨

خاصيات الابواب

خاصيات (خاصية) অর্থ বৈশিষ্ট্য। علم صرف এর পরিভাষায় বাবের خاصية এমন কিছু গুণগত অর্থকে বলে যা আভিধানিক অর্থ বহির্ভূত হয় অথবা প্রত্যেক বাবের বিশেষ গুণাবলীকে সে বাবের খাছিয়াত বলে। যেমন বাবে كرم এর একটি বিশেষ গুণ হল لزوم অর্থাৎ এ বাবে ব্যবহৃত যে শব্দই হোক এবং তার আভিধানিক অর্থ যাই হোক তা অবশ্যই لازم হবে। এ বাবের কোন শব্দ متعدى হতে পারবে না।

خاصية باب نصر ينصر

نصر ينصر বাবের প্রসিদ্ধ খাছিয়াত مغالبة অর্থাৎ مفاعلة এর পর نصر ব্যবহৃত হয়ে দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে একের উপর অন্যের প্রবলতা ও প্রাধান্য প্রকাশ করবে। যথা - خاصمنى زيد فخصمته যায়েদ আমার সাথে ঝগড়া করেছে আর আমি ঝগড়ায় তার উপর প্রবলতা ও প্রাধান্য লাভ করেছি অর্থাৎ জয়ী হয়েছি।

خاصية باب ضرب يضرب

ضرب يضرب বাবের খাছিয়াত ও مغالبة তবে বাবে ضرب তে 'মুগালাবার' খাছিয়াত শুধু তখনই হবে যদি মিছাল অথবা আজওয়াফে ইয়ায়ী অথবা নাকেছে ইয়ায়ী হয়। যেমন-
بايعنى زيد فبعته জায়েদ আমার সাথে বেচাকেনা করেছে। আর আমি বেচা-কেনায় তার উপর প্রাধান্য লাভ করেছি।
قاعدة ঃ স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি বাবে ضرب র ছীগাটি اجوف বা مثال يائى অথবা ناقص يائى না হয়ে অন্য কিছু হয়। অথচ مغالبة প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকে বাবে نصر হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। যেমন- يضاربنى زيد فَاَضْرُبُهُ জায়েদ আমার সংগে মারপিট করে আর আমি মারপিটে তার উপর জয়লাভ করে থাকি।

خاصية باب سمع يسمع

(১) বাবে سمع يسمع অধিকতর لازم হয় এবং متعدى খুবই কম হয়।

(২) এবং নিম্নবর্ণিত শব্দসমূহ বাবে سمع হতে অধিক ব্যবহৃত হয়।

(ক) রোগ-ব্যাধির শব্দ। যেমন- مرض- سقم অসুস্থ হল।

(খ) খুশি-আনন্দের শব্দ। যেমন- فرح আনন্দিত হলো।

(গ) দুঃখ-বেদনার শব্দ। যেমন- حزن চিন্তিত হলো।

(ঘ) রং ও দোষের শব্দ। যেমন- كدر ময়লা ও মাটি বর্ণের হয়ে গেল।

عور অন্ধ হয়ে গেল।

(ঙ) শারীরিক আকৃতির শব্দ। যেমন بلج প্রশস্ত ভ্রুযুক্ত হলো।

خاصية باب فتح يفتح

বাবে فتح يفتح হতে শুধু এমন সব শব্দই ব্যবহৃত হবে যেগুলোর "আইন" কালিমা অথবা "লাম" কালিমা হরফে হালকী (حلقى) হয়, যেমন منع বাধা দিল। سلخ চামড়া তুলে ফেলল। جحد অস্বীকার করল। ذهب চলে গেল ইত্যাদি। তবে أبى يأبى এবং ركن يركن এ শব্দ দুটি ব্যতিক্রম।

قاعدة ঃ মনে রাখবে কোন শব্দ বাবে فتح হতে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য আইন অথবা লাম কালিমা হরফে হালকী হওয়া জরুরী। কিন্তু তাই বলে কোন ছীগার আইন অথবা লাম কালিমা হরফে হালকী হলেই তা বাবে فتح হতে ব্যবহৃত হওয়া মোটেও জরুরী নয়। কথা দু'টির পার্থক্য খুব ভাল করে বুঝবে এবং মনে রাখবে। যেমন وسع يسع এখানে ل কালিমা "হরফে হালকী" অথচ বাবে ফাতাহা হতে ব্যবহৃত হয়নি।

خاصية باب كرم يكرم

(১) বাবে كرم يكرم সর্বদা لازم হয়, কখনো متعدى হয় না।

(২) বাবে كرم হতে ব্যবহৃত শব্দসমূহ সৃষ্টিগত গুণের অর্থ দেয়, চাই তা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিগত গুণ হোক। যেমন حسن সে সৃষ্টিগতভাবে সুন্দর ও সুশ্রী হয়েছে। অথবা সৃষ্টিগত গুণের সমতুল্য হোক। অর্থাৎ গুণটি যদিও সৃষ্টিগত নয় বরং পরে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিগত গুণের মতই স্থায়ী ও বদ্ধমূল হয়ে গেছে। যেমন- فقه সে জ্ঞানী হয়েছে। অথবা সৃষ্টিগত গুণের অনুরূপ হোক। অর্থাৎ এ গুণটি যদিও সৃষ্টিগত নয় এবং স্থায়ী ও নয় কিন্তু এ ধরনের গুণ সৃষ্টিগত ও স্থায়ী হয়ে থাকে। যেমন- طهر সে পবিত্র হয়েছে। جنب সে অপবিত্র হয়েছে। এখানে তার পবিত্রতা ও অপবিত্রতাটি যদিও জন্মগত ব্যাপার নয়, কিন্তু বহু জিনিস এমন রয়েছে যেগুলো জন্মগতভাবেই পবিত্র বা অপবিত্র হয়।

خاصية باب حسب يحسب

বাবে حسب হতে শুধুমাত্র সীমিত সংখ্যক কতিপয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। যথা- نعم বিলাসী জীবনের অধিকারী হলো। وبق ধ্বংস হলো ومق বন্ধুত্ব স্থাপন করলো। وفق ঐকমত্য পোষণ করলো। وثق ভরসা করলো। ورث মালিক হলো। ورع সংযমী হলো। ورم স্ফীত হলো,ফুলে গেলো। ورى আগুন জ্বালাবার পাথর হতে আগুন বের করলো। ولى নিকটবর্তী হলো। وغر – وحر নিকটবর্তী হলো। بله নির্বোধ হলো। وهل মনে কিছু ধারণার বা কল্পনার উদয় হলো, মনে মনে কিছু ভাবলো। وعم কারো জন্য নেয়ামত প্রাপ্তির দোয়া করল। وطئ পদদলিত করল। পা দ্বারা পিষে ফেলল। يئس নিরাশ হলো। يبس শুকিয়ে গেল।

خاصية باب الإفعال

বাবে إفعال এর ১৫টি খাছিয়াত। যথা-

(১) تعديه অর্থাৎ ছুলাছী মুজাররাদে যা لازم ছিল বাবে إفعال এ এসে তা متعدى হয়ে যাবে। এবং যা এক মাফউল বিশিষ্ট متعدى ছিল তা দুই মাফউল বিশিষ্ট হয়ে যাবে। আর যা দুই মাফউল ছিল, তা তিন মাফউলের দিকে متعدى হয়ে যাবে। যেমন خرج زيد যায়েদ বের হল। أخرجت زيدا জায়েদকে বের করে দিয়েছি। لبست قميصا জামা পরেছি। ألبست زيدا قميصا জায়েদকে জামা পরিয়ে দিয়েছি। علمت زيدا شريفا জায়েদকে ভদ্র জেনেছি। اعلمت راشدا زيدا شريفا রাশেদকে জানিয়েছি যে জায়েদ ভদ্র।

(২) تصيير - কোন কিছুকে مأخذ ওয়ালা বানিয়ে দেয়া। যেমন أشركت النعل আমি জুতাকে ফিতাওয়ালা বানিয়েছি, অর্থাৎ জুতায় ফিতা লাগিয়েছি। এখানে أشركت ফেয়েলের مأخذ হলো شِرَاكٌ (ফিতা)।

(৩) إلزام - অর্থাৎ ছুলাছি মুজাররাদে যা متعدى ছিল বাবে افعال এ এসে তা لازم হয়ে যাবে। যেমন أحمد زيد জায়েদ প্রশংসাযোগ্য হয়ে গেল। অথচ ثلاثى مجرد এ حمد অর্থ প্রশংসা করল।

(৪) تعريض - অর্থাৎ কোন কিছুকে مأخذ এর স্থানে নিয়ে যাওয়া। যেমন أبعت الفرس এখানে أبعت ফেয়েলটির مأخذ হলো بيع (বিক্রি করা)। تعريض এর খাছিয়াত হিসাবে أبعت ফেয়েলটির অর্থ হবে বিক্রির স্থানে নিয়ে গেলাম।

(৫) وِجدان - অর্থাৎ কোন কিছুকে مأخذ এর সাথে গুণান্বিত পাওয়া। যেমন أبخلت زيدا এখানে أبخلت ফেয়েলটির مأخذ হলো بخل (কৃপণতা)। وجدان এর খাছিয়াত অনুযায়ী বাক্যটির অর্থ হবে আমি জায়েদকে কৃপণতার গুণে গুণান্বিত পেয়েছি অর্থাৎ কৃপণ পেয়েছি।

(৬) سلب - অর্থাৎ কোন কিছু থেকে مأخذ কে দূরে সরিয়ে দেয়া। سلب দুই প্রকার। যদি ফেয়েলটি لازم হয় তাহলে سلب ফায়েল থেকে হবে। যেমন أقسط زيد এখানে أقسط ফেয়েলটি لازم আর তার مأخذ হল قُسُوطٌ (যুলুম)। বাক্যটির অর্থ হবে জায়েদ নিজ সত্তা থেকে যুলুমকে সরিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ কারো উপর যুলুম করা থেকে বিরত থেকেছে, আর যদি ফেয়েলটি متعدى হয় তাহলে سلب মাফউল থেকে হবে। যেমন شَكَىٰ زَيْدٌ জায়েদ অভিযোগ করেছে। فأشكيته আমি তার অভিযোগ দূর করে দিয়েছি। অর্থাৎ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি। فاشكيته বাক্যটিতে مفعول থেকে سلب হয়েছে।

(৭) إعطاء المأخذ - (এভাবেও বলা যায় الإعطاء للمأخذ) অর্থাৎ مأخذ এর জন্য কাউকে কিছু দেয়া। যেমন- أشويته اللحمَ এখানে ফেয়েলটির مأخذ হলো شوى (ভুনা করা)। কাজেই বাক্যটির অর্থ হবে আমি তাকে ভুনা করার জন্য গোস্ত দিয়েছি। যদি এমন অর্থ করা হয় যে, আমি তাকে ভুনাকৃত গোস্ত দিয়েছি তাহলে ভুল হবে।

(৮) بلوغ অর্থাৎ مأخذ এ প্রবেশ করা বা পৌঁছা। بلوغ তিন প্রকার। যথা-

(১) بلوغ زمانى (২) بلوغ مكانى (৩)بلوغ عددى

(১)"বুলুগে যামানী" যেমন- أصبح زيد জায়েদ সকাল বেলায় পৌঁছেছে।

(২) "বুলুগে মাকানী" যেমন أعرق راشد এখানে أعرقফেয়েলটির مأخذ হলো عراق-বাক্যটির অর্থ হবে রাশেদ ইরাকে পৌঁছেছে। "বুলুগে আদাদী" (বিশেষ কোন সংখ্যায় গিয়ে পৌঁছা)। যেমন أعشرت الدراهم দিরহামগুলো বৃদ্ধি পেয়ে দশ সংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছেছে।

(৯) صيرورة - ছাইরুরাত তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা

(ক) مأخذ ওয়ালা হয়ে যাওয়া। যেমন- ألبنت الشاة বকরী দুধওয়ালী হয়ে গেছে। এখানে مأخذ হলো لبن (দুধ)।

(খ) مأخذ এর গুণে গুণান্বিত কোন কিছুর মালিক হওয়া। যেমন أجرب الرجل লোকটি খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত উটের মালিক হয়েছে। এখানে أجرب ফেয়েলটির مأخذ হলো جرب (অর্থ- খোস পাঁচড়া) আর এ গুণে গুণান্বিত উটের মালিক হয়েছে ব্যক্তিটি। সুতরাং এখানে صيرورة এর দ্বিতীয় অর্থ পাওয়া গেল।

(গ) مأخذ এর মধ্যে কোন কিছুর মালিক বা সাথী হওয়া। যেমন أخْرفت الشاة অর্থাৎ খরীফ মৌসুমে (হেমন্ত কালে) বকরী বাচ্চাওয়ালী হয়েছে। এখানে أخرفت ফেয়েলটির مأخذ হলো خريف অর্থাৎ হেমন্ত কাল, আর এ খরীফের মধ্যে বকরী বাচ্চার মালিক হয়েছে, সুতরাং صيرورة এর তৃতীয় অর্থ পাওয়া গেল।

(১০) لياقة - অর্থাৎ مأخذ এর উপযোগী হওয়া। যথা- ألام الرئيس অর্থাৎ সরদার তিরস্কার ও মালামাতের উপযোগী হয়েছে। مأخذ হলো لوم (তিরস্কার)।

(১১) حَيْنُوْنَةٌ - অর্থাৎ কোন কিছু مأخذ এর সময়সীমায় পৌঁছে যাওয়া। যেমন أحصد الزرع ফসল কাটার সময়সীমায় পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ ফসল কাটার সময় হয়ে গেছে। أحصد ফেয়েলটির مأخذ হলো حَصاد (ফসল কাটা)।

(১২) مبالغة - অর্থাৎ পরিমাণ অথবা অবস্থার দিক দিয়ে مأخذ এর আধিক্য বর্ণনা করা। যেমন أثمر النخل খেজুর গাছ অধিক পরিমাণে ফলনশীল হয়েছে, أسفر الصبح প্রভাত খুব উজ্জ্বল হয়েছে, প্রথম বাক্যে পরিমাণের দিক দিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্যে অবস্থার দিক দিয়ে مبالغة প্রকাশ করা হয়েছে।

(১৩) إبْتِدَاءٌ - অর্থাৎ কোন ফেয়েল বাবে 'ইফআলে' এমন কোন নতুন অর্থে ব্যবহৃত হওয়া যা 'ছুলাছী মুজাররাদে' ছিল না। যেমন- أشفق ভয় পেলো, ছুলাছি মুজাররাদে এ অর্থ ছিল না, বরং সেখানে شفقة অর্থ দয়া ও অনুগ্রহ। أقسم কছম খেলো বা শপথ করল, অথচ ছুলাছী মুজাররাদে قسم শব্দটি تقسيم অর্থাৎ বণ্টন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১৪) موافقة - অর্থাৎ এক বাব অন্য বাবের অনুরূপ অর্থ দেয়া। বাবে إفعال বিভিন্ন বাবের অনুরূপ অর্থ দেয়। যেমন-

(ক) موافقة مجرد যথা- أدجى الليل- دجى الليل উভয় বাবের অর্থ একই- রাত অন্ধকার হয়েছে।

(খ) موافقة تفعيل যথা- كفره - أكفره বাক্য দুটির একই অর্থ- তাকে কুফুরীর দিকে নিছবত করেছে অর্থাৎ কাফির বলেছে।

(গ) موافقة تفعل যথা- تخبيت القميص - أخبيت القميص অর্থাৎ আমি জামাটিকে তাঁবু বানিয়ে নিয়েছি, এখানে مأخذ হলো خباء মানে তাঁবু।

(ঘ) موافقة استفعال যথা- استعظمته - أعظمته আমি তাঁকে মহৎ মনে করেছি।

(১৫) مطاوعة - অর্থাৎ এক বাবের ছীগার পর অন্য বাবের ছীগা এসে একথা বোঝানো যে মাফউল তার ফায়েলের أثر বা প্রভাবটি গ্রহণ করেছে। বাবে إفعال এ দু'ধরনের مطاوعة হয়।

(ক) مطاوعة ثلاثى مجرد যেমন كببته فأكب আমি তাকে উপুড় করে ফেলে দিয়েছি। সে উপুড় হয়ে পড়ে গেছে।

(খ) مطاوعة باب تفعيل যেমন- بشرته فأبشر আমি তাকে আনন্দের সংবাদ শুনিয়েছি আর সে আনন্দিত হয়েছে।

فائدة ঃ- মনে রাখতে হবে যে, مطاوعة এর খাছিয়াত হল, বাবে إفعال লাযেম হিসেবে ব্যবহৃত হবে, যদিও বাস্তবে তা متعدى হয়। উপরের দুটি উদাহরণের প্রতি লক্ষ করলেই কথাটি পরিষ্কার বুঝা যাবে।

خاصية باب التفعيل

এ বাবের ১৩টি খাছিয়াত

(১) تعدية যেমন- فرح زيد জায়েদ আনন্দিত হয়েছে। আর বাবে تفعيل হতে فرحت زيدا অর্থ হলো আমি জায়েদকে আনন্দিত করেছি।

(২) تصيير - যেমন وترت القوس - قوس অর্থ কামান (ধনুক)। আর وترت ফেয়েলের مأخذ হলো وتر অর্থাৎ কামানের তার। تصيير এর খাছিয়াত হিসেবে বাক্যটির অর্থ হবে-আমি ধনুকটিকে তারওয়ালা বানিয়েছি, অর্থাৎ ধনুকে তার লাগিয়েছি।

(৩) سلب - অর্থাৎ مأخذ কে দূর করে দেয়া, যেমন- قذيت عينه এখানে ফেয়েলটির مأخذ হলো قذى অর্থাৎ আবর্জনা, سلب এর খাছিয়াত হিসেবে বাক্যটির অর্থ হবে-আমি তার চোখ থেকে আবর্জনা দূর করে দিয়েছি।

(৪) صيرورة - অর্থাৎ مأخذ ওয়ালা হয়ে যাওয়া। যেমন نَوَّرَ الشَّجَرُ এখানে نور ফেয়েলটির مأخذ হলো نَوْرٌ যার অর্থ ফুল বা ফুলের কলি, صيرورة এর খাছিয়াত হিসেবে বাক্যটির অর্থ হবে গাছটি ফুল অথবা ফুলের কলিযুক্ত হয়েছে, অর্থাৎ ফুল ফুটেছে অথবা ফুলের কলি এসেছে।

(৫) بلوغ - অর্থাৎ مأخذ এর মধ্যে প্রবেশ করা অথবা পৌঁছা, যেমন- خيم زيد জায়েদ তাঁবুতে প্রবেশ করেছে, عمق راشد রাশেদ কথার গভীরে পৌঁছেছে, অর্থাৎ কথাটি যথাযথ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। عمق ফেয়েলটির مأخذ হলো عمق অর্থাৎ গভীরতা।

(৬) مبالغة - অর্থাৎ مأخذ এর আধিক্য বর্ণনা করা। مبالغة আবার তিন প্রকার। যথা-

(ক) ফেয়েলের মধ্যে مبالغة যেমন- صرح الأَمْر বিষয়টি খুব প্রকাশ পেয়েছে।

(খ) ফায়েলের মধ্যে مبالغة যেমন موت الإِبل বহু উট মরে গেছে।

(গ) মাফউলের মধ্যে مبالغة যেমন- قطعت الثياب বহু সংখ্যক কাপড় কেটেছি।

فائدة ঃ - বাবে تفعيل এ মুবালাগার খাছিয়াতটি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

(৭) نسبة إلى المأخذ -অর্থাৎ مأخذ এর সাথে কোন কিছুর সম্পর্ক প্রকাশ করা। যেমন فسقت زيدا আমি যায়েদকে পাপাচারের সাথে সম্পর্কিত করেছি। অর্থাৎ তাকে فاسق বলেছি।

(৮) إلباس المأخذ - অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে مأخذ পরিয়ে দেয়া। যেমন- جللت الفرس আমি ঘোড়ার গায়ে পোশাক পরিয়ে দিয়েছি। এখানে مأخذ হলো جل (অর্থাৎ ঘোড়া বা হাতির গায়ের ঢিলে-ঢালা পোশাক।

(৯) تخليط المأخذ ঃ- অর্থাৎ مأخذ দ্বারা কোন কিছুকে প্রলেপ দেয়া বা আস্তর করা। যেমন- ذهبت السيف আমি তরবারীটিকে স্বর্ণ দ্বারা প্রলেপ দিয়েছি, সাজিয়েছি।

(১০) تحويل - অর্থাৎ কোন কিছুকে مأخذ বানিয়ে ফেলা অথবা ماخذ এর মত বানিয়ে ফেলা। প্রথমটির উদাহরণ نصر زيد راشدا যায়েদ রাশেদকে নাছারা বানিয়ে ফেলেছে, দ্বিতীয়টির উদাহরণ خيمت الرداء আমি চাদরটিকে তাঁবুর মত বানিয়ে ফেলেছি। প্রথম বাক্যে مأخذ হলো نصارى (খ্রিস্টান) আর দ্বিতীয় বাক্যে خَيْمَةٌ (তাঁবু)।

(১১) قصر - অর্থাৎ সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে কোন مركب হতে একটি ছোট কালিমা তৈরি করে নেয়া। যেমন- هلل সে لا إله إلا الله পড়েছে। سبح সে سبحان الله পড়েছে।

(১২) موافقة - অর্থাৎ দু'টি বাব সম অর্থ প্রকাশক হওয়া। বাবে تفعيل বিভিন্ন বাবের موافقة করে।

(ক) موافقة إفعال যেমন- أتمر – تمر ভিজা খেজুর শুকিয়ে গেছে।

(খ) موافقة مجرد যেমন- تمرته – تمرته আমি তাকে খেজুর দিয়েছি।

(গ) موافقة تفعل যেমন- تترس – ترس ঢালটি কাজে লাগিয়েছে। এখানে ترس হলো مأخذ অর্থ ঢাল।

(১৩) ابتداء - নতুন অর্থ সৃষ্টি হওয়া যা ছুলাছী মুজাররাদে ছিল না। যেমন- كلمته আমি তার সংগে কথা বলেছি অথচ ثلاثى মুজাররাদে كلم অর্থঃ- জখম করা, ক্ষত করা। جرب পরীক্ষা করেছে অথচ ثلاثى মুজাররাদে جرب অর্থ খোস পাঁচড়ায় আক্রান্ত হল।

خاصية باب تفعل

এবাবের ১১ টি খাছিয়াত

(১) مطاوعة تفعيل - অর্থাৎ বাবে تفعيل এর পর বাবে تفعل এসে একথা বুঝাবে যে মাফউল ফায়েলের أثر গ্রহণ করেছে। مطاوعة এর দুটি অবস্থা।

(ক)আবশ্যিকভাবে أثر গ্রহণ করবে, যেমন- قطعته فتقطع আমি তা কেটে ফেলেছি, আর তা কেটে গেছে। কোন কিছু কেটে ফেললে তা কেটেই যায়, এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।

(খ) أثر গ্রহণ করেছে অথচ গ্রহণ না করাও সম্ভব ছিল। যেমন ঃ- علمته فتعلم আমি তাকে শিখিয়েছি আর সে শিখেছে, এখানে শিখা না শিখা উভয়টিই সম্ভব ছিল।

(২) تكلف - অর্থাৎ বাস্তবে مأخذ হাছিল না থাকা সত্ত্বেও হাছিল আছে দেখানোর জন্য লৌকিকতার আশ্রয় নেয়া। যেমন- تكوف زيد জায়েদ (লৌকিকতা করে) কুফাবাসী সেজেছে। تجوع راشد রাশেদ ক্ষুধার্ত সেজেছে।

(৩) تجنب - অর্থাৎ مأخذ থেকে বিরত থাকা যেমন- تحوب زيد জায়েদ গুনাহ থেকে বিরত থেকেছে। مأخذ হলো حُوْبٌ (অর্থঃ- গুনাহ)।

(৪) لبس المأخذ - অর্থাৎ مأخذ পরিধান করা। যেমন- تختم زيد জায়েদ আংটি পরেছে। خاتم হলো مأخذ অর্থ আংটি।

(৫) تعمل - অর্থাৎ مأخذ কে কাজে লাগানো। যেমন-تدهن তৈল ব্যবহার করেছে, تخيم তাঁবু কাজে লাগিয়েছে, অর্থাৎ তাঁবু দাঁড় করিয়েছে,تترس ঢাল কাজে লাগিয়েছে অর্থাৎ ব্যবহার করেছে مأخذ হলো ترس অর্থাৎ ঢাল।

(৬) اتخاذ - ইত্তেখাজের কয়েকটি অর্থ। যেমন- مأخذ বানানো, কোন কিছুকে مأخذ বানানো, مأخذকে নেয়া, مأخذ এর মাঝে কিছু নেওয়া, ماخذ বানানো, যথা-تبوب দরজা বানিয়েছে। مأخذ হলো باب -কোন কিছুকে বানানো যথা- توسد الحجر পাথরকে বালিশ বানিয়েছে। مأخذ কে নেয়া যথা- تجنب এখানে مأخذ হলো جنب অথবা جانب মানে এক পক্ষ বা এক দিক। ফেয়েলের অর্থ হবে সে এক পক্ষ নিল, এক দিক হয়ে গেল। مأخذ এর মধ্যে কোন কিছুকে নেয়া। যথা- تأبط الصبى এখানে ফেয়েলের مأخذহলো إبط মানে বগল, অর্থ হবে সে বাচ্চাটিকে বগলে নিয়ে নিল।

(৭) تدريج - অর্থাৎ কোন কাজ ধীরে ধীরে করা। যেমন تجرع الماء সে ধীরে ধীরে পান করেছে। تحفظ অল্প অল্প মুখস্থ করেছে।

(৮) تحول - অর্থাৎ مأخذ হয়ে যাওয়া অথবা مأخذ এর মত হয়ে যাওয়া। যেমন- تنصر খ্রিস্টান হয়ে গেছে। تبحر – بحر এর (সমুদ্রের) মত হয়ে গেছে।

(৯) صيرورة - অর্থাৎ مأخذ ওয়ালা হয়ে যাওয়া। যেমনঃ- تمول মালওয়ালা (সম্পদশালী) হয়ে গেছে।

(১০) موافقة - বাবে باب تفعل কয়েকটি বাবের موافقة করে।

(১) موافقة مجرد যেমন- قبل و تقبل গ্রহণ করেছে, (২) موافقة إفعال যেমন- أبصر وتبصر দেখেছে, (৩) موافقة تفعيل যেমন- كذبه وتكذبه তাকে মিথ্যুক বলেছে, (৪) موافقة استفعال যেমনتحوج واستحوج প্রয়োজন ব্যক্ত করেছে।

(১১) ابتداء - এখানে ইব্তেদার দুটি ছুরত। (ক) ছুলাছী মুজাররাদে শব্দটির আদৌ ব্যবহার ছিল না। (খ) ব্যবহার ছিল কিন্তু অন্য অর্থে ছিল। প্রথমটির মিছাল تشمس সূর্যের আলোতে বসেছে। শব্দটি ثلاثى মুজাররাদের কোন বাব থেকে ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয়টির মিছাল تكلم কথা বলেছে। ছুলাছী মুজাররাদের বাব থেকে كلم আহত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

خاصية باب المفاعلة

এবাবের ৭ টি খাছিয়াত

(১) مشاركة - অর্থাৎ দুই ব্যক্তি পরস্পর মিলে এমন ভাবে কোন কাজ করা যে প্রত্যেকের কাজটি অপরের উপর গিয়ে পতিত হয় অর্থাৎ দু'জনের প্রত্যেকে فاعل ও হয় এবং مفعول ও হয়। অবশ্য عبارة এর মধ্যে একজনকে فاعل এবং অপরজনকে مفعول বানানো হবে। যেমন- قاتل زيد راشدا জায়েদ ও রাশেদ পরস্পর মারামারি করেছে অর্থাৎ জায়েদ রাশেদকে মেরেছে এবং রাশেদও যায়েদকে মেরেছে।

(২) موافقة مجرد - যেমন-.سافر ও سفر ভ্রমণ করেছে।

(৩) موافقة إفعال - যেমন باعدته ও أبعدته আমি তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

(৪) موافقة تفعيل - যেমন ضاعفته ও ضعفته আমি তাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছি।

(৫) موافقة تفاعل- যেমন شاتم زيد راشدا এবং تشاتم زيد و راشد যায়েদ ও রাশেদ পরস্পর গালাগালি করেছে।

(৬) تصيير ঃ- কোন বস্তুকে مأخذ ওয়ালা বানিয়ে দেয়া। যেমন عافاك الله অর্থাৎ جعلك الله ذا عافية আল্লাহ তোমাকে عافية ওয়ালা ও সুস্থ বানিয়ে দিন। এখানে مأخذ হলো عافية মানে সুস্থতা।

(৭) ابتداء ঃ- নতুন অর্থ সৃষ্টি হওয়া যা ছুলাছী মুজাররাদে ছিল না যেমন قاسى زيد যায়েদ ধৈর্যধারণ করেছে অথচ ছুলাছী মুজাররাদে قَسْوَةٌ অর্থ কঠিন।

خاصية باب التفاعل

এবাবের ৭ টি খাছিয়াত

(১) تشارك -বাবে মুফায়ালার مشاركة এবং বাবে তাফাউলের تشارك একই বিষয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, مفاعلة এর মধ্যে দু'ব্যক্তির একজনকে ফায়েল এবং অপরজনকে মাফউল হিসেবে দেখানো হয়। আর বাবে تفاعل এ উভয়কে ফায়েল হিসেবে দেখানো হয়। অথচ বাস্তবে এখানেও উভয়ে ফায়েল ও মাফউল হয়। যেমন- تشاتم زيد وراشد যায়েদ ও রাশেদ পরস্পরে গালাগালি করেছে।

(২) شركة - অর্থাৎ দু'ব্যক্তি মিলে যৌথভাবে কোন কাজ এমনভাবে করা যে, প্রত্যেকে শুধু فاعلই হবে। দু'জনের কেউ مفعول হবে না। বরং মাফউল তৃতীয় কিছু হবে। যেমন ترافعا شيئا তারা দু'জনে মিলে একটি বস্তু উত্তোলন করেছে।

(৩) تخييل - অর্থাৎ مأخذ নিজের মধ্যে বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান আছে এরূপ ধারণা দেয়া। যেমন- تمارض زيد যায়েদ নিজেকে রোগী সাজিয়েছে (অথচ সে সুস্থ)।

فائدة ঃ- মনে রাখতে হবে যে,বাবে تفعل এর খাছিয়াত تكلف এবং এখানে বাবে تفاعل এ বর্ণিত تخييل উভয় ক্ষেত্রেই مأخذ হাছিল না থাকা সত্ত্বেও হাছিল আছে বলে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। তবে পার্থক্য এই যে, تخييل এর মধ্যে مأخذ টি প্রিয়বস্তু ও কাম্য হয় না। শুধু প্রয়োজনের খাতিরে বানোয়াট করা হয়।

(৪) مطاوعة مفاعلة بمعنى الإفعال ঃ- অর্থাৎ বাবে مفاعلة এর যে ছীগা বাবে إفعال এর অর্থ দেয় এমন মুফায়ালার পর বাবে تفاعل এর ছীগা এসে একথা বুঝাবে যে, ফায়েলের أثر টি মাফউল কবুল করেছে। যেমন- باعدته فتباعد আমি তাকে সরিয়ে দিয়েছি আর সে দূরে সরে গেছে। (এখানে প্রথম

ফেয়েলটি বাবে مفاعلة এর ছীগা, যা বাবে إفعالএর অর্থ দেয়, কেননা باعدته এবং أبعدته উভয়ের একই অর্থ)।

(৫) موافقة مجرد যেমন- علا وتعالى (উভয়ের একই অর্থ) উঁচু হয়েছে।

(৬) موافقة إفعال - أيمن وتيامن অর্থাৎ ইয়েমেন দেশে প্রবেশ করেছে।

(৭) ابتداء যেমন - تبارك الله ছুলাছী মুজাররাদে برك অর্থ উট বসেছে।

فائدة ঃ বাবে مفاعلة তে যে ফেয়েলটি দু'মাফউলের দিকে متعدى হয় বাবে تفاعل এ এসে সেটি এক মাফউলের দিকে متعدى হবে, আর সেখানে যে ফেয়েলটি এক মাফউলের দিকে متعدى হয় تفاعل এ এসে সেটি لازم হয়ে যাবে। যেমন- جاذبت زيدا ثوبا আমি জায়েদের কাপড় টেনে ধরেছি, আর تجاذبت أنا وزيد ثوبا বাবে تفاعل হতে এর অর্থ হবে আমি ও জায়েদ মিলে একটি কাপড় টেনে ধরেছি। লক্ষ করলেই দেখবে প্রথম বাক্যে মাফউল দুটি ছিল। দ্বিতীয় বাক্যে এসে একটি হয়ে গেছে। এমনিভাবে قاتلت زيدا এখানে মাফউল একটি আর বাবে تفاعل হতে تقاتلت أنا وزيد এখানে মোটেও মাফউল নেই।

خاصية باب الافتعال

এ বাবের ৬ টি খাছিয়াত

(১) اتخاذ ঃ- বাবে তাফয়ীলের মত এখানেও ইত্তেখাজের ৪ টি অর্থ হবে। যেমন- مأخذ বানানো, কোন কিছুকে مأخذ বানানো, مأخذ কে নেয়া, مأخذএর মধ্যে কোন কিছুকে নেয়া।

مأخذ বানানো, যেমন- اجتحر এখানে جحر হলো مأخذ মানে ছিদ্র, তাহলে ফেয়েলটির অর্থ হবে সে ছিদ্র বানিয়েছে। কোন কিছুকে مأخذ বানানো, যেমন- اغتذى الشاة এখানে غذاء – مأخذ মানে খাদ্য। বাক্যটির অর্থ হবে সে বকরিটিকে খাদ্য বানিয়েছে। مأخذ কে নেয়া, যেমন- اجتنب

এখানে مأخذ হলো جنب অথবা جانب মানে এক দিক, এক পক্ষ। ফেয়েলটির অর্থ হবে সে এক পক্ষ নিয়েছে।

مأخذ এর মধ্যে কোন কিছুকে নেয়া। যেমন- إعتضده এখানে مأخذ হলো عضد মানে 'বাহু'। সুতরাং ফেয়েলটির অর্থ হবে- সে তাকে বাহুতে নিলো।

২. تصرف : مأخذ হাসিল করার জন্য চেষ্টা করা। যেমন- اكتسب (সে উপার্জনের চেষ্টা করলো)। এখানে مأخذ হলো كسب অর্থ উপার্জন করা।

৩. تخيير : নিজের জন্য কাজ করা। যেমন- اكتال (সে নিজের জন্য মেপেছে)। এখানে مأخذ হলো كيل অর্থ মাপা।

৪. مجرد -এর مطاوعة : যেমন- غممته (আমি তাকে চিন্তিত করেছি) فاغتم (ফলে সে চিন্তিত হয়ে গেছে।)

৫. موافقة : باب الافتعال কয়েকটি বাবের موافقة করে।

ক. مجرد -এর موافقة যেমন- بلج = ابتلج (প্রশস্ত ভ্রুযুক্ত হলো)

খ. إفعال -এর موافقة যেমন- أحجز = احتجز (হেজাজে প্রবেশ করলো)

গ. تفعل -এর موافقة যেমন- تردى = ارتدى (চাদর পরিধান করলো)

ঘ. تفاعل -এর موافقة যেমন- تخاصم زيد وبكر = اختصما (যায়েদ ও বকর পরস্পর ঝগড়া করলো)

ঙ. استفعال -এর موافقة যেমন- استأجر = ائتجر (মজুরি চেয়েছে)

৬. ابتداء যেমন- استلم (চুম্বন করেছে)। অথচ ছুলাছী মুজাররাদে سلم অর্থ রক্ষা পাওয়া, মুক্তি পাওয়া।

خاصية باب الاستفعال

এবাবের ১০টি খাছিয়াত

১. طلب : مأخذ এর সন্ধান করা বা مأخذ কে চাওয়া। যেমন-استطعم (সে খানা চেয়েছে) مأخذ হলো طعام (খানা)

২. لياقت : কোন কিছু مأخذ এর উপযোগী হওয়া। যেমন- استرقع الثوب (কাপড়টি তালি লাগাবার উপযোগী হয়েছে)। এখানে مأخذ হচ্ছে رقعة (তালি)

৩. وجدان: مأخذ এর গুণে গুণান্বিত হওয়া। যেমন- استكرمته (তাকে দয়া ও দানের গুনে গুনান্বিত পেয়েছি।) مأخذ হলো كرم (দয়া দান)

৪. حسبان: مأخذ এর গুণে গুণান্বিত ধারণা করা। যেমন- استحسنته আমি তাকে নেক ধারণা করেছি।

৫. تحول: কোন বস্তু مأخذ হয়ে যাওয়া অথবা مأخذ এর মত হয়ে যাওয়া। যেমন-استحجر الطين (কাদা পাথর হয়ে গেলো অথবা পাথরের মত হয়ে গেলো) استنوق الجمل (উটটি দুর্বল হয়ে উটনীর মত হয়ে গেলো)।

৬. اتخاذ : ক. কোন কিছুকে مأخذ বানানো। যেমন- استوطن الهند (সে হিন্দুস্তানকে وطن বানালো)

খ. مأخذ কে নেয়া বা مأخذ এর মধ্যে কোন কিছু নেয়া। যেমন- استملك الدار (বাড়িটিকে নিজের মালিকানায় নিলো)

৭. قصر সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে কোন مركب থেকে একটি ছোট কালিমা বানিয়ে নেয়া। যেমন- استرجع (সে إنا لله وإنا إليه راجعون পড়লো।)

৮. مطاوعة إفعال: বাবে إفعال এর পর বাবে استفعال এর ছীগা এসে একথা বুঝাবে যে ফায়েলের আছর মাফউল কবূল করেছে। যেমন- أقمته (আমি তাকে দাঁড় করিয়েছি) فاستقام (সে দাঁড়িয়ে গেছে।)

৯. موافقة: باب استفعال কয়েকটি বাবের موافقة করে।

ক. مجرد موافقة যেমন- قر = استقر (থেমে গেছে, স্থির হয়ে গেছে)

খ. إفعال موافقة যেমন- أجاب= استجاب (জবাব দিয়েছে, গ্রহণ করেছে)

গ. تفعل موافقة যেমন- تكبر= استكبر (অহংকার করেছে)

ঘ. افتعال موافقة যেমন- اعتصم = استعصم (আকড়ে ধরেছে)

১০. ابتداء যেমন- استعان (দেহের নিম্নাংশের পশম পরিষ্কার করেছে) مأخذ হলো عَانَةٌ এ অর্থটি এখানে নতুন। হ্যা যদি 'সাহায্য চেয়েছে' অর্থ করা হয় তাহলে ابتداء এর খাছিয়াত হবে না। কেননা ছুলাছী মুজাররাদে عون (সাহায্য) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

خاصية باب الانفعال

এবাবের সাতটি খাছিয়াত

(১) لزوم - অর্থাৎ এবাবটি সর্বদা লাযেম হবে। যেমন- انصرف ফিরে এসেছে। অথচ ছুলাছী মুজাররাদ হতে صرف ফেয়েলটি মুতা'আদ্দী যার অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছে।

(২) علاج - অর্থাৎ বাবে انفعال হতে শুধুমাত্র ঐ সকল ফেয়েলই ব্যবহৃত হবে যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়।

قاعدة ঃ- উপরোক্ত দুটি খাছিয়াত অর্থাৎ لزوم ও علاج বাবে انفعـــال এর জন্য বাধ্যতামূলক।

(৩) مطاوعة ثلاثى مجرد - যেমন- كسرته আমি উহা ভেঙ্গে ফেলেছি আর فانكسر তা ভেঙ্গে গেছে।

(৪) مطاوعة باب إفعال যেমন- أغلقت الباب আমি দরজা বন্ধ করে ফেলেছি। فانغلق দরজাটি বন্ধ হয়ে গেছে।

(৫) موافقة - বাবে انفعال দুটি বাবের موافقة করে, বাবে سمع ও বাবে إفعال বাবে سمع এর মিছাল- انبلج – بلج প্রশস্ত ভ্রুযুক্ত হয়েছে। বাবে إفعال এর মিছাল- أحجز وانحجز সে হেজায পৌঁছেছে।

(৬) বাবে انفعال এর "ফা" কালিমা لام – ميم – نون – ا এবং হরফে লীন হয় না, কারণ নূনে انفعال এর সাথে এ হরফগুলো মিলে শব্দটির উচ্চারণকে কঠিন বানিয়ে দিবে। তাই 'ফা' কালিমায় এধরনের হরফ থাকলে বাবে انفعال এর

পরিবর্তে বাবে افتعال থেকে ব্যবহার করতে হয়। যেমন- نقله – فانتقل

رفعه – فارتفع তবে انمحى মিটে গেল এবং انماز পৃথক হয়ে গেল। এগুলোকে

شاذ বা ব্যতিক্রম বলা হবে। কারণ শব্দ দুটি "ফা" কালিমায় ميم থাকা সত্ত্বেও

বাবে انفعال হতে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৭) ابتداء - যেমন- انطلق চলে গেছে। অথচ ছুলাছী মুজাররাদ হতে طلق

বাবে كرم - طلاقة - হাসি মুখ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

خاصية باب الافعيعال

এবাবের খাছিয়াত ৪টি

(১) لزوم ঃ- অধিকাংশ সময় লাযেম হয়। যেমন- اخشوشن খুব শক্ত বা কঠিন হয়েছে। মুতাআদ্দী খুব কমই হয়। যেমন- اِعْرَوْرَيْتُهٗ আমি তার উপর বিবস্ত্র পিঠ অবস্থায় সওয়ার হয়েছি অর্থাৎ ঘোড়াটি তখন খোলা পিঠে ছিল, مأخذ – عرى অর্থাৎ বিবস্ত্র ঘোড়া। বাবে افعيعال খুব নগন্য সংখ্যক মুতাআদ্দী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- احلوليته আমি তাকে সুস্বাদু ও মিঠা ধারণা করেছি। مأخذ – حلو মানে মিঠা।

(২) مبالغة ঃ- مأخذ এর আধিক্য বর্ণনা করা। যেমন- اعشوشبت الأرض জমি প্রচুর ঘাসযুক্ত হয়েছে। مأخذ হলো عشب মানে ঘাস।

(৩) مطاوعة مجرد ঃ- যেমন- ثنيته فاثْنَوْنَى আমি উহা ভাজ করেছি আর তা ভাজ হয়ে গেছে।

(৪) موافقة استفعال ঃ- যেমন- واستحليته – احلوليته আমি উহাকে মিঠা ধারণা করেছি। শেষোক্ত দুটি খাছিয়াত বাবে افعيعال এ খুব কমই ব্যবহৃত হয়।

خاصية باب الافعلال والافعيلال

এ বাবের খাছিয়াতগুলো যৌথ। অর্থাৎ নিম্ন বর্ণিত ৪ টি খাছিয়াত উভয় বাবের জন্য প্রযোজ্য।

প্রথম দুটি অর্থাৎ مُبالغلة ও لزوم অবশ্যই থাকবে। আর সাথে عيب ও لون এ দুটির কোন একটি থাকতে হবে। যেমন- احمر অধিক লাল হয়েছে, اشهاب অধিক সাদা হয়েছে, احول ও احوال অধিক পরিমাণে টেরাচক্ষুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

خاصية باب الافعوال

এ বাবের ওজনটিকে مقتضب বলা হয়। মুক্বতাযাব ইছমে মাফউলের ছিগা, মাছদার اقتضاب মানে কর্তন করা বা কাটছাট করা। ছরফের পরিভাষায় مقتضب ঐ শব্দকে বলা হয় যার কোন أصل অথবা مثل الأصل থাকে না এবং তা হরফে ইলহাক ও হরফে জায়েদ (للمعنى) থেকে খালি হয়। অর্থাৎ অন্য কোন শব্দের সমওজন বানানোর উদ্দেশ্যে কোন হরফ বৃদ্ধি করা হয়নি এবং নতুন কোন অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন অতিরিক্ত হরফ বাড়ানো হয়নি। আর এধরনের শব্দকে مقتضب বলার কারণ এটাই যে, তার কোন أصل বা مثل الأصل নেই। যেমন- اجلوذ - (على وزن افعول) শব্দটি এমন যে তার কোন اصل নেই। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে তার মূল ধাতু হয়তো جلذ হবে। তারই উপর হরফে জায়েদ যোগে اجلوذ বানানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, কেননা ছুলাছী মুজাররাদে جلذ বলতে কোন أصل বা মূল ধাতু নেই, সুতরাং اجلوذ এ শব্দটি مقتضب বা কাটাছাটা ওজনের মূলশূন্য শব্দ।

خاصية باب فعللة (بعثر)

এ বাবের খাছিয়াত অসংখ্য যা গণনা করা যায় না বা কঠিন, নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ খাছিয়াত দেয়া হচ্ছে-

(১) قصر - যেমন- بسمل - بسم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم অর্থাৎ بسم الله الرحمن الرحيم পড়লো।

(২) إلباس অর্থাৎ مأخذ পরিয়ে দেয়া। যেমন- برقعته আমি তাকে বোরকা পরিয়ে দিয়েছি।

(৩) مطاوعة لنفس الباب অর্থাৎ বাবে فعلل এর পর এ বাবেরই আরেকটি ছীগা এসে এ কথা বুঝাবে যে ফায়েলের أثر টি মাফউল গ্রহণ করেছে। যেমন- غطرش الليل بصره فغطرش রাতের অন্ধকার তার দৃষ্টি শক্তিকে লুকিয়ে দিয়েছে, ফলে তার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গেছে।

فائدة :- বাবে فعلل অধিকতর صحيح অথবা مضاعف হয়, যেমন- زلزل- مهموز وسوس খুব কম হয়। যেমন- بلئذ সে পলায়ন করেছে, ভেগে গেছে كزفأ الله السحاب আল্লাহ পাক মেঘগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দিলেন।

خاصية باب التفعلل

এ বাবের খাছিয়াত দু'টি

(১) مطاوعة فعلل যেমন- دحرجته আমি উহাকে নড়বড়ে করে দিয়েছি। فتدحرج ফলে তা নড়বড়ে হয়ে গেছে।

(২) اقتضاب অর্থাৎ কখনো কখনো বাবে افعوال এর ন্যায় বাবে تفعلل এ ব্যবহৃত শব্দাবলীও مقتضب হয়। মানে ছুলাছী মুজাররাদে তার কোন أصل বা মূল ধাতু পাওয়া যায় না। যেমন- تهبرس সে অহংকারের সাথে চলেছে। এ ফেয়েলটির কোন মূল ধাতু ছুলাছী মুজাররাদে পাওয়া যায় না। তাই এটি مقتضب ।

خاصية باب الافعنلال

এ বাবের খাছিয়াত দু'টি

(১) لزوم (২) مطاوعة فعلل প্রথমটি অর্থাৎ لازم হওয়া অনিবার্য। আর দ্বিতীয়টি যখন হবে সাথে مبالغة ও থাকবে। যেমন ثعجرته আমি তার রক্তপাত করেছি فاثعنجر সে প্রচুর রক্তপাতগ্রস্থ হয়েছে।

خاصية باب الافعللال

এ বাবের খাছিয়াত তিনটি

(১) لزوم ঃ- এ খাছিয়াতটি বাধ্যতামূলক।

(২) مطاوعت فعلل ঃ- যেমন- طمأنته আমি তাকে প্রশান্তি দিয়েছি فاطمأن ফলে সে প্রশান্ত হয়ে গেছে।

(৩) اقتضاب অর্থাৎ ছুলাছী মুজাররাদে তার কোন আসল বা মূল ধাতু থাকে না, যেমন- اكفهر النجم তারকা উজ্জ্বল হয়ে গেছে। ছুলাছী মুজাররাদে এ ফেয়েলটির কোন মূল নেই। তাই এটি مقتضب।

ফায়দাঃ- যে সকল বাব ملحقات এর অন্তর্ভূক্ত, সেগুলোর খাছিয়াত হুবহু ملحق به এর অনুরূপ হবে। সুতরাং সেগুলোর জন্য ভিন্ন কোন খাছিয়াত থাকবে না। অবশ্য ملحقات এর বাবগুলোতে এক প্রকার مبالغة পাওয়া যাবে যা ملحق به এর মধ্যে নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

ثلاثي مجرد এর باب মোট ছয়টি
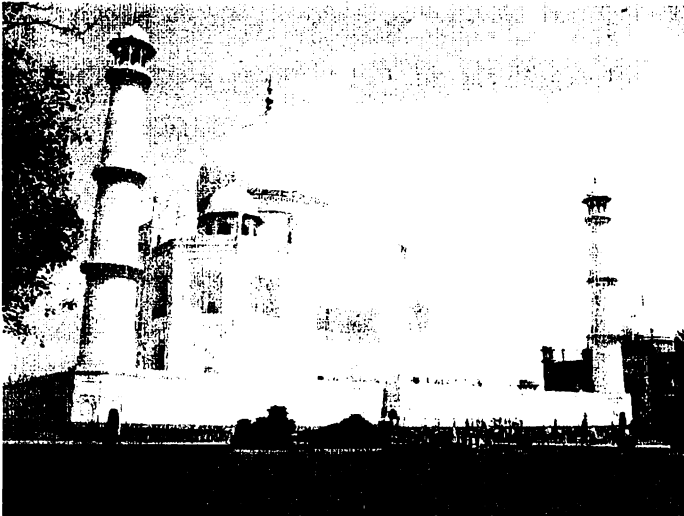
الباب الأول

نصر ينصر على وزن فعل يفعل

এই বাবের আলামত হচ্ছে ماضي এর ع কালিমা مفتوح ও مضارع এর ع কালিমা مضموم হওয়া।

المصدر — النصر- والنصرة সাহায্য করা, শক্তি জোগানো,

الصرف الصغير من باب نصر ينصر

نصر ينصر نصرا ونصرة فهو ناصر ونُصرينصر نصرا ونصرة فهوّ منصور الأمر منه انصر والنهى عنه لا تنصر الظرف منه مَنْصَرٌ والآلة منه مِنْصرمنصرة ومنصار وتثنيتهما منصران ومنصران والجمع منهما مَنَاصِرُ وَمَنَاصِيْرُ أفعل التفضيل منه أنْصَر والمؤنث منه نُصْرٰى وتثنيتهما أنْصَران ونُصْرَيَانِ والجمع منه أنصَرُوْن وأناصِر ونُصَرُ ونُصْرَيَاتٌ.

الباب الثانى

ضرب يضرب على وزن فعل يفعل

এই বাবের আলামত হচ্ছে ماضي এর ع কালিমায় فتحة এবং مضارع এর ع কালিমায় كسرة হওয়া।

المصدر—الضرب والضربان প্রহার করা, দৃষ্টান্ত পেশ করা, ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করা।

الصرف الصغير من باب ضرب يضرب

ضرب يضرب ضربا وضربانا .... الخ

الباب الثالث

سمع يسمع على وزن فعل يفعل

এই বাবের আলামত হচ্ছে ماضي এর ع কালিমা مكسور এবং مضارع এর ع কালিমা مفتوح হওয়া। المصدر - السمع والسماع শ্রবণ করা, মান্য করা, আনুগত্য করা।

الصرف الصغير من باب سمع يسمع

سمع يسمع سمعا وسماعا .... الخ

الباب الرابع

فتح يفتح على وزن فعل يفعل

এই বাবের আলামত হচ্ছে ما ضي এবং مضارع উভয়ের ع কালিমা مفتوح হওয়া। المصدر- الفتح খোলা, জয় লাভ করা।

الصرف الصغير من باب فتح يفتح

فتح يفتح فتحا ...... الخ

বিঃ দ্রঃ কোন ছীগা বাবে فتح يفتح হতে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ع কালিমা কিংবা ل কালিমায় الحرف الحلقى থাকা আবশ্যক। যেমন هتانا অপবাদ দেয়া। তবে মনে রাখতে হবে যে কোন ছীগার ع কালিমা কিংবা ل কালিমায় الحرف الحلقى হলেই তা বাবে فتح يفتح থেকে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক নয়। যেমন- وسع يسع এখানে ل কালিমায় حرف حلقى থাকা সত্ত্বেও তা বাবে فتح يفتح থেকে ব্যবহৃত হয়নি।

আরও মনে রাখতে হবে যে, এই শর্ত শুধু صحيح এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। معتل বা مضاعف এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্ত নেই। যেমন- أبى يأبى

الباب الخامس

كرم يكرم على وزن فعل يفعل

এই বাবের আলামত হচ্ছে ماضي ও مضارع উভয়ের ع কালিমা مضموم হওয়া।

المصدر الكرم والكرامة মহান হওয়া, বড় হওয়া

الصرف الصغير من باب كرم يكرم

كرم يكرم كرما وكرامة ...... الخ

বিঃ দ্রঃ এই বাবটি সর্বদা لازم হয়। তবে ل কিংবা ب অব্যয় যোগে مجهول ও مفعول এর ছীগা তৈরী হতে পারে। যেমন- كرم به তাকে সম্মান করা হয়েছে।

টিকাঃ- যে فعل শুধু فاعل কে নিয়ে সন্তুষ্ট مفعول به দাবী করে না তাকে فعل لازم বলে। আর যে فعل শুধু فاعل কে নিয়ে সন্তুষ্ট নয় বরং مفعول به দাবী করে তাকে فعل متعدى বলে।

الباب السادس

حسب يحسب على وزن فعل يفعل

এই বাবের আলামত হচ্ছে ماضي ও مضارع উভয়ের ع কালিমা مكسور হবে।

المصدر - الحسب والحسبان ধারণা করা, মনে করা, গণনা করা।

الصرف الصغير من باب حسب يحسب

حسب يحسب حسبا وحسبانا ...... الخ

বিঃ দ্রঃ এই বাব থেকে শুধু صحيح এর ছীগাই ব্যবহৃত হয়, معتل বা مضاعف ইত্যাদির ছীগা ব্যবহৃত হয় না। এ বাবটি سمع يسمع থেকেও ব্যবহৃত হয়।

ثلاثي مزيد فيه এর আলোচনা

ثلاثي مزيد فيه ঐ كلمة কে বলে যা ثلاثي مجرد এর মধ্যে কোন হরফ বৃদ্ধির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।

ثلاثي مزيد فيه দুই প্রকার। যথাঃ- (১) ملحق (২) غير ملحق বা مطلق

ملحق এর পরিচয়ঃ-

ملحق ঐ ثلاثي مزيد فيه কে বলে যার ثلاثي مجرد এর মাঝে হরফ বৃদ্ধির কারণে رباعي এর ওজনের সাথে মিলে যায় এবং ملحق به এর অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ প্রদান করে না। যেমন- جلبب

উদাহরণের বিশ্লেষণঃ-جلبب ছীগাটি ثلاثي مجرد এ جلب ছিল। যার অর্থ হলো টানা বা আকর্ষণ করা। এরপর তার মাঝে একটি হরফ ب বৃদ্ধি করা হয়েছে, ফলে رباعي এর ওজন بعثر এর সাথে মিলে গেছে। باب بعثر এর একটি خاصية হচ্ছে إلباس ফলে جلبب এর মাঝেও إلباس এর অর্থ এসে গেছে এবং جلبب এর অর্থ দাঁড়িয়েছে- চাদর কিংবা পোশাক পরিধান করানো।

যেহেতু جلبب ছীগাটি رباعي এর ওজনের সঙ্গে মিলে গেছে আর তার মাঝে শুধু رباعي এর অর্থই পাওয়া গেছে তাই একে ملحق برباعى বলে।

غير ملحق বা مطلق এর আলোচনাঃ

غير ملحق বা مطلق দুই প্রকার। যথাঃ-

১. همزة الوصل বা হামজাতুল ওয়াছল যুক্ত।

২. بغير همزة الوصل বা হামজাতুল ওয়াছল মুক্ত।

همز ة الوصل এর সাত বাব। যথাঃ-

প্রথম বাব افتعال

আলামতঃ- এই বাবের আলামত হচ্ছে যে তার ফা কালিমার পরে একটি অতিরিক্ত 'তা' আসে। যেমন - الاجتناب বিরত থাকা।

تصريفه : اجتنب يجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب يجتنب اجتنابا فهو مجتنب الأمر منه اجتنب والنهى عنه لا تجتنب والظرف منه مجتنب.

নিয়ম কানুনঃ

এই বাব এবং رباعي مجرد ومزيد فيه ও ثلاثي مزيد فيه এর সকল বাবের ماضي مجهول এর ছীগার সকল হরফ مضموم হয়ে থাকে। শুধু মাত্র শেষ হরফের পূর্বের হরফ مكسور হয় আর ছাকীন তার নিজস্ব অবস্থায় বহাল থাকে। যেমন- اجتنب ছীগাটির মাঝে ا ও ت উভয়ই مضموم হয়েছে। আর ج - سكون অবস্থায় বহাল রয়েছে।

همزة الوصل সম্পর্কিতঃ- এই বাব এবং همزة الوصل যুক্ত সকল বাবের ماضي منفي এর মধ্যে همزة الوصل দুই ছাকিন এর মাঝে আসার কারণে তা পড়ে যায়। আর এই কারণে ما ও لا এর ألف ও পড়ে যায়। ফলে لا اجتنب - ما اجتنب - لااستنصر- ما استنصر - لاانفطر - ماانفطر ইত্যাদি পড়া হয়।

اسم فاعل সম্পর্কিতঃ এই বাব এবং رباعى ও ثلاثى مزيد فيه এর সকল বাবের اسم فاعل তার مضارع معروف এর ওজনে তৈরি হবে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে علامة المضارع এর স্থলে একটি ميم مضمومة যোগ করতে হবে এবং শেষ হরফের পূর্বের হরফে কাছরা না থাকলে কাছরা দিতে হবে।

اسم مفعول সম্পর্কিতঃ اسم مفعول গুলো اسم فاعل এর মতই তৈরি হয়। তবে শেষ হরফের পূর্বের হরফে ফাতহা দিতে হয়।

اسم الظرف সম্পর্কিতঃ- এই সমস্ত বাবের اسم الظرف - اسم مفعول এর ওজনেই তৈরি হয়ে থাকে।

اسم الآلة واسم التفضيل সম্পর্কিতঃ এই সমস্ত বাব হতে اسم الآلة واسم التفضيل এর ছীগা তৈরি হয় না। তবে যদি اسم الآلة এর অর্থ প্রয়োজন

হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট مصدر এর সঙ্গে مابه শব্দটি যোগ করতে হবে। যেমন- ما به الاجتناب - ما به الامتياز - ما به الافتخار ইত্যাদি। আর যদি এসব বাব হতে اسم التفضيل এর অর্থ আদায়ের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সংশ্লিষ্ট مصدر কে منصوب রেখে তার পূর্বে أشد শব্দটি যোগ করতে হয়। যেমন- أشد امتيازا أشد اجتنابا أشد افتخارا ইত্যাদি।

রং ও দোষের অর্থ প্রকাশক ثلاثى مجرد এর مصدر সম্পর্কিতঃ- রং ও দোষের অর্থ প্রকাশক ثلاثى مجرد এর যে সমস্ত مصدر থেকে اسم التفضيل ব্যবহৃত হয় না ঐ সমস্ত مصدر হতে اسم التفضيل এর অর্থ প্রকাশের প্রয়োজন হলেও উল্লিখিত নিয়মেই ব্যবহার করতে হয়। যেমন- أشد حمرة - أشد صمما ইত্যাদি।

باب افتعال এর ف কালিমা সম্পর্কিত কয়েকটি কায়েদাঃ

১ নং কায়দাঃ- افتعال এর ف কালিমায় د ذ অথবা ز হলে افتعال এর ت কে د দ্বারা বদল করা ওয়াজিব।

د সম্পর্কিত নিয়মঃ- افتعال এর ف কালিমায় د হলে সেই د কে উক্ত د এর মধ্যে إدغام করা বাধ্যতামূলক। যেমন- إِدَّعٰى (সহজেই বুঝা যায় যে ছীগাটি মূলত إِدْتَعَوَ ছিল। ت কে د দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করা হয়েছে এবং শেষের ওয়াও কে اَلف দ্বারা বদল করা হয়েছে তাই ادعى হয়ে গেছে)।

ذ সম্পর্কিত নিয়মঃ- ذ এর মধ্যে তিন অবস্থা। ذ কে কখনো কখনো د দ্বারা বদল করে د এর মধ্যে إدغام করা হয়। যেমন- ادكر (যা মূলত اذتكر ছিল, افتعال এর ت কে د দ্বারা বদল করা হয়েছে তারপর ذ কেও د দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করা হয়েছে।

কখনো কখনো د কে ذ দ্বারা পরিবর্তন করে فকালিমার ذ এর সঙ্গে إدغام করা হয়। যেমন- اذكر

আবার কখনো কখনো ذ কে إدغام ছাড়াই রেখে দেয়া হয়। যেমন- اذدكر

ز সম্পর্কিত নিয়মঃ ز এর দুই অবস্থা। কখনো إدغام ছাড়াই রেখে দেয়া হয়। যেমন- اِزْدَجَرَ আবার কখনো কখনো د কে ز বানিয়ে ف কালিমার ز এর সঙ্গে إدغام করা হয়। যেমন- اِزَّجَرَ

২ নং কায়দাঃ-

باب افتعال এর ف কালিমায় ص ض ط বা ظ অর্থাৎ حروف الإطباق হলে تاء الافتعال কে ط দ্বারা বদল করতে হয়।

ط সম্পর্কিতঃ- افتعال এর ف কালিমায় ط হলে সেই ط কে উল্লিখিত ط এর সঙ্গে إدغام করা বাধ্যতামূলক। যেমন- اِطَّلَبَ

ظ সম্পর্কিত নিয়ম।

ظ এর তিন অবস্থা

১। ظ কে কখনো ط দ্বারা পরিবর্তন করে উল্লিখিত ط এর সঙ্গে إدغام করা হয়। যেমন- اِطَّلَمَ সহজেই বুঝা যায় যে, ছীগাটি মূলত اظتلم ছিল, প্রথমে 'তা'কে 'তোয়া' দ্বারা বদল করা হয়েছে। এরপর ظ কেও ط দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করা হয়েছে। ফলে اِطَّلَمَ হয়ে গেছে।

২। কখনো إدغام ছাড়াই রেখে দেয়া হয়। যেমন- اظطلم সহজেই বুঝা যায় ছীগাটি মূলত اِظْتلم ছিল। উল্লিখিত নিয়মে তা'লীল হয়ে গেছে।

৩। আবার কখনো ط কে ظ বানিয়ে পরস্পরে ইদগাম করা হয়। যেমন- [illegible] সহজেই বুঝা যায় যে, ছীগাটি মূলত اظطلم ছিল। ط কে ظ দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করা হয়েছে।

ص ও ض সম্পর্কিত নিয়ম

ص ও ض এর দুই অবস্থা।

১। افتعال এর ف কালিমায় ص অথবা ض হলে إدغام ছাড়াই রেখে দেয়া হয়। যেমন- اِصْطَبَرَ ও اِضْطَرَبَ

২। আবার কখনো ط কে ص কিংবা ض বানিয়ে পরস্পরে ادغام করা হয়। যেমন- اِصَّبَرَ ও اِضَّرَبَ (সহজেই বুঝা যায় যে ছীগা দুটি মূলত اصطبر ও اضطرب ছিল। এরপর উভয় ط কে সমজাতীয় হরফ দ্বারা বদল করে দেয়া হয়েছে।

তিন নং কায়দা

افتعال এর ف কালিমায় ث হলে تاء الافتعال কে ث দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করা জায়েজ। যেমন- إِثَّارَ (সহজেই বুঝা যায় যে ছীগাটি মূলত اثتار ছিল। তারপর ت কে ث দ্বারা বদল করে إدغام করা হয়েছে।

عين الافتعال বা افتعال এর ع কালিমা সম্পর্কিত একটি কায়দাঃ

যদি افتعال এর ع কালিমায় ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط অথবা ظ এই বারটি হরফের কোন একটি আসে তাহলে تاء الافتعال কে ع কালিমার সমজাতীয় হরফ দ্বারা বদল করে তার হরকত পূর্বের অক্ষরে দিয়ে হরফ দুটিকে إدغام করতে হয়। আর স্বাভাবিকভাবেই তখন همزة الوصل পড়ে যায়। যেমন- اِختصم থেকে خَصَّمَ , এমনিভাবে اِهتدى থেকে هَدَّى - يَخْتَصِمُ থেকে يَخَصِّمُ - يَهْتَدِىْ থেকে يَهَدِّى আর ف কালিমায় كسرة দেয়াও জায়েজ। যেমন- ماضى এর ক্ষেত্রে - هِدَّى خِصَّمَ এবং مضارع এর ক্ষেত্রে - يَهِدِّى يَخِصِّمُ ইত্যাদি। পবিত্র কোরআন শরীফে يَخِصِّمُوْنَ ও يَهِدِّى ব্যবহৃত হয়েছে, তা এই বাব থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে।

كسرة ـ ضمة আর فتحة এই বাবের اسم فاعل এর ف কালিমায় তিনটিই জায়েজ। যেমন- مُخِصِّمون- مُخُصِّمون- مُخَصِّمون

দ্বিতীয় বাব- إستفعال

এই বাবের আলামত হচ্ছে ف কালিমার পূর্বে ت س ا অতিরিক্ত আসা। যেমন- الاستنصار সাহায্য প্রার্থনা করা।

تصريفه: استنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر واُستُنصِر يستنصر استنصارا فهو مستنصر الأمر منه استنصر والنهى عنه لا تستنصر- الظرف منه مُسْتَنْصَرٌ

বি. দ্র. الاستفعال এর تاء কে يَسْتَطِيْعُ ও اِسْتَطَاعَ এই ছীগা দুটির মধ্যে হযফ করা জায়েজ। কোরআন শরীফে যে مالم تَسْطِعْ ও فَمَا اسْطَاعُوْا ব্যবহৃত হয়েছে তা এই বাব থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে।

তৃতীয় বাব إنفعال

এই বাবের আলামত হচ্ছে ف কালিমার পূর্বে ن অতিরিক্ত হওয়া। আর এই বাব সর্বদাই لازم হয়ে থাকে। যেমন- الانفطار ফেটে যাওয়া।

تصريفه: انفطر ينفطر انفطارا فهو منفطر- الأمر منه انفطر و النهى عنه لا تنفطر الظرف منه مُنْفَطَرٌ

বিঃ দ্রঃ যে সমস্ত শব্দের ف কালিমায় ن থাকবে তা باب الانفعال থেকে ব্যবহৃত হতে পারে না। সেই ধরনের صيغة থেকে যদি انفعال এর অর্থ আদায় করার প্রয়োজন হয় তাহলে তা باب الافتعال থেকেই ব্যবহার করতে হবে, যেমন اِنْتِكَاسًا অবনত হওয়া।

চতুর্থ বাব إفعلال

এই বাবের আলামত হচ্ছে ل কালিমা তাকরার হওয়া এবং ماضى এর ছীগার মাঝে همزة الوصل এর পরে চারটি হরফ থাকা। যেমন– الاحمرار লাল হওয়া।

تصريفه: احمر يحمر احمرارا فهو محمرٌّ الأمر منه اِحْمَرَّ اِحْمَرِّ اِحْمَرِرْ والنهى عنه لَا تَحْمَرَّ لَا تَحْمَرِّ لَا تَحْمَرِرْ – الظرف منه محمرٌّ.

এই বাবের কতিপয় ছীগার তা'লীলঃ

১। **احمر** এর তালীলঃ- ছীগাটি মূলত اِحْمَرَرَ ছিল। এক জাতীয় দুটি হরফ একত্রিত হওয়ায় প্রথমটিকে ছাকিন করে দ্বিতীয়টির মাঝে إدغام করা হয়েছে। اِحْمَرَّ ও مُحْمَرٌّ এবং এ জাতীয় অন্যান্য ছীগার তা'লীলও উল্লিখিত নিয়মে করতে হবে।

২। اِحْمَرَّ (আমর) এর তা'লীলঃ- এই ছীগাটির মধ্যে ওয়াকফের কারণে দুই ছাকিন একত্র হয়ে গেছে। কারণ উভয় ر ছাকীন হয়ে গেছে। তাই দ্বিতীয় ر কে কখনো فتحة দিয়ে احمَرَّ কখনো كسرة দিয়ে احمرِّ আর কখনো إدغام ছাড়াই احمرِرْ পড়া হয়। لم يحمر সহ مضارع مجزوم এর অন্যান্য ছীগাসমূহকেও এভাবে বুঝতে হবে।

বিঃ দ্রঃ এই বাবের ل কালিমা সর্বদা تشديد যুক্ত হয়ে থাকে। তবে শুধু ناقص ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এই বাবের ناقص এর ক্ষেত্রে لفيف এর নিয়ম কানুন প্রযোজ্য। যেমন اِرْعَوَى ছীগাটির মধ্যে প্রথম و কে নিরাপদ রেখে দ্বিতীয় و এর মধ্যে ناقصএর কায়দা অনুসারে তা'লীল করা হয়েছে।

الارعِواء অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। এই ছীগাটির মাঝে এখন مطاوعة مجرد এর خاصية পাওয়া যাচ্ছে। যেমন বলা হয়ে থাকে رَعَوْتُهُ – فَارْعَوَى আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি আর সে ফিরে গেছে।

পঞ্চম বাব افعيلال

এই বাবের আলামত হচ্ছে ل কালিমা তাকরার হওয়া এবং اللام الأول এর পূর্বে একটি অতিরিক্ত ألف থাকা আবশ্যক, এই ألف মাছদারের মধ্যে এসে ي হয়ে যায়। যেমন- الادهيمام খুব কালো হওয়া।

تصريفه: ادهام يدهام ادهيماما فهو مُدْهَامٌّ الأمر منه اِدْهَامَّ اِدْهَامِّ اِدْهَامِمْ والنهى عنه لَا تَدْهَامَّ لَا تَدْهَامِّ لَا تَدْهَامِمْ الظرف منه مُدْهَامٌّ

এই বাবের তা'লীল সম্পর্কিত একটি কথাঃ- এই বাবের ছীগাগুলোর এদগাম باب افعلال এর ছীগার মতই হয়েছে। প্রতিটি ছীগাকেই তার নযীর এর নিয়মে ছীগার মূলরূপ বের করে তা'লীল করে নিতে হবে।

বিঃ দ্রঃ এ দুটি বাবের মধ্যে অধিক পরিমাণে রং ও ক্রটির অর্থ পাওয়া যায়। আর এ বাব দুটি সর্বদাই لازم হয়।

ষষ্ঠ বাব افعيعال

এই বাবের আলামত হচ্ছে ع কালিমা তাকরার হওয়া এবং দুই ع এর মাঝে অতিরিক্ত و আসা। তবে এই و টি مصدر এর মধ্যে كسرة এর পরে আসার কারণে ى দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন- الاخشيشان খুব কঠিন হওয়া।

تصريفه : اخشوشن يخشوشن اخشيشانا فهومخشوشِن الأمر منه اخشوشن والنهى عنه لا تخشوشن الظرف منه مُخْشَوْشَنٌ

(ছাকীন এর পূর্বে كسرة থাকার কারণে و কে ى দ্বারা বদল করা হয়েছে)।

বিঃ দ্রঃ এই বাব অধিকাংশ সময় لازم হয়ে থাকে। তবে متعدى ও হতে পারে। যেমন- اِحْلَوْلَيْتُهُ আমি তাকে মিষ্টি মনে করেছি।

সপ্তম বাব اِفْعِوَّالٌ

এই বাবের আলামত হচ্ছে ع কালিমার পরে و তাশদীদ যুক্ত থাকা। যেমন- الاجلواذ দৌড়ানো।

تصريفه: اجلوذ يجلوذ اجلواذا فهو مُجْلَوِّذٌ الأمر منه اِجْلَوِّذْ والنهى لَا تَجْلَوِّذْ الظرف منه مُجْلَوَّذٌ

ثلاثى مزيد مطلق بغير همزة الوصل এর আলোচনাঃ-

ইহা মোট পাঁচ প্রকারঃ-

প্রথম বাব إفعال

এই বাবের আলামত হচ্ছে أمر ও ماضى এর মধ্যে همزة القطع থাকা এবং مضارع معروف এর মধ্যে علامة المضارع মাযমূম হওয়া। যেমন – الإكرام সম্মান করা।

تصريفه : أكرم يكرم إكراما فهو مكرم وأكرم يكرم إكراما فهو مكرم الأمر منه أكرم والنهى عنه لاتكرم الظرف منه مُكْرَمٌ

همزة القطع ও همزة الوصل এর মাঝে পার্থক্য

همزة الوصل ঐ همزة কে বলে যা বাক্যের মাঝে এলে পড়ে যায়।

همزة القطع ঐ همزة কে বলে যা বাক্যের মাঝে এলেও বহাল থাকে।

বিঃ দ্রঃ এই বাবের ماضى এর ছীগার মধ্যে যে همزة القطع ছিল তা مضارع এর মধ্যে পড়ে গেছে। অন্যথায় مضارع এর ছীগা হতো يأكرم - يأكرمان ইত্যাদি। ফলে متكلم এর ছীগাটি হতো أأكرم যেখানে দুটি همزة একত্রিত হয়ে যেত। এই ছীগাটির সমস্যা বিবেচনা করা مضارع এর অন্য সব ছীগাহ থেকেও همزة কে ফেলে দেয়া হয়েছে। যাতে সকল ছীগার মাঝে সমতা বিধান করা হয়।

দ্বিতীয় বাব تفعيل

আলামতঃ- এই বাবের আলামত হচ্ছে ع কালিমা তাকরার হওয়া এবং مضارع معروف এর علامة المضارع মাযমূম হওয়া। যেমন- التصريف ফিরানো।

تصريفه : صرف يصرف تصريفا فهو مصرف وصرف يصرف تصريفا فهو مصرف الأمرمنه صرف والنهىعنه لاتصرف الظرف منه مصرف

বিঃ দ্রঃ এই বাবের মাছদার فعال এর ওজনেও আসে। যেমন- كِذَّابًا এবং فعال এর ওজনেও এসে থাকে। যেমন- كَلَامٌ ও سَلَامٌ ইত্যাদি।

তৃতীয় বাব مفاعلة

আলামতঃ- এই বাবের আলামত হচ্ছে ف কালিমার পরে 'আলিফ' অতিরিক্ত আসা এবং এ বাবেও علامة المضارع এর مضارع معروف মাযমুম হয়ে থাকে। যেমন- المقاتلة والقتال পরস্পরে লড়াই করা।

تصريفه: قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا فهو مقاتل وقوتل يقاتل مقاتلة وقتالا فهو مقاتل الأمر منه قاتل والنهى عنه لا تقاتل الظرف منه مُقَاتَلٌ

বিঃ দ্রঃ এই বাবে ماضى مجهول এর ছীগার মধ্যে ألف তার পূর্বে ضمة থাকার কারণে واو হয়ে গেছে। যেমন- قاتل থেকে قوتل

চতুর্থ বাব تفعل

আলামতঃ এই বাবের আলামত হচ্ছে ف কালিমার পূর্বে অতিরিক্ত ت আসা এবং ع কালিমা তাকরার হওয়া। যেমন- التقبل গ্রহণ করা, মেনে নেওয়া।

تصريفه: تقبل يتقبل تقبلا فهومتقبل وتقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل الأمر منه تقبل والنهى عنه لا تقبل والظرف منه مُتَقَبَّلٌ

পঞ্চম বাব تفاعل

আলামত- এই বাবের আলামত হচ্ছে ف কালিমার পূর্বে ت এবং পরে ألف অতিরিক্ত আসা। যেমন - التقابل পরস্পরে মুখোমুখি হওয়া।

تصريفه : تقابل يتقابل تقابلا فهو متقابل وتقوبل يتقابل تقابلا فهو متقابل الأمر منه تقابل والنهىعنه لاتتقابل الظرف منه مُتَقَابَلٌ

বিঃ দ্রঃ এই বাবের ماضى مجهول এর ছীগার মধ্যে ألف তার পূর্বে ضمة থাকায় واو হয়ে গেছে। যেমন-تقابل থেকে تقوبل –মনে রাখতে হবে যে,

বাবে تفعل ও تفاعل এর ماضى مجهول এর ছীগার মধ্যে শেষ হরফের পূর্বের হরফ ব্যতীত বাকী সমস্ত মুতাহাররিক হরফ مضموم হয়ে যায়।

قاعدة : (১) বাবে تفعل ও تفاعل এর مضارع এর ছীগার মধ্যে যখন দুটি تاء مفتوحة একত্রিত হয় তখন একটিকে হজফ করা জায়েজ। যেমন- تظاهرون থেকে تتظاهرون এবং تقبلون থেকে تتقبلون

قاعدة (২) যখন বাবে تفعل ও تفاعل এর ف কালিমায় ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ এই বারটি হরফের কোন একটি হরফ আসে তখন تفعل ও تفاعل এর ت কে তার ف কালিমার সমজাতীয় হরফ দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করে দিতে হয়। সে ক্ষেত্রে أمر ও ماضى এর মধ্যে همزة الوصل যোগ করতে হবে।

বাবে افاعل ও افعل সম্পর্কে একটি কথাঃ-

এই বাব দুটিকে منشعب প্রণেতা همزة الوصل যুক্ত বাবসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। আর এই বাব দুটি এই নিয়মেই সৃষ্টি হয়। যেমন-
اِطَّهَّرَ يَطَّهَّرُ اِطَّهُّرًا فَهُوَ مُطَّهِّرٌ واِثَّاقَلَ يَثَّاقَلُ اِثَّاقُلًا فهو مثاقل

اطهر ও اثاقل ছীগা দুটির মূলরূপ ও তার পরিবর্তনঃ-

اِطَّهَّرَ ছীগাটি মূলত تَطَهَّرَ ছিল। تفعل এর ف কালিমায় ط হওয়ায় تفعل এর ت কে ط দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করা হয়েছে আর শুরুতে ছাকিন থাকায় همزة الوصل যোগ করা হয়েছে।

এমনিভাবে اِثَّاقَلَ ছীগাটি মূলত تَثَاقَلَ ছিল। تفاعل এর ف কালিমায় ث হওয়ায় تفاعل এর ت কে ث দ্বারা বদল করে পরস্পরে ইদগাম করা হয়েছে। তারপর শুরুতে همزة الوصل যুক্ত করা হয়েছে। ফলে تثاقل থেকে اثاقل হয়ে গেছে।

رباعي مجرد ومزيد فيه এর আলোচনা

ثلاثى مزيد فيه এর আলোচনা শেষ করে আমরা এখন رباعى مجرد ومزيد فيه এর আলোচনা শুরু করছি।

স্মরণ রাখতে হবে যে, رباعى مجرد এর বাব মাত্র একটি আর তা হচ্ছে فعللة এর ওজনে بعثرة অর্থাৎ উৎসাহিত করা।

تصريفه : بعثر يبعثر بعثرة فهو مبعثر وبعثر يبعثر بعثرة فهو مبعثر الأمر منه بعثر والنهى لا تبعثر الظرف منه مُبَعْثَرٌ

আলামতঃ- এই বাবের আলামত হচ্ছে ماضى এর ছীগায় চারটি حرف أصلى হওয়া। আর مضارع معروف এর আলামত এবাবেও مضموم হয়ে থাকে।

علامة المضارع সম্পর্কিত একটি মূলনীতি-

علامة المضارع এর হরকত সম্পর্কে মূলনীতি হচ্ছে-যে সকল বাবের ماضى এর ছীগা চার হরফ বিশিষ্ট হয় সেই হরফ চারটি আছলী হোক কিংবা কোন একটি অতিরিক্ত হোক معروف ও مجهول উভয় অবস্থাতেই مضارع এর চিহ্ন مضموم হবে। যেমন- يُبعثر- يُقاتل- يُصرف- يُكرم ইত্যাদি।

আর যে সকল বাবের ماضى এর ছীগা চার হরফের বেশি অথবা কম হবে তার علامة المضارع মাফতুহ হবে। যেম- ينصر - يجتنب- يتقابل ইত্যাদি।

رباعى مزيد فيه দুই প্রকারঃ- ১। بغير همزة الوصل। ২ بهمزة الوصل

بغير همزة الوصل এর বাব একটি যথাঃ- تفعلل

এই বাবের আলামত হচ্ছে حرف الأصل চতুষ্টয়ের পূর্বে ت অতিরিক্ত আসা। যেমন- التسربل পোশাক পরিধান করা।

تصريفه: تسربل يتسربل تسربلا فهو متسربِل وتسربل يتسربل تسربلا فهو مُتَسَرْبَلٌ الأمر منه تسرَبَلْ والنهى عنه لا تتسربل الظرف منه مُتَسَرْبَل

همزة الوصل এর দুই বাবঃ-

প্রথম বাবঃ- افعللال এই বাবের আলামত হচ্ছে দ্বিতীয় ل কালিমা তশديد যুক্ত হওয়া এবং حرف الأصل চারটি এর পরে একটি ل এবং أمر ও ماضى এর মধ্যে همزة الوصل অতিরিক্ত আসা। যেমন- الاقشعرار পশম দাঁড়িয়ে যাওয়া।.

تصريفه : اِقْشَعَرَّ يَقْشَعِرُّ اِقْشِعْرَارا فهو مقشِعر الأمر منه اِقْشَعِرَّ اقشعر اقشعرر والنهى عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعرر الظرف منه مُقْشَعَرٌّ

দ্বিতীয় বাব ঃ- افعنلال এই বাবের আলামত হচ্ছে أمر ও ماضى এর ছীগায় همزة الوصل থাকা এবং ع কালিমার পরে একটি ن অতিরিক্ত আসা। যেমন- الابرنشاق অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া।

تصريفه : ابرنشق يبرنشق ابرنشاقا فهو مُبْرَنْشَقٌ الأمر منه اِبْرَنْشِقْ والنهى عنه لا تبرنشِقْ الظرف منه مُبْرَنْشَقٌ

ثلاثي مزيد فيه ملحق এর আলোচনা

ثلاثي مزيد فيه ملحق হয়ত رباعي مجرد এর সাথে ملحق হবে অথবা رباعي مزيد فيه এর সাথে ملحق হবে।

ثلاثي مزيد فيه ملحق برباعي مجرد এর সাত বাবঃ-

প্রথম বাবঃ- فعللة যেমন- جلببة চাদর পরিধান করা।

تصريفه : جلبب يجلبب جلببة فهو مجلبب وجُلبب يجلبب جلببة فهو مجلبَب الأمر منه جلبِب والنهى عنه لا تُجلبِبْ الظرف منه مُجلبَبٌ –

আলামতঃ এই বাবে ل কালিমা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকরার হয়ে থাকে। যেমন- جلبب – يجلبب- جلبب ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বাবঃ فعولة যেমন– سرولة সেলোয়ার পরিধান করা।

تصريفه: سرول يسرول سرولة فهو مسرول وسُرْول يسرول سرولة فهو مسرول الأمر منه سَرْوَلْ والنهى عنه لَا تَسَرْوَلْ الظرف منه مُسَرْوَلٌ

আলামতঃ এই বাবে ع কালিমার পরে ওয়াও অতিরিক্ত আসে।

তৃতীয় বাবঃ فيعلة যেমন- صيطرة নিযুক্ত হওয়া, নির্ধারিত হওয়া।

تصريفه : صيطر يصيطر صيطرة فهو مصيطِر الأمر منه صَيْطِرْ والنهى عنه لا تُصَيْطِرْ الظرف منه مُصَيْطَرٌ -

আলামতঃ এই বাবে فَ কালিমার পরে ى অতিরিক্ত আসে।

চতুর্থ বাবঃ فعيلة যেমন– شريفة খেতের আগাছা কেটে ফেলা।

تصريفه: شريف يشريف شريفة فهو مشريف وشُريف يشريف شريفة فهو مشريف الأمر منه شريف والنهى عنه لاتشريف الظرف منه مُشَرْيَفٌ

আলামতঃ এই বাবে ع কালিমার পরে ى অতিরিক্ত আসে।

পঞ্চম বাবঃ فوعلة যেমনঃ جوربة মোজা পরিধান করা।

تصريفه : جورب يجورب جوربة فهو مجورب وجُوْرب يجارب جوربة فهو مجورب الأمر منه جورب والنهى عنه لا تجورب الظرف منه مُجَوْرَبٌ

আলামতঃ- এই বাবে ف কালিমার পরে ওয়াও অতিরিক্ত আসে।

ষষ্ঠ বাবঃ فعنلة যেমন- قلنسة টুপি পরিধান করা।

تصريفه : قلنس يقلنس قلنسة فهو مقلنِس وقلنس يقلنس قلنسة فهو مقلنَس الأمر منه قلنِسْ والنهى عنه لاتُقَلْنِسْ الظرف منه مُقَلْنَسٌ

আলামতঃ এই বাবে ع কালিমার পরে ن অতিরিক্ত আসে।

সপ্তম বাবঃ فعلاة যেমন قلساة টুপি পরিধান করা।

تصريفه: قلسى يقلسى قلساة فهو مقلس وقلسى يقلسى قلساة فهو مقلسا الأمر منه قلس والنهى عنه لاتقلس الظرف منه مُقَلْسًا–

قلسى এর তা'লীল- قَلْسٰى ছীগাটি মূলতঃ قَلْسَىَ ছিল, ইয়া মুতাহাররিকের পূর্বে مفتوح হওয়ার কারণে ى কে ألف দ্বারা বদল করা হয়েছে। ফলে قلسٰى হয়ে গেছে। এমনিভাবে قَلْسَاةٌ মাছদারটি قَلْسَيَةٌ ছিল। উপরোক্ত নিয়মে তা'লীল হয়ে قَلْسَاةٌ হয়েছে।

يُقَلْسٰى ছীগাটি মূলত يُقَلْسَىُ ছিল। উপরোক্ত নিয়মে يُقَلْسٰى হয়েছে।

مقلسا এর তালীলঃ- اسم المفعول এর এই ছীগাটি মূলত مقلسى ছিল। ইয়া মুতাহাররিকের পূর্বে مفتوح হওয়ার কারণে ى কে ألف দ্বারা বদল করা হয়েছে। এরপর تنوين ও ألف এর মধ্যে اجتماع ساكنين এর কারণে ألف কে ফেলে দেয়া হয়েছে। তাই مقلسا হয়ে গেছে।

مُقَلْسٍ এর তালীলঃ- ছীগাটি মূলত مُقَلْسِيٌ ছিল। ইয়া مضموم হয়ে পূর্বে كسرة হওয়ায় ى কে ছাকীন করা হয়েছে। তারপর ى ও تنوين এর মধ্যে اجتماع ساكنين এর কারণে ى কে হজফ করা হয়েছে। ফলে مُقَلْسٍ হয়ে গেছে।

ثلاثي مزيدفيه ملحق برباعي مزيد فيه এর আলোচনাঃ-

ثلاثي مزيد فيه ملحق برباعي مزيد فيه তিন ভাগে বিভক্তঃ-

(১) ملحق بتفعلل (২) ملحق بافعنلال (৩) ملحق بافعللال

(১) ملحق بتَفَعْلُلٍ এর ৮ বাবঃ-

প্রথম বাবঃ تَفَعْلُلٌ

এই বাবে ف কালিমার পূর্বে ت অতিরিক্ত আসে এবং ل কালিমা তাকরার হয়। যেমন- تجلبب চাদর পরিধান করা।

দ্বিতীয় বাবঃ- تَفَعْوُلٌ

এই বাবে ف কালিমার পূর্বে ت এবং ع ও ل কালিমার মাঝে 'ওয়াও' অতিরিক্ত আসে। যেমন- تَسَرْوُلٌ সেলোয়ার পরিধান করা।

তৃতীয় বাবঃ- تفيعل

এই বাবে ف কালিমার পূর্বে ت এবং পরে ى অতিরিক্ত আসে। যেমন- تشيطن শয়তান হওয়া।

চতুর্থ বাবঃ- تَفَوْعُلٌ

এই বাবে ف কালিমার পূর্বে ت এবং পরে و অতিরিক্ত আসে। যেমন- تجورب মোজা পরিধান করা।

পঞ্চম বাবঃ تَفَعْنُلٌ

এই বাবে ف কালিমার পূর্বে ت এবং ع কালিমার পরে ن অতিরিক্ত আসে। যেমন- تقلنس টুপি পরিধান করা।

ষষ্ঠ বাবঃ- تَمَفْعُلٌ

এই বাবে ف কালিমার পূর্বে ت ও م অতিরিক্ত আসে। যেমন- تَمَسْكُنٌ দরিদ্র হওয়া।

সপ্তম বাবঃ- تَفَعْلُتٌ

এই বাবে ف কালিমার পূর্বে একটি ت এবং ل কালিমার পরে একটি ت অতিরিক্ত আসে। যেমন- تَعَفْرُتٌ খবিছ হওয়া।

অষ্টম বাব ঃ تَفَعْلٍ

এই বাবে ف কালিমার পূর্বে একটি ت এবং ل কালিমার পরে একটি ى অতিরিক্ত আসে। যেমন- تقلسى টুপি পরিধান করা।

تَقَلْسٍ এর তা'লীলঃ- মাছদারটি মূলত تَقَلْسُىٌ ছিল। ى এর পূর্বে ضمة থাকায় ضمة কে كسرة দ্বারা বদল করা হয়েছে। তারপর كسرة এর মুনাসাবাতে ى কে ছাকীন করা হয়েছে এবং দুই ছাকীন একত্রিত হওয়ায় ى কে হজফ করা হয়েছে। ফলে تَقَلْسٍ হয়ে গেছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ-

উল্লিখিত আটটি বাবের صرف صغير এর গর্দান تســـرول এর ওজনে তৈরি করে নিতে হবে।

২। ملحق بافعنلال এর দুই বাবঃ

প্রথম বাবঃ افعنلال

আলামতঃ এই বাবে তিনটি অক্ষর অতিরিক্ত আসে, (১) দ্বিতীয় ل কালিমা (২)ع কালিমার পরে ن (৩) همزة الوصل যেমন- اِقْعِنْسَاسٌ সীনা এবং গর্দান বের করে হাঁটা।

تصريفه : اقعنسس يقعنسس اقعنساسا فهو مُقْعَنْسِسٌ الأمر منه اِقْعَنْسِسْ والنهى عنه لا تَقْعَنْسِسْ الظرف منه مُقْعَنْسَسٌ

দ্বিতীয় বাব ঃ- افعنلاء

এই বাবে ع কালিমার পরে ن এবং ل কালিমার পরে ى অতিরিক্ত আসে এবং همزة الوصل অতিরিক্ত আসে। যেমন- اسلنقاء চিৎ হয়ে শোয়া।

تصريفه : اِسْلَنْقٰى يَسْلَنْقِىْ اِسْلِنْقَاء فهو مُسْلَنْقٍ الأمر منه اِسْلَنْقِ والنهى عنه لَا تَسْلَنْقِ الظرف منه مُسْلَنْقًا –

اسلنقاء এর তালীলঃ- মাছদারটি মূলতঃ اِسْلِنْقَاىٌ ছিল। اسم এর শেষে ى হয়ে তার পূর্বে ألف زائدة থাকায় ى কে همزة দ্বারা বদল করা হয়েছে। ফলে اسلنقاء হয়ে গেছে।

অন্যান্য ছীগাগুলোর তা'লীল قَلْسٰى এর নিয়মে করে নিতে হবে।

৩। ملحق بافْعِلْلَال এর এক বাবঃ-

তা হলো افوعلال

এই বাবে ف কালিমার পরে و অতিরিক্ত আসে এবং ل কালিমা তাকরার হয়। যেমন- اكوهداد চেষ্টা করা।

تصريفه : اِكْوَهَدَّ يَكْوَهِدُّ اِكْوِهْدَادًا فهو مُكْوَهِدٌّ الأمر منه اِكْوَهِدَّ اِكْوَهِدِّ اِكْوَهْدِدْ والنهى عنه لَا تَكْوَهِدَّ لَا تَكْوَهِدِّ لَاتَكْوَهْدِدْ الظرف منه مُكْوَهَدٌّ

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ- এই বাবের সকল ছীগার মধ্যে إدغام রয়েছে। এই বাবের ছীগাসমূহের তা'লীল اقشعر বাবের ছীগাগুলোর মত করে নিতে হবে।

বাবে تَفَعُّلٌ সম্পর্কে জ্ঞাতব্যঃ-

অনেক ছারফ বিশেষজ্ঞ এই বাবের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন যে, إلحاق এর জন্য কোন হরফ ف কালিমার পূর্বে যুক্ত হতে পারে না। শুধুমাত্র ت হরফটি ف কালিমার পূর্বে إلحاق এর জন্য অতিরিক্ত হিসেবে যুক্ত হতে

পারে এবং তা مطاوعة এর অর্থ প্রকাশ করে। তাদের কারো কারো মতে م হরফটি এখানে إلحاق এর জন্য নয়। ফলে কেউ কেউ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, এই বাবটি ملحق এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অনেকে আবার م টিকে أصل মনে করেন। কিন্তু تحقيق (সিদ্ধান্ত) হল এই বাবটি আসলে ملحق এবং ف কালিমার পূর্বে ت হরফ ব্যতীত অন্য কোন হরফ إلحاق এর জন্য যুক্ত হতে পারে না বলে যে দাবী করা হয়েছে সে দাবী সঠিক নয়। فصول أكبري প্রণেতা এমন অনেক ছীগাকে ملحقات এর মধ্যে গণ্য করেছেন যার ف কালিমার পূর্বে বিভিন্ন হরফ অতিরিক্ত আসে। যেমন- نرجسة অর্থাৎ ঔষধের মধ্যে নারগিস ফুল দেয়া।

إلحاق সম্পর্কিত একটি কথাঃ-

إلحاق এর ভিত্তি হলো ثلاثي مجرد এর মধ্যে হরফ বৃদ্ধির কারণে رباعي এর অর্থ ও ওজনের সাথে মিলে যাবে এবং ملحق به ছাড়া অন্য কোন অর্থ দিবে না। এই নিয়মের আলোকে تمسكن ছীগাটি ملحق এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয় থাকতে পারে না।

مصدر এর হরকত সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতি

غير ثلاثي مجرد এর যে সকল مصدر এর ف কালিমা مفتوح হবে এবং শেষে ت হবে সে সকল مصدر এর ছাকীন হরফের পরবর্তী প্রথম হরফটি مفتوح হবে। যেমন- فعللة ও مفاعلة এবং তার ملحقات বাবসমূহ।

২। যে সকল مصدر এর ف কালিমার পূর্বে ت হয় এবং ف কালিমা مفتوح হয় সে সকল مصدر এর ছাকীন হরফের পরবর্তী প্রথম হরফটি مضموم হয়। যেমন- تفعل - تفاعل এবং تسربل ও তার ملحقات বাবসমূহ। যেমন- تجلبب ইত্যাদি।

৩। যে সকল مصدر এর ف কালিমা ছাকিন হয় এবং তার পূর্বে অতিরিক্ত ت থাকে সে সকল مصدر এর ছাকীন হরফের পরবর্তী প্রথম হরফ مكسور হয়। যেমন- تفعيل - تصريف - تقبيل

৪। যে সকল مصدر এর শুরুতে همزة الوصل থাকে সে সকল مصدر এর ছাকীন হরফের পরবর্তী প্রথম হরফটি مكسور হবে। যেমন- اجتناب - افتعال ইত্যাদি। তবে افاعل ও افعل এই বাব দুটি এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এই বাব দুটি تفاعل ও تفعل এর শাখা বাব, যা أصل এর বিবেচনায় همزة الوصل যুক্ত বাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫। যে সকল مصدر এর শুরুতে همزة القطعى রয়েছে সে সকল مصدر এর ছাকীন হরফের পরবর্তী প্রথম হরফটি مفتوحহয়। যেমন- إفعال

বিশেষ জ্ঞাতব্য

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই নিয়মগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ছাকীন হরফের পরবর্তী প্রথম হরফের হরকত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তার কারণ হলো মানুষ সাধারণত সেটির ক্ষেত্রেই ভুল করে থাকে। যেমন- مناسَبَة - مصدر টিকে مناسِبَة পড়ে। এবং اِجْتَناب কে اِجْتِناب পড়ে। এমনিভাবে আরো অনেক ভুল করে থাকে।

- فعل
  - ثلاثي
    - مجرد
      - ١ فعل يفعل — نصر ينصر
      - ٢ فعل يفعل — ضرب يضرب
      - ٣ فعل يفعل — سمع يسمع
      - ٤ فعل يفعل — فتح يفتح
      - ٥ فعل يفعل — كرم يكرم
      - ٦ فعل يفعل — حسب يحسب
    - مزيد فيه
      - غير ملحق أو مطلق
        - بغير همزة الوصل
          - ١ افعال اكرام
          - ٢ تفعيل تصريف
          - ٣ تفعل تقبل
          - ٤ تفاعل تقابل
          - ٥ مفاعلة مقاتلة
        - بهمزة الوصل
          - ١ افتعال اجتناب
          - ٢ استفعال استنصار
          - ٣ انفعال انفطار
          - ٤ افعلال احمرار
          - ٥ افعيلال ادهيمام
          - ٦ افعيعال اخشيشان
          - ٧ افعوال اجلواذ
      - ملحق
        - ١ رباعي مجرد
          - ١ فعللة جلببة
          - ٢ فعولة سرولة
          - ٣ فيعلة صيطرة
          - ٤ فعيلة شريفة
          - ٥ فوعلة جوربة
          - ٦ فعنلة قلنسة
          - ٧ فعلاة قلساة
        - ٢ رباعي مزيد فيه
          - ١ بتفعلل
            - ١ تفعلل تجلبب
            - ٢ تفعول تسرول
            - ٣ تفيعل تشيطن
            - ٤ تفوعل تجورب
            - ٥ تمفعل تمسكن
            - ٦ تفعلة تعفرة
            - ٧ تفعل تقلس
            - ٨ تفعنل تقلنس
          - ٢ بافعنلال
            - ١ افعنلال اقعنساس
            - ٢ افعنلاء اسلنقاء
          - ٣ بافعلال
            - ١ افوعلال اكوهداد
  - رباعي
    - مجرد
      - فعللة بعثرة
    - مزيد فيه
      - بغير همزة الوصل
        - تفعلل تسربل
      - بهمزة الوصل
        - ١ افعنلال ابرنشاق
        - ٢ افعللال اقشعرار

চতুর্থ অধ্যায়

الصيغ المشكلة

(ইলমুছ্ ছীগা থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত)

১। فَتَقُوْنِ-

صيغة: جمع مذكر ، بحث: أمر حاضر معروف، باب: افتعال، مصدر: اتقاء

অর্থঃ- ভয় করা।

এই ছিগাটি হাফত আকছামে ناقص يائي অথবা لفيف مفروق এর অন্তর্ভূক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি প্রাথমিক অবস্থায় اِوْتَقِيُوْا ছিল। مثال এর ৫ নং কায়দানুযায়ী باب افتعال এর "ফা" কালিমায় ওয়াও আসার কারণে উক্ত ওয়াওকে تاء দ্বারা বদল করে افتعال এর تاء এর সাথে إدغام করা হয়েছে। ফলে اِتَّقُوا হয়েছে। তারপর শুরুতে "ফা" আসার কারণে হামজাতুল ওয়াছল পড়ে গেছে। কারণ নিয়ম রয়েছে যে হামজাতুল ওয়াছল এর পূর্বে হরকত থাকলে হামজাতুল ওয়াছল পড়ে যায়। তাই فَتَقُوْا হয়েছে। আর ছীগাটির শেষে যে নুন রয়েছে তা نون إعرابى নয় বরং نون وقاية । মূলত ছীগাটি فَتَقُوْنِيْ ছিল। ইয়ায়ে মুতাকাল্লিম পড়ে যাওয়ার কারণে نون وقاية কে কাছরা দেওয়া হয়েছে। তাই فَتَقُوْنِ হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমনই করা হয়। আবার কখনো কখনো ওয়াকফের কারণে কাছরাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে فَتَقُوْنَ পড়া হয়।

২। فَرْهَبُوْنِ

صيغة: جمع مذكر، بحث: أمر حاضر معروف، باب: سمع، مصدر: رُهْبانا

অর্থ ঃ- ভয় করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে صحيح এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত اِرْهَبُوْا ছিল। শুরুতে ف আসার কারণে فَتَقُوْا এর কায়দা অনুযায়ী হামজাতুল ওয়াছল পড়ে গিয়ে فَرْهَبُوْا হয়েছে। তারপর মূল ছীগা فَرْهَبُوْنِيْ থেকে ইয়ায়ে متكلم কে ফেলে দিয়ে نون وقاية কে কাছরা দেওয়া হয়েছে। ফলে فرهبون হয়েছে। আবার কখনো কখনো ওয়াকফের কারণে ساكن نون وقاية কে পড়া হয়।

বিঃদ্রঃ- মনে রাখতে হবে যে,অনেক সময় ফেয়েলে যজমের হালতে ওয়াকফের পর نون وقاية আসার কারণে এবং ইয়ায়ে متكلم ফেলে দেয়ার পর নুনের উপর ওয়াকফ এসে যাওয়ার কারণে ছীগার মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষার্থীরা এই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে যে, জযমের হালত হওয়া সত্ত্বেও نون إعرابي কীভাবে এলো? কারণ তারা نون وقاية কে نون إعرابي মনে করে।

এমনিভাবে বাক্যের মাঝে ছীগার হামজাতুল ওয়াছল পড়ে যাওয়ার কারণে ছীগার মাঝে সংশয় সৃষ্টি হয়। যেমন- فَرْجِعُوْا، صَعْبُدُوْا، فَتَرْجِعِيْ এ বিষয়গুলো সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

৩। فَدّٰارَأْتُمْ

صيغة: جمع مذكر حاضر، بحث: فعل ماضي مطلق مثبت معروف،

باب: افاعل، مصدر: اداراء — **অর্থঃ-** মতভেদ করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে مهموز اللام এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত اِدّٰارَأْتُمْ ছিল। শুরুতে "ফা" আসার কারণে فَتَقُوْا এর কায়দা অনুযায়ী হামজাতুল ওয়াছল পড়ে গিয়ে فَدّٰارَأْتُمْ হয়ে গিয়েছে।

৪। لَنْفَضُّوْا

صيغة: جمع مذكر غائب، بحث فعل ماضي مطلق مثبت معروف،

باب: انفعال، مصدر: انفضاضا — **অর্থঃ-** ছড়িয়ে পড়া।

ছীগাটি হাফত আকছামে مضاعف ثلاثي এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ ছীগাটি মূলত انفضوا ছিল। তারপর শুরুতে لام التوكيد যুক্ত হওয়ার কারণে হামজাতুল ওয়াছল পড়ে গিয়ে لَنْفَضُّوا হয়ে গেছে।

৬। تَظَاهَرُوْنَ

صيغة: جمع مذكر حاضر، بحث: فعل مضارع مثبت معروف، باب: تفاعل، مصدر: تظاهُرا

অর্থঃ- প্রকাশিত হওয়া।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে صحيح এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ ছীগাটি মূলত تَتَظَاهَرُوْنَ ছিল। তারপর এক জাতীয় দু'টি হরফ একত্র হওয়ার কারণে تخفيف এর উদ্দেশ্যে একটি "তা" কে হজফ করা হয়েছে। ফলে تظاهرون হয়ে গেছে। কারণ কায়দা রয়েছে যে বাবে تفعل বা تفاعل এর مضارع এর ছীগার মাঝে দুই "তা" একত্র হলে একটিকে হযফ করা জায়েয আছে।

৭। لِتُكْمِلُوْا

صيغة: جمع مذكر حاضر، بحث: فعل مضارع مثبت معروف، باب: إفعال، مصدر: إكمال

অর্থঃ- পরিপূর্ণ করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে صحيح এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- এই ছীগাটি মূলত تُكْمِلُوْنَ ছিল। শুরুতে لام التعليل আসার কারণে نون الإعرابي পড়ে গেছে। কেননা لام التعليل এর পরে أن উহ্য থাকে। ফলে لِتُكْمِلُوْا হয়ে গেছে। এ ধরনের ছীগার মাঝে জটিলতার কারণ এই যে, অনেকেই এই লামটিকে لام الأمر মনে করে। এবং এই ভেবে পেরেশান হয় যে, أمر حاضر معروف এর শুরুতে لام الأمر কীভাবে এলো।

৮। وَلْتَأْتِ

صيغة: واحد مؤنث، بحث: أمر غائب معروف، باب: ضرب، مصدر: اتيانا

অর্থঃ- আসা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে مهموز الفاء এর অর্ন্তভূক্ত। আবার ناقص يائى ও হতে পারে।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত وَلِتَأْتِ ছিল। কায়দা অনুসারে ل টি ছাকীন হয়ে وَلْتَأْتِ হয়েছে। কায়দাটি হলো- যদি فَعِلٌ এর ওজনে কোন ছীগা আসে আরবগণ তার মাঝের হরফকে ছাকীন করে দেন; চাই ছীগাটি মূলতই فَعِلٌ এর ওজনে আসুক কিংবা কোন কারণে فَعِلٌ এর ওজনের সাথে মিলে যাক। أصلا বা মূলতই فعل এর ওজন বিশিষ্ট যেমন- كَتِفٌ আর عارضى ভাবে বা কোন কারণে فَعِلٌ এর ওজনের সাথে মিলে গেছে। যেমন- وَلِتَأْتِ থেকে وَلْتَأْتِ

বিঃদ্রঃ لام الأمر যদি واو এর পরে আসে তাহলে উক্ত লামকে ছাকীন করা ওয়াজিব, পক্ষান্তরে যদি ف এর পরে আসে তাহলে উক্ত লামকে ছাকীন করা জায়েয। যেমন- فَلْيَكْفُرْ

৯। وَيَتَّقْهِ

صيغه: واحد مذكر غائب، بحث: فعل مضارع مثبت معروف، باب: افتعال، مصدر: اتقاء

অর্থঃ- ভয় করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে لفيف مفروق এবং ناقص يائى এর অন্তর্ভূক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত يَوْتَقِيُ ছিল। اتقوا এর কায়দা অনুযায়ী তা'লীল হয়ে يتقى হয়েছে। তারপর ছীগাটির পূর্বে শর্তের হরফ من আসার কারণে হরফুল ইল্লাত ى পড়ে গেছে। তারপর مفعول এর যমীর ه যুক্ত হওয়ায় يَتَّقِهِ হয়েছে। এরপর ছীগাটির শেষ অংশ فَعِلٌ - تَقِه ওজনের সাথে

মিলে যাওয়ায় পূর্বের কায়দা অনুযায়ী মাঝের হরফকে ছাকীন করা হয়েছে। ফলে يَتَّقْهِ হয়ে গেছে।

১০। أَرْجِهْ

صيغة: واحد مذكر، بحث: أمر حاضر معروف ، باب : إفعال، مصدر: إرجاء

অর্থঃ- অবকাশ দেওয়া।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص واوى এর অন্তর্ভূক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত أَرْجِ ছিল। مفعول এর যমীর ٥ যুক্ত হওয়ায় أَرْجِهِ হয়েছে। তারপর عطف এর واو যুক্ত হওয়ার কারণে وَرْجِهِ হয়েছে। এরপর কায়দা অনুসারে ٥ কে ছাকীন করা হয়েছে। ফলে أَرْجِهْ হয়েছে।

কায়দাঃ- যে সকল ছীগা فِعِلٌ এর ওজনে আসে আরবগণ তার মাঝের হরফ ছাকীন করে فِعْلٌ পড়ে। যেমন– إِبِلٌ কে إِبْلٌ পড়ে।

১১। عَصَوَّ

صيغة: جمع مذكر غائب، بحث: فعل ماضي مطلق مثبت معروف، باب: ضرب، مصدر: عِصْيَانًا

অর্থঃ- নাফরমানী করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص يائى এর অন্তর্ভূক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত عَصَيُوْا ছিল। প্রাথমিক তা'লীলের পর عَصَوْا হয়েছে। ছীগাটির পরে عطف এর و যুক্ত হওয়ার কারণে পরস্পরে ইদগাম হয়ে عَصَوَّا হয়ে গেছে।

কায়দাঃ- যদি عطف এর واو এর সাথে واو غير مدة আসে তাহলে পরস্পরে إدغام করা হয়।

১২। أَمُنَّ

صيغة: جمع متكلم ، بحث: فعل مضارع مثبت معروف، باب: نصر، مصدر: مَنًّا

অর্থঃ- অনুগ্রহ করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে مضاعف ثلاثى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত تَمُنَّ ছিল। শুরুতে أن ناصب যুক্ত হওয়ায় শেষে نصب এর আলামত فتحه হয়েছে। এবং এক জাতীয় দুটি হরফ একত্র হওয়ার কারণে مضاعف এর কায়দা অনুযায়ী পরস্পরে إدغام করা হয়েছে। ফলে أَنْ تَمُنَّ হয়ে গেছে।

১৩। لُمْتُنَّنِيْ

صيغة: جمع مؤنث حاضر، بحث: فعل ماضى مطلق مثبت معروف، باب: نصر، مصدر: لَوْمًا

অর্থঃ- নিন্দা করা।

এই ছিগাটি হাফত আকছামে أجوف واوى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত لَوَمْتُنَّ ছিল। قُلْتُنَّ এর কায়দা অনুযায়ী তা'লীল হয়ে لُمْتُنَّ হয়েছে। তারপর ياء متكلم ও نون وقاية যুক্ত হয়ে لمتــــنى হয়ে গেছে।

১৪। إِمَّا تَرَيِنَّ

صيغة: واحد مؤنث حاضر، بحث: فعل مضارع مثبت معروف بنون ثقيلة، باب: فتح، مصدر: رأية

অর্থঃ- দেখা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে مهموز العين ও ناقص يائى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত تَرْأَيِيْنَ ছিল। تَسْئَلُ এর কায়দা অনুযায়ী তা'লীল হয়েছে অর্থাৎ হামযার হরকত পূর্বে গিয়ে হামজা হজফ হয়ে تَرَيِيْنَ হয়েছে। তারপর ছিগার শেষে نون ثقيله যুক্ত হওয়ায় نون إعرابى পড়ে গেছে। দুই ছাকিন একত্র হওয়ায় একটি ياء ফেলে দেয়া হয়েছে। ফলে تَرَيِنَّ হয়েছে। শুরুতে إما الشرطية যুক্ত হওয়ায় إِمَّا تَرَيِنَّ হয়েছে। আর نون ثقيلة অনেক সময় إما الشرطية এর পরে যুক্ত হয়।

১৫। أَلَمْ تَرَ

صيغة: واحد مذكر حاضر، بحث: الماضى المنفى بلم فى المضارع المعروف، باب: فتح، مصدر: رُؤْيَةٌ

অর্থঃ- দেখা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে مهموز العين ও ناقص يائى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত تَرْأَىَ ছিল। يَسْئَلُ এর কায়দা অনুযায়ী তা'লীল হয়ে تَرَىَ হয়েছে। শুরুতে لَمْ (লাম) যুক্ত হয়ে জযমের হালত সৃষ্টি হওয়ায় শেষের হরফুল ইল্লাত ى পড়ে গিয়ে لَمْ تَرَ হয়ে গেছে।

১৬। قَالِيْنَ

صيغة: جمع مذكر، بحث: اسم الفاعل، باب: ضرب، مصدر: قليا

অর্থঃ- শত্রুতা পোষণ করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص يائى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত قَالِيُوْنَ ছিল। তারপর رَامُوْنَ এর কায়দা অনুযায়ী তা'লীল হয়ে قَالُوْنَ হয়েছে। এরপর জরের হালত সৃষ্টি হওয়ায় قَالِيْنَ হয়ে গেছে।

১৭। أَشُدٌّ

এই ছীগাটি شِدَّةٌ এর বহু বচন এবং হাফত আকছামে مضاعف ثلاثى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছিগাটি মূলত أَشْدُدٌ ছিল। যেমন- نِعْمَةٌ এর جمع হলো أَنْعُمٌ। এরপর مضاعف এর ২নং কায়দা অনুযায়ী তা'লীল করা হয়েছে।

১৮। لَمْ يَكُ

صيغة: واحد مذكر غائب، بحث: الماضى المنفي بلم فى المضارع المعروف، باب: نصر، مصدر: كونا

অর্থঃ- হওয়া।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত يَكُوْنُ ছিল, তারপর শুরুতে لَمْ যুক্ত হওয়ার কারণে لَمْ يَكُنْ হয়েছে। এরপর কায়দা অনুযায়ী نون কে হযফ করা হয়েছে। ফলে لَمْ يَكُ হয়ে গেছে।

কায়দাঃ- أفعال ناقصة এর শেষের নুনকে জযম অবস্থায় হযফ করে দেয়া যায়। لَمْ أَكُنْ - لَمْ تَكُنْ - لَمْ نَكُنْ এসব ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

১৯। يَهِدِّىْ

صيغة: واحد مذكر غائب، بحث: فعل مضارع مثبت معروف ، باب: افتعال، مصدر: إهتداء

অর্থঃ- হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص يائى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত يَهْتَدِىْ ছিল। তারপর باب افتعال এর عين কালিমায় د হওয়ার কারণে تاء الافتعال কে د দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করা হয়েছে। এরপর দুই ছাকীন একত্র হওয়ার কারণে ف কালেমায় কাছরা দেয়া হয়েছে। ফলে يهدى হয়েছে। তবে ف কালিমায় فتحه দিয়ে يَهَدِّىْ ও পড়া যায়।

২০। يَخِصِّمُوْنَ

صيغة : جمع مذكر غائب، بحث: فعل مضارع مثبت معروف، باب: افتعال، مصدر: إختصاما

অর্থঃ- বিবাদ করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে صحيح এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত يَخْتَصِمُوْنَ ছিল। এরপর افتعال এর ع কালিমায় ص হওয়ায় تاء الافتعال কে ص দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করে ف কালেমায় কাছরা দেয়া হয়েছে। ফলে يَخِصِّمُوْنَ হয়েছে।

২১। قُوْلِيْنَ

صيغه: جمع مؤنث غائب، بحث: مثبت فعل ماضى مطلق مجهول،

باب: مفاعلة، مصدر: مُقَالَاةٌ । **অর্থঃ-** পরস্পরে শত্রুতা পোষণ করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص يائى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- এই ছীগাটি قُوْتِلْنَ এর ওজনে এসেছে। এর মাঝে কোন তা'লীল হয়নি।

২২। وَدَّكَرَ

صيغة: واحد مذكر غائب، بحث: مثبت فعل ماضى مطلق معروف،

باب: افتعال، مصدر: ادكارا **অর্থঃ-** স্মরণ করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে صحيح এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলতঃ اِذْتَكَرَ ছিল। তারপর افتعال এর ফা কালেমায় ذ আসার কারণে تاء الافتعال কে د দ্বারা বদল করা হয়েছে। এবং ذ কেও د দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করা হয়েছে। ফলে اِدَّكَرَ হয়েছে। এরপর শুরুতে واو العطف আসার কারণে همزة الوصل কে ফেলে দেয়া হয়েছে। ফলে وَدَّكَرَ হয়ে গেছে। ছীগাটি اِذَّكَرَ বা اِذْدَكَرَ পড়াও জায়েজ আছে। যা সংশ্লিষ্ট কায়েদার আলোচনা প্রসঙ্গে علم الصيغة তে উল্লেখ রয়েছে।

২৩। مُدَّكِرٌ

صيغة: واحد مذكر، بحث: اسم فاعل، باب: افتعال، مصدر: ادكارا

অর্থঃ- স্মরণ করা। এই ছীগাটি হাফত আকছামে صحيح এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীল

এই ছীগাটি اِدَّكَرَ এর অনুরূপ তা'লীল হয়েছে। এখানে مُذْدَكِرٌ বা مُذَّكِرٌ পড়াওজায়েয আছে।

২৪। تَدَّعُوْنَ

صيغه: جمع مذكر حاضر، بحث: مثبت فعل مضارع معروف، باب: افتعال، مصدر: ادعاء অর্থঃ- দাবী করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص واوى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ এই ছীগাটি মূলত تَدْتَعِوُوْنَ ছিল। এরপর افتعال এর ف কালেমায় د আসার কারণে تاء الافتعال কে د দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করা হয়েছে। ফলে تَدَّعِوُوْنَ হয়েছে। এরপর ناقص এর কায়দা অনুযায়ী تَدَّعُوْنَ হয়েছে।

২৫। مُزْدَجَرٌ

صيغة: واحد مذكر، بحث: اسم المفعول واسم الظرف، باب: افتعال، مصدر: اِزْدِجَارا অর্থঃ- শাসন করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে صحيح এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- এই ছীগাটি মূলত مُزْتَجَرٌ ছিল। তারপর افتعال এর ف কালেমায় ز আসার কারণে تاء الافتعال কে د দ্বারা বদল করা হয়েছে। ফলে مُزْدَجَرٌ হয়ে গেছে। এছাড়া এই ছীগাটি مصدر ميمى ও হতে পারে।

২৬। فَمَنِضْطُرَّ

صيغة: واحد مذكر غائب، بحث: مثبت فعل ماضى مطلق مجهول، باب: افتعال، مصدر: اضْطِرَارا অর্থঃ- বাধ্য করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে مضاعف ثلاثى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- এই ছীগাটি মূলত اِضْتَرَرَ ছিল। مضاعف এর কায়দা অনুযায়ী اِضْتَرَّ হয়েছে। তারপর افتعال এর ف কালেমায় ض হওয়ার কারণে تاء الافتعال কে ط দ্বারা বদল করা হয়েছে। ফলে اِضْطُرَّ হয়েছে।

এরপর শুরুতে فمن যুক্ত হওয়ায় কায়দা অনুসারে همزة الوصل পড়ে গেছে। ফলে فَمَنِضْطُرَّ হয়েছে।

কায়দাঃ- দুই ছাকীনের মাঝে همزة الوصل আসলে তা পড়ে যায়। এবং দুই ছাকীন একত্র হলে প্রথমটিকে কাছরা দেয়া হয়। কেননা কায়দা রয়েছে যে, الساكن إذا حرك حرك بالكسرة

২৭। مَضْطُرِرْتُمْ

صيغة: جمع مذكر حاضر ، بحث: فعل ماضى منفى مطلق مجهول،

باب : اِفتعال، مصدر : اِضْطِرَارًا   **অর্থঃ-** বাধ্য করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে مضاعف ثلاثى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত اُضْتُرِرْتُمْ ছিল। افتعال এর ف কালেমায় ض হওয়ার কারণে تاء الافتعال কে ط দ্বারা বদল করা হয়েছে। ফলে اُضْطُرِرْتُمْ হয়েছে। তারপর শুরুতে حرف النفى যুক্ত হওয়ায় همزة الوصل দুই ছাকিনের মাঝে পতিত হয়েছে। তাই তা কায়দা অনুযায়ী পড়ে গেছে। ফলে مَاضْطُرِرْتُمْ হয়েছে। এরপর দুই ছাকীন একত্র হওয়ায় ما এর আলিফকেও ফেলে দেয়া হয়েছে- مَضْطُرِرْتُمْ হয়েছে।

২৮। فَمَسْطَاعُوْا

صيغة: جمع مذكر غائب، بحث: منفى فعل ماضى مطلق معروف،

باب : استفعال، مصدر: استطاعة   **অর্থঃ-** পারা , সক্ষম হওয়া।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে أجوف واوى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ ছীগাটি মূলত اِسْتَطْوَعُوْا ছিল। واو মুতাহাররিক হয়ে পূর্বে সাকিন হওয়ায় واو এর হরকতকে পূর্বে দিয়ে واو কে ألف দ্বারা বদল

قريب ط ও ت দুটি করা হয়েছে। ফলে اِسْتَطَاعُوْا হয়েছে। তারপর المخرج একত্র হওয়ায় ت কে হযফ করা হয়েছে। ফলে اِسْطَاعُوْا হয়েছে। এরপর শুরুতে فَمَا যুক্ত হওয়ায় مضطرتم এর কায়দা অনুযায়ী তা'লীল হয়ে فَمَسْطَاعُوْا হয়ে গেছে।

২৯। لَمْ تَسْطِعْ

صيغة: واحد مذكر حاضر، بحث: الماضى المنفى بلم فى المضارع المعروف، باب: استفعال، مصدر: استطاعة অর্থঃ- পারা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে أجواف واو এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- تَسْتَطِيْعُ হল ছীগাটির মূলরূপ। তারপর শুরুতে لم যুক্ত হওয়ায় لَمْ تَسْتَطِعْ হয়েছে। এরপর ت এবং ط দুটি قريب المخرج একত্র হওয়ায় ت কে হযফ করা হয়েছে। ফলে لَمْ تَسْطِعْ হয়েছে।

৩০। مُضِيًّا এটি اسم مصدر

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص يائى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- এই ছীগাটি মূলত مُضُوْىٌ ছিল। তারপর مَرْمِىٌّ এর কায়দা অনুযায়ী তা'লীল হয়ে مُضِىٌّ হয়ে গেছে।

কায়দাঃ- مَرْمِىٌّ এর কায়দা হচ্ছে واو এবং يا একত্র হয়ে এদের প্রথমটি ছাকীন হলে ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করে পরস্পরে إدغام করা ওয়াজিব। তারপর ইয়ার মুনাছাবাতে পূর্বে কাছরা দেয়া হয়েছে।

বিঃদ্রঃ- এখানে ف কালেমায় কাছরা দিয়ে مِضِيًّا পড়াও জায়েয।

৩১। عِصِيٌّ

এটি عصا এর جمع এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص واوى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- এই ছীগাটি মূলত عُصُوْوٌ ছিল। دِلِيٌّ এর কায়দা অনুযায়ী উভয় واو কে يا দ্বারা বদল করে পরস্পরে ইদগাম করা হয়েছে। তারপর يا এর মুনাছাবাতে পূর্বের ضمة কে কাছরা দ্বারা বদল করা হয়েছে। ফলে عِصِيٌّ হয়ে গেছে।

دِلِيٌّ এর কায়দাটি হচ্ছে- ناقص واوى এর জমা যদি فُعُوْلٌ এর ওজনে হয় তাহলে উভয় ওয়াওকে ইয়া দ্বারা বদল করে পূর্বের ضمة কে কাছরা দ্বারা বদল করতে হয়।

৩২। لَنَسْفَعًا

صيغه: جمع متكلم، بحث: فعل مضارع مثبت معروف مع لام التوكيد والنون الخفيفة ، باب : فتح، مصدر: سَفَعًا

অর্থঃ- ঝলসে দেয়া, টেনে নেয়া।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে صحيح এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- এখানে نون خفيفة কে تنوين এর আকারে লেখা হয়েছে।

৩৩। نَبْغِ

صيغة : جمع متكلم، بحث: فعل مضارع مثبت معروف،

باب: ضرب، مصدر: بُغْيَةٌ

অর্থঃ- প্রত্যাশা করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص يائى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- এই ছীগাটি মূলত نَبْغِىْ ছিল। ছরফ বিশারদগণ লিখেছেন যে, আরবগণ يَرْمِىْ ও يَدْعُوْ জাতীয় ناقص এর ছীগার মধ্যে শেষের حرف العلة কে হযফ করে يَرْمِ – يَدْعُ ও পড়ে থাকেন। যদি ও তা وقف ও جزم এর হালতে না থাকে।

৩৪। فَقَدْ رَأَيْتُمُوْهُ

صيغه : جمع مذكر حاضر، بحث: مثبت فعل ماضى مطلق معروف، باب: فتح، مصدر: رُأْيَةٌ

অর্থঃ- দেখা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে مهموز العين ও ناقص يائى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- এই ছীগাটি মূলত رَأَيْتُمْ ছিল। শুরুতে قد ও فاء التوكيد যুক্ত হয়েছে। এর শেষে مفعول এর ضمير - ه যুক্ত করা হয়েছে। তাই تخفيف এর উদ্দেশ্যে কায়দা অনুযায়ী م এর পরে একটি واو যোগ করা হয়েছে। এবং م কে ضمه দেয়া হয়েছে। ফলে فَقَدْ رَأَيْتُمُوْهُ হয়েছে।

কায়দাঃ- এ সম্পর্কে কায়দা হলো هُمْ ও تُمْ - كُمْ এর পরে مفعول এর ضمير যুক্ত হলে م এর পরে একটি واو যুক্ত করা হয় এবং মীম مضموم হয়ে যায়। যেমন- قَتَلْتُمُوْهُمْ ، طَلَّقْتُمُوْهُنَّ، أكرهتمونى ইত্যাদি। এবং আরও নিয়ম রয়েছে যে, واحد مؤنث حاضر এর تاء مكسوره এর পরে যমীর যুক্ত হলেও এই تاء مكسورة এর পরে ياء ساكن বৃদ্ধি করা হয়। যেমন- বোখারী শরীফে ইবনে মাছউদ (রা.) এর قول এর মাঝে এসেছে- لَوْ قَرَأْتِيْهِ لَوَجَدْتِيْهِ

৩৫। أَنُلْزِمُكُمُوْهَا

صيغة: جمع متكلم، بحث: فعل مضارع مثبت معروف،

باب: إفعال، مصدر: إلزاما অর্থঃ- বাধ্য করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে صحيح এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত نُلْزِمُ ছিল। তারপর শুরুতে همزة الاستفهام এবং শেষে مفعول এর জমীর كُمْ যুক্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় مفعول এর জমীর ها যুক্ত হওয়ায় পূর্বের কায়দা অনুযায়ী أَنُلْزِمُكُمُوْهَا হয়ে গেছে।

৩৬। أَنْ سَيَكُوْنُ

صيغة : واحد مذكر غائب، بحث: فعل مضارع مثبت معروف،

باب: نصر، مصدر: كَوْنًا অর্থঃ- হওয়া।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে أجوف واوى এর অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ- ছীগাটির মাঝে প্রশ্ন আসে যে, أن আসা সত্ত্বেও نصب কেন হয়নি? এর جواب হলো এখানে উক্ত أن টি নাসেব নয় বরং উক্ত أنْ টি أَنَّ এর মুখাফ্ফাফ রূপ। অর্থাৎ যে أَنَّ আল হুরুফুল মুশাব্বাহু বিল ফে'ল এর অন্তর্ভুক্ত। এই أَنْ -عِلْمٌ ও ظَنٌّ এর পরে ব্যবহৃত হয়। তবে نصب দেয় না।

৩৭। مِتْنَا

صيغة : جمع متكلم، بحث: فعل ماضى مطلق مثبت معروف،باب: سمع،

مصدر: مَوْتًا অর্থঃ- মৃত্যুবরণ করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে أجوف واوى এর অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ- এই ছীগাটির মাঝে إشكال হলো এই যে, কোরআন শরীফে এই ছীগাটি مضارع এর ক্ষেত্রে مضموم العين রূপে يَمُوْتُ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং সেই হিসাবে ينصر - نصر এর বাব থেকে قُلْنا এর মত مُتْنا হওয়ার কথা। এর জওয়াবে মোফাচ্ছিরগণ লিখেছেন যে, এই শব্দটি باب سمع থেকেও ব্যবহৃত হয়, কোরআন শরীফে مضارع এর ছীগাটি نصر থেকে আর ماضى এর ছীগাটি سمع থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৮। فَمْبَجَسَتْ

صيغة : واحد مؤنث غائب، بحث: فعل ماضى مطلق مثبت معروف،

باب: انفعال، مصدر: اِنْبِجَاسًا   **অর্থঃ-** প্রবাহিত হওয়া।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে صحيح এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত اِنْبَجَسَتْ ছিল। শুরুতে ف যুক্ত হওয়ায় همزة الوصل পড়ে গেছে। এবং নুন ছাকীনের পরে ب আসার কারণে নুন ছাকীনকে م দ্বারা বদল করা হয়েছে। তাই فَمْبَجَسَتْ হয়েছে।

৩৯। الدَّاعِ

صيغة: واحد مذكر ، بحث: اسم الفاعل، باب: نصر، مصدر: دعوة

অর্থঃ- ডাকা, আহ্বান করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص واوى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলতঃ الداعى ছিল। ছীগাটির শুরুতে আলিফ ও লাম যুক্ত হওয়ার কারণে ى কে ফেলা দেয়া হয়েছে। ফলে الدَّاعِ হয়েছে।

কারণ কায়দা রয়েছে যে- আলিফ ও লাম যুক্ত اسم এর শেষের ى কে কখনো কখনো ফেলে দেয়া হয়।

৪০। اَلْجَوَارِ এই ছীগাটি جَارِيَةٌ এর جمع । অর্থঃ- নারী বা যুবতী।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص يائى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত اَلْجَوَارِى ছিল। ছীগাটির শুরুতে আলিফ ও লাম যুক্ত হওয়ার কারণে ى কে ফেলে দেয়া হয়েছে। ফলে اَلْجَوَارِ হয়েছে।

৪১। اَلتَّنَادِ এটি اسم مصدر অর্থঃ ডাকা, আহ্বান করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ناقص يائى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত اَلتَّنَادِىْ ছিল। اَلدَّاعِ এর কায়দা অনুযায়ী اَلتَّنَادِ হয়েছে।

৪২। دَسَّا

صيغه: واحد مذكر غائب، بحث: فعل ماضى مطلق مثبت معروف،

باب: تفعيل، مصدر: تَدْسِيْسًا **অর্থঃ-** ধুলি ধূসরিত করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে مضاعف ثلاثى এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত دَسَّسَ ছিল। تضعيف এর ভিত্তিতে শেষ হরফকে حرف العلة দ্বারা বদল করা হয়েছে। ফলে دَسَّا হয়েছে। বেশিরভাগ সময় আরবগণ এমনই করে থাকেন।

৪৩। فَظَلْتُمْ

صيغة: جمع مذكر حاضر، بحث: فعل ماضى مطلق مثبت معروف،

باب: سمع، مصدر: ظَلًّا

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ثلاثى مضاعف এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটি মূলত فَظَلِلْتُمْ ছিল। তারপর مضاعف এর দুটি হরফ একত্র হওয়ায় একটি হযফ করে দেয়া হয়েছে। তাই ظَلْتُمْ হয়েছে। কারণ আরবদের একটি কায়দা রয়েছে যে, مضاعف এর দুই হরফের একটিকে হযফ করে দেয়া যায়। উল্লিখিত ছীগাটিতে "ফা" কালেমায় কাছরা দিয়ে فَظِلْتُمْ ও পড়া যায়।

৪৪। قَرْنَ

صيغة: جمع مؤنث ، بحث: أمر حاضر معروف، باب: سمع، مصدر: قَرَارًا

অর্থঃ- অবস্থান করা।

এই ছীগাটি হাফত আকছামে ثلاثى مضاعف এর অন্তর্ভুক্ত।

তা'লীলঃ- ছীগাটির তা'লীলের ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে। **প্রথমতঃ** ছীগাটি মূলত اِقْرَرْنَ ছিল। ظَلِلْتُمْ এর কায়দা অনুসারে প্রথম ر কে হযফ করে দেয়া হয়েছে এবং তার হরকত পূর্বে নকল করা হয়েছে। এবার همزة الوصل প্রয়োজন না থাকায় তাকে ফেলে দেয়া হয়েছে। **দ্বিতীয়তঃ** تفسير بيضاوى কিতাবে রয়েছে যে, এই ছীগাটি قَارَ - يَقَارُ **অর্থাৎ** خَافَ - يَخَافُ এর মত। সে হিসেবে قَرْنَ ছীগাটি خِفْنَ এর মত এবং এর مادة - قَرَارٌ এর অর্থের নিকটবর্তী।

সমাপ্ত